শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর
শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর

কাশীবাসী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত।

ভট্টপল্লী নিবাসী

প্রখ্যাত শ্রীরামদয়াল ঘোষ কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট শ্রীচৈতন্যডোবা।

। চড়কমি পোঃ—হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

প্রকাশক—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট।
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা।

সম্পাদক কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণ—
১৪০৮ বঙ্গাব্দ ১৩ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার দশহরা।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী।
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর
জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা।
পশ্চিমবঙ্গ, ☎ ৫৮৫-০৭৭৫

২। মহেশ লাইব্রেরী।
২/১ শ্যামচরন দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০৭৩
ফোন—২৪১-৭৪৭৯

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
৩৮, বিধান সরনী,
ফোন—২৪১-১২০৮

ভিক্ষা-কুড়ি টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিপ্রেস * শ্রীচৈতন্যডোবা মন্দির হালিসহর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

কলিযুগ পাবন শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সুন্দরের অহৈতুকী করুণাবলে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম বৈচিত্রের মূর্ত্ত প্রতীক শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের লেখক শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। কাশীর বেদান্তাচার্য্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী গৌর কৃপালাভের পর শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলা প্রেমরসে কিদৃশ ভাবে নিমগ্ন হইয়াছিলেন এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকবৃন্দ উপলব্ধি করিতে পারবেন। গৌর কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণ কৃপা লাভ সম্ভবপর নহে। তাই ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—

গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে শ্রীরাধা মাধব অন্তরঙ্গ।

গৌর কৃপা ব্যাতিরেকে অর্থ্যাৎ গৌর পাদপদ্মে একান্ত ভাবে স্মরণ না লইলে ব্রজ প্রেম উপলব্ধি করতঃ শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ সেবা লাভ সম্ভবপর নহে। তাই গৌরাঙ্গ মহিমা প্রসঙ্গে পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষে বর্ণন যথা—

গৌরাঙ্গ না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমসিন্ধু সীমা জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥

ইত্যাদি গৌরা কৃপার প্রকাট্য নিদর্শন বেদান্তাচার্য্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী। তাঁহার এই লেখনী প্রসূত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থখানিই তাঁহার গৌর প্রেমানুরাগ ও গৌর কৃপাশক্তির মহিমত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে। কাশীর প্রকাশানন্দই প্রবোধানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন। অনেকে এই প্রবোধানন্দকেই শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর গুরু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা নহে। এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীগুরু সম্পর্কে শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থের প্রথম মঞ্জরীর বর্ণন যথা—

বেঙ্কটের কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ নাম। গোপাল ভট্টের পূর্ব্বে গুরু সে প্রমান ॥
অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণ। পূর্ব্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে ॥

শ্রীহরি ভক্তি বিলাসে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কৃত মঙ্গলাচরণে—

ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎ প্রিয়স্য।
গোপাল ভট্টো রঘুনাথ দাসং সন্তোষয়ন রূপ সনাতনৌচ ॥

শ্রীপ্রবোধানন্দকেই শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর গুরু বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। প্রবোধানন্দের পরিচয় বিষয়ে ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গের বর্ণন—

শ্রীবেঙ্কট ভট্টের নিবাস দক্ষিণেতে। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে ॥
ত্রিমল্ল বেঙ্কট আর প্রবোধানন্দ। এ তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥

বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট খুল্লতাত প্রবোধানন্দের সমীপে অধ্যয়নাদি করিয়া দীক্ষাদি গ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণে গিয়া বেঙ্কট ভট্টের ভবনে চারিমাস অবস্থান করিয়া শিশু গোপাল ভট্টকে কৃপাশক্তি সঞ্চার করেন। বিদায় কালে বলিলেন পিতা ও পিতৃব্যদ্বয়ের অন্তর্দ্ধানে পর বৃন্দাবনে গমন করিবে। এইরূপ উপদেশ পাইয়া গোপাল ভট পিতা জ্যেঠা ও খুল্লতাতে সস্ত্রীক অন্তর্দ্ধানের পর বৃন্দাবনে গমন করেন। এতদ্বিষয়ে অনুরাগবল্লী গ্রন্থের প্রথম মঞ্জরীর বর্ণন—

ক্রমে ক্রমে তিন ভাইয়ের সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল।
তা সভার ঘরনী অগ্র পশ্চাৎ পাইল ॥

সর্ব্ব সমাধান করি উদাসীন হঞা। বৃন্দাবনে আইলেন প্রেমে মত্ত হঞা ॥

এইভাবে অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরের প্রমাণে দক্ষিণ দেশবাসী বেঙ্কট ভট্টের ভ্রাতা প্রবোধানন্দ ভট্টই গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গুরু প্রমানিত হইল। কিন্তু ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে বিকল্প ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়।

এতদ্বিষয়ে অনুরাগবল্লী গ্রন্থের প্রথম মঞ্জরীর বর্ণন—

কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি। সর্ব্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী ॥

এই সরস্বতী উপাধি সংস্কৃত সাহিত্যের, সন্ন্যাসের নহে। যেহেতু গোপাল ভট্ট গৃহে থাকাকালীন তাঁহার মৃত্যু ঘটায় তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ সম্ভবপর নহে। যদি ধরা যায় মহাপ্রভু তাঁহার গৃহ হইতে আসার পর বিরহে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ; তাহা হইলে তিনি প্রথমে চৈতন্য বিমুখ হইতেন না। প্রবোধানন্দ শ্রীগৌর সুন্দরের প্রেমে কিরূপ বিহ্বল ছিলেন তাহা ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থের প্রমাণে উপলব্ধি হয়।

ত্রিমল্লং বেঙ্কট, শ্রীপ্রবোনন্দ তিনে। বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে ॥

মো সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে।
কাবেরী স্নানেতে সঙ্গে কেবা লৈয়া যাবে ॥
রঙ্গনাথে কেবা বা করিবে সংকীর্ত্তন।
কে দিবে অধমে সে দুর্ল্লভ ভক্তিধন ॥

মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ আর কাশীতে প্রকাশানন্দ মিলন পাঁচ বৎসরের অধিক নহে। ফলে প্রবোধানন্দ গৃহত্যাগ করে পাঁচ বৎসরের মধ্য কাশীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক হওয়া সম্ভব নহে তৎসঙ্গে এতদূর শ্রীচৈতন্য প্রেমিকের পক্ষে চৈতন্য নাম উচ্চারণে তাচ্ছিলতা সম্ভব নহে। শুধু তাহা নহে শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থের প্রমাণে দেখা যায় মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের বহু পূর্ব হইতে প্রকাশানন্দ কাশীতে অবস্থান করিতেছেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ডে—৩য় অধ্যায়

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥

প্রকাশানন্দ সরস্বতী গৌরকৃপা প্রাপ্তিপর প্রবোধানন্দ নাম হওয়ায় দুই প্রবোধানন্দকে কেহ কেহ এক মনে করেন।

তথাহি—ভক্তমাল—২২ মালা

প্রকাশানন্দের সরস্বতী নাম ছিল। প্রভু তারে প্রবোধানন্দ নাম রাখিল ॥

অতএব এই সকল প্রমাণে বুঝা যায় কাশীর প্রবোধানন্দ (প্রকাশানন্দ সরস্বতী) আর গোপালভট্টে খুল্লতাত প্রবোধানন্দ এক নহে। কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতীর জন্ম বংশ পরিচয়াদি কোন গ্রন্থে পরিলক্ষিত না

হওয়ায় কেহ কেহ এই জপ মতবাদ পোষণ করেন।

ব্রজের তুঙ্গবিদ্যা সখীই প্রকাশানন্দ সরস্বতী রূপে প্রকট হন।

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ১৬৩ শ্লোকঃ—

তুঙ্গ বিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদা।
সা প্রবোধানন্দ যতি গৌরোদগান সরস্বতী॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে গমন করতঃ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্তি পথে আনয়ন করেন। এই সংবাদ শুনিয়া লোকদ্বারে প্রকাশানন্দ সরস্বতী নীলাচলে প্রভু সমীপে একটি পত্র প্রেরণ করেন—শ্রীভক্তমালধৃত শ্রীপ্রকাশানন্দস্য শ্লোকঃ—

যত্রাস্তে মনিকর্ণিকা অঘ সরদ্দীর্ঘিকাবর্ত্ম তারক
লোক্ষকং তনুভৃত্যে শম্ভু স্বয়ং যচ্ছতি।
এতস্মিন শম্ভুনাথ নগরী নির্ব্বান মার্গে স্থিতে।
মূঢোন্যত্র মরীচিকা স্বপশুবৎ প্রত্যাশায়াং ধাবনি॥

প্রভু এই শ্লোক পাইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ একটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন।

মুহ্যস্তো মনিকর্ণিকা ভাগবতো পদ্মাম্বু ভাগীরথী
বর্ত্মা তারক মোক্ষকং তনুভৃতে যত্তারকং তারকং।
কাশীনাঃ পতীরকমস্য ভজতে শ্রীবিশ্বনাথ স্বয়ং
তস্মাদস্যদৃনুদিনং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্ব নদং॥

প্রভু কর্ত্তৃক শ্লোক পাইয়া প্রকাশানন্দ পুনরায় শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন।

শালান্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জে মানবাঃ।
তেষানিন্দ্রিয় নিগ্রহং যদি ভবেন্দুল্লবেৎ সাগর॥

প্রভুর সমীপে এই শ্লোক শুনিয়া ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞাতে একটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন।

সিংহ বলিদ্বিরদশূকর মাংস্য ভোগী
সম্বৎসরেণ কুরুতে রতি বারমেকং।
পারাবতঃ খলু শিলাকনাত্র ভোগী
কামভচেদনুদিনং বদ কুত্র হেতু॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা উপলক্ষ্যে কাশীতে আগমন করিলে কাশীবাসী সন্ন্যাসীগণ প্রভুর নিন্দায় পঞ্চমুখ হইলেন। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বেদান্ত শ্রবণ বাদ দিয়ে কয়েক জন ভাবুক লইয়া নর্ত্তন কীর্ত্তন করে। গৌরাঙ্গের ভাবকালী কাশীতে চলিবে না। প্রকাশানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য উচ্চারণ না করিয়া তিনবার 'চৈতন্য চৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিলেন। প্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া পুনরায় কাশীতে আগমন করতঃ বৈভব প্রকাশ করিয়া কাশীর সন্ন্যাসীগণকে কৃষ্ণনামানন্দে বিভোর করেন। এ সমস্ত কাহিনী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য খণ্ডের ১৭ পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। গৌর কৃপা প্রাপ্তির পর প্রকাশানন্দের প্রবোধানন্দ নামকরণ হয়। তিনি বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীগৌরগোবিন্দের প্রেমানুরাগে বিভোর হইয়া শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত, রাধারস সুধানিধি, বৃন্দাবন শতক প্রভৃতি রচনা করেন। এতদ্বিষয়ে তাঁহার সূচকের বর্ণন এইরূপ—

মহাপ্রভু প্রবোধিয়া সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া নীলাচলে কৈল আগমন।
তথা সে প্রবোধানন্দ লভি গৌর প্রেমানন্দ আবেশে আইল বৃন্দাবন॥
ভাবাবেশে গর গর নাহি নিদ্রা অনাহার ব্রজবনে করেন ভ্রমণ।
কালীহ্রদ তীরে বসি ধ্যায়ে, সে নদীয়া শশী প্রাণ রাখে করিয়া চর্ব্বন॥
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত শ্রীবৃন্দাবন শতক কৈলা রাধারস সুধানিধি গ্রন্থ।
গৌররস ব্রজরস মহাভাবের নির্য্যাস নিঙড়িয়া কৈল ঘনীভূত॥

এইভাবে কাশীর বেদান্তাচার্য্য গৌর কৃপায় ভক্তিপথ আশ্রয় করতঃ শ্রীগৌরগোবিন্দের মহিমা বর্ণন করিয়া গৌর কৃপার অপার মহিমা জগতে বিদিত করেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশের মূল উদ্যোগকারী প্রবীন গৌর প্রেমানুরাগী ভক্ত প্রবর শিক্ষক শ্রীশচীনন্দন দাস। তিনি শিক্ষকতা হইতে অবসর গ্রহণের পর নৈহাটির বিজয়নগর হইতে বারাসতের বদরপুরে গিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনুকুল্যের মাধ্যমে এই গ্রন্থের প্রকাশ। বিশেষতঃ ভট্টপল্লীবাসী শ্রীরাম

দয়াল ঘোষের সুললিত ভাবগম্ভীর পয়ার অনুবাদ তাহাকে বিশেষ ভাবে বিভাবিত করিয়াছে। তাই রামদয়াল ঘোষের বঙ্গানুবাদ সম্বলিত শ্রী চৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থখানি প্রকাশে আমায় উদ্বুদ্ধ করেন। ভক্তের সুখ বিধানই গৌরাঙ্গের সুখকর। একনিষ্ঠ গৌর প্রেমানুরাগী ভকত প্রবর শ্রীশচীনন্দন দাস মহাশয়ের প্রীতি বিধানের জন্যই এই গ্রন্থের প্রকাশ। ইহাতে আমার কোন কৃতীত্ব নাই। ভকতপ্রবর শচীনন্দন দাস মহাশয়ের প্রেমানুরাগই বিশেষ বৈচিত্র পূর্ণ। সুধী ভক্তমণ্ডলী সম্পাদন ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে নিজগুণে ক্ষমা করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা কীর্ত্তনে সৌভাগ্য প্রদান করুন।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
১৪০৮ বঙ্গাব্দ

নিবেদক—
শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরনম্

শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত

মঙ্গলাচরণ

সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা

১

জয় জয় নাথ ! ভুবন মঙ্গল নদীয়া বিহারী হরি ।
ভবে আগমন ঘুচাও এবার দাসেরে করুণাকরি ॥
হাম অভাগিয়া নিজ কর্ম্ম দোষে আসি যাই এ সংসারে ।
তথাপি প্রাণেশ ! মরম তুঁহার না বুঝিনু কোন বারে ॥
তুঁহার করুণা বিহনে তুঁহায় চিনিতে কেহ না পারে ।
করুণা নয়নে চাহি মোর পানে ধরা দেহ এই বারে ॥
প্রেম রস সিন্ধু মাঝারে সাঁতারি তুঁহার ভকত সনে ।
তুয়া নাম সুধা পানে হয়ে ভোর যাই যেন বৃন্দাবনে ।

২

তুমি হে গৌরাঙ্গ স্বরূপ বিগ্রহ দয়াল নিতাই চাঁদ ।
মায়া বনচর জীবে ধরিবারে পেতেছ প্রেমের ফাঁদ ॥
বিষয় কুরস প্রিয় জীবদলে কতই যতনে ধরি ।
গোরা প্রেমরস পিয়াও হরিষে সবার বাসনা ভরি ॥
আপনি যে রূপ ঘোর মাতয়ার গোরার পীরিতি রসে ।
সে রূপ জীবেরে চাও করিবারে আনি হে আপন বশে ॥
জীব শিব হেতু যে করেছে প্রভু কহিতে শকতি কই ।
তুঁহার করুণা হলে হে স্মরণ অবাক হইয়ে রই ॥
জীব ত্রাণ সেতু তুমি প্রাণ সখা তুঁহার বালাই যাই ।
মার খেয়ে কর পাতকী মোচন এমন কোথাও নাই ॥
ন্যাসী বেশে যবে গোরা বিনোদিয়া পাসরি নদীয়াবাসী ।
বৃন্দাবন ধন ধায় বৃন্দাবনে প্রেমের তরঙ্গে ভাসি ॥

জীব মুখ চাই যদি না তখন পাতিতে কৌশল জাল।
তাহলে কিরূপে তরিত হে জীব ভীষণ সংসার কাল॥
গোরা প্রেম বন্যা আনিহে ফিরায়ে প্লাবন করিলে ধরা।
এ বিশ্ব হইল ধরণী ধরেন্দ্র গোরা প্রেম রসে ভরা॥
জয় জয় জয় নিত্যানন্দ রাম গোরা ভাবে গর গর।
জীব অনুকুল দাতা শিরোমণি সংসার বন্ধন হর॥
তোমার শ্রীপদে এই নিবেদন দেহ মোরে কৃপাবিন্দু।
এ মোর হৃদয় আকাশে উদয় করাহ গৌরাঙ্গ ইন্দু॥

৩

জয় জয় জয় শান্তিপুর পতি পরম পামর গতি।
কি কৃপা প্রকাশি তারিলে সংসার ফিরালে জীবের মতি॥
একে কলি রাজ নিজ অধিকার বিথারি সংসার বাসে।
ধরম করম সকলি জীবের পরম হরিষে নাশে॥
তাহে ছদ্মবেশে মায়া পরিকর ফিরিতেছে অবিরত।
সুযোগ বুঝিয়া করিছে বন্ধন বদ্ধ জীব শত শত॥
কলি মায়া বশে সংসার প্রমুখ নিরখি জীবের মতি।
নিজ সুখ পর জীব নিরন্তর অলস প্রকৃতি অতি॥
দুর্ব্বল অন্তর দীর্ঘ সূত্রী সবে অল্পায়ু ধৈরয হীন।
ত্রিতাপ তাপিত কুপথ পতিত সাধন ভজন দীন॥
জীবের এহেন দশা দুখময় বাজিল তুঁহার মনে।
ভাবিলে তখন কেমনে উদ্ধার পাইবে এ জীবগনে॥
যদি গুণমণি! কঠোর সাধনে না আনিতে গোরারায়।
তাহলে জীবের কি দশা ঘটিত এমায়া কলির দায়॥
ব্রজ হতে আনি প্রেম চিন্তামনি লুটালে অবনী তলে।
মূর্খ নীচ আগে হইল কৃতার্থ তুঁহার করুনা বলে॥
গৌর আন প্রভু বলি এ সংসারে রটিল তুঁহার নাম।
তুঁহার বালাই লয়ে মরি মুই নিখিল মঙ্গল ধাম॥

জয় জয় জয় শান্তিপুর নাথ অখিল মঙ্গল গতি।
তুঁহার চরণে এই কর প্রভু থাকে যেন মোর মতি॥

৪

জয় জয় জয় ভকত ভূষণ শ্রীবাস পণ্ডিত বর।
তোমার তুলনা তুমি হে কেবল নিখিল ভুবন পর॥
তুঁহার মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর নিজ নর্ম্ম জন মেলি।
করেন অনন্ত কীর্ত্তন বিলাস অপূর্ব্ব রসের কেলি॥
গৌরাঙ্গ গৌরব গৌরাঙ্গ মরম কে বুঝে তোমার মত।
গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব গোরা সুখপর হিয়া তব অবিরত॥
অন্তরে বাহিরে শয়নে স্বপনে বিহর গৌরাঙ্গ সনে।
গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন গৌরাঙ্গ সেবনে বিভোর একান্ত মনে॥
পাসরি দারুণ অপত্যের শোক গোরার কীর্ত্তন বেলি।
গোরা অকৃত্রিম প্রেম পরিচয় দিলে হে স্বজন মেলি॥
এক দুই তিন কহি দিয়া তালি যে বিশ্বাস প্রকাশিলে।
নিখিল ভুবনে কণিকা তাহার যুগান্তে কদাচ মিলে॥
ধন্য ধন্য তুমি ভকত আদর্শ তোমার বালাই যাই।
তুঁহার বিশ্বাস নিষ্ঠা সহ যেন সদলে গৌরাঙ্গ পাই॥

৫

জয় জয় জয় মাধব নন্দন গোরা শক্তি গদাধর।
শকতি অপার মহিমা তুঁহার লোক বেদ অগোচর॥
কভু গোরা অঙ্গে শ্রীবাস অঙ্গনে বসহ হেলায়ে অঙ্গ।
কভু বসি বাঁমে তাম্বুল যোগাও করি হে বিবিধ রঙ্গ॥
কি ভাবে কখন করহ বিলাস গৌরাঙ্গ নাগর সনে।
কেমনে বুঝিব সে নিগূঢ় ভাব নীরস দুর্ব্বল মনে॥
যত কেন থাক শক্তির ক্ষমতা অতুল প্রতাপ তায়।
ভক্তি উপদেশ বিনা নারে তেঁহ সেবিতে গৌরাঙ্গ রায়॥
পুণ্ডরীক কাছে দীক্ষার গ্রহণ করি হে মাধব সুত।

এ কথার স্বাক্ষ্য দিলে হে সংসার অনুতাপে হয়ে পূত ॥
ধন্য গদাধর হিয়ার মাঝারে ধরেছ গৌরাঙ্গ লেহ।
কৃপা করি গোরা নাগরে তুঁহার বারেক আমারে দেহ ॥

৬

জয় জয় জয় প্রভু হরিদাস ভুবন পাবন কারী।
পরম রসজ্ঞ নাম অবতার নাম চিন্তামণি ধারী ॥
নাম রস ভোর নাম মাতয়ার নাম ধন পরায়ণ।
দিনে তিন লক্ষ নাম জপ শেষ তুঁহার একান্ত পণ ॥
মহিমা তুঁহার না জানি কহিতে মুই হে কলুষ মতি।
নিজ গুণে প্রভু এ পামর জনে করহ করুণা রতি ॥
ইন্দ্রিয় বিজয়ী তুমি যোগীশ্বর নামের মাহাত্ম্য বলে।
বাইশ বাজারে দারুণ প্রহারে ক্ষমিলে পাষণ্ড দলে ॥
মঙ্গল মানসে দিলে হে যে বর কারাবাসী নীচ গণে।
দেহ সেইবর এই দীন হীন ভব কারাবাসী জনে ॥
যে কৃপা প্রকাশি করিলে উদ্ধার বার বিলাসিনী নারী।
তাহার কণিকা দেহি এ অধমে জীবের মঙ্গল কারী ॥
যে মানস বলে করিলে বিফল মায়ার বিজয়ী বাণ।
বিন্দু মাত্র তার নিজ কৃপা গুণে করহ আমারে দান ॥
তোমার দীনতা করিলে স্মরণ অবাক হইয়ে রই।
শ্রাদ্ধ অগ্রভাগ পেয়ে করতলে রহিলে কুণ্ঠিত হই ॥
আপনি ভবেশ ধরে তুয়া কর পুরী মাঝে লইবারে।
তথাপি কভু না পশিলে তথায় ম্লেচ্ছ ভাবি আপনারে ॥
পুরীর বাহিরে রহি দীন বেশে নাম রসে সদা ভোর।
প্রসাদ আনিয়া দেন নিত্য প্রভু প্রকাশি করুণা ওর ॥
লীলা সাঙ্গ আগে গোরা পদাম্বুজ নিরখি নয়ন ভরি।
হলে অদর্শন শ্রীগৌরাঙ্গ বলি ভুবন আঁধার করি ॥
ধন্য ধন্য তুমি প্রভু হরিদাস তোমার বালাই যাই।
তোমা সম যেন শ্রীগৌরাঙ্গ পদ অন্তিম সময়ে পাই ॥

৭

জয় জয় জয় শ্রীগুপ্ত মুরারী হনুমান অবতার।
মহিমা তোমার কি বুঝিব মুই ভক্তি হীন দুরাচার॥
কড়চা আকারে গোরা বাল্য লীলা করি তুমি প্রণয়ন।
গোরা প্রেম রসে কর মাতয়ার নিখিল ভুবন জন॥
তুয়া মুখে শুনি গৌরাঙ্গ মহিমা গভীর শৈশব লীলা।
বদ্ধ জীব দল প্রেমানন্দে ভাসি শোক তাপ পাসরিলা॥
গোরা প্রেমরস জলধি মাঝারে সদা ভাস কুতুহলে।
গৌরাঙ্গ বিরহ করি হে আশঙ্কা কাতি দিতে যাহ গলে॥
কভু অনুরাগে শ্রীবাস অঙ্গনে গৌরাঙ্গ বাহন হও।
কভু গোরাগুণ করি হে কীর্ত্তন প্রেমাবিষ্ট হয়ে রও॥
ধন্য ধন্য তুমি বৈদ্য কুলমণি বিমল দাস্যের খনি।
কৃপা করি মোরে এই কর যেন গোরাধনে হই ধনী॥

৮

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রধান হে সুধীর শ্রীধর মহাশয়।
লোক বেদ অগোচর তোমার মহিমা হে তুয়া সঙ্গ মাগে সুরচয়॥
ধন মান কুল জ্ঞানে নাহি মিলে গোরা হে ভক্তিবশ কেবলি গোঁসাঞি।
দেবতা বাঞ্ছিত তব পবিত্র জীবনে হে এ কথার নিদর্শন পাই॥
থোড় কলা বেচি তুঁয়া 'খোলা বেচা' নম হে দারিদ্র তোমার সহচর।
শত গ্রন্থি ছিন্ন বস্ত্র পিন্ধনে তোমার হে বাস—জীর্ণ কুটির ভিতর॥
তথাপি সতত ভাস সুখ পারাবারে হে সন্তোষ তরণী আরোহণে।
কিবা জ্ঞানী মানী কিবা নৃপ তোমা সম হে কভু সুখী নহে কোন জনে॥
তোমার পীরিতে বাঁধা গোরা গুণমনি হে
লৌহ পাত্রে পিয়ে তুয়া বারি।
তুয়া ফল মূলে হয় প্রভুর শ্রীভোগ হে তোমা সম কেবা ভাগ্যধারী॥
তোমার চরণ পদ্মে এই নিবেদন হে কৃপায় পুরহ মনস্কাম
অশেষ মঙ্গল কর দারিদ্র্যের সঙ্গে হে পাই যেন গোরা গুণ ধাম॥

৯

জয় জয় জয় শচী জগন্নাথ যশোমতি নন্দরাজ।
তো দুঁহার প্রেমে ধরণী প্রকট বৃন্দাবন নটরাজ॥
নিখিল ভুবন চিরদিন তরে ঋণী তু দুঁহার কাজে।
তোমাদের ঋণ করে পরিশোধ ভুবনে হেন কে আছে?
গৌরাঙ্গ চন্দ্রমা জীবে করি দান অজ্ঞান তিমির হর।
দুঁহার মহিমা কিবা দিব সীমা লোক বেদ অগোচর॥
তোমাদের অই চরণ পঙ্কজে নিবেদন এই মোর।
তো দুঁহার সুত প্রেম রসে যেন নিশি দিশি হই ভোর॥

১০

জয় জয় জয় শ্রীগোস্বামী ছয় ভুবন আচার্য্য মণি।
প্রভু শক্তি বশে প্রকাশ রতন উঘারি ব্রজের খনি॥
কেহ প্রেম ভক্তি কেহ তত্ত্ব নিধি নিখিল ভুবনে দিলে।
কেহ বা বৈষ্ণব করম প্রণালী মহানন্দে প্রকাশিলে॥
গোরা প্রেমে মাতি করিলে প্রচার লুপ্ত তীর্থ বৃন্দাবনে।
নিত্য গৌর সেবা বৈরাগ্যের সীমা দেখালে ভুবন জনে।
গৌরাঙ্গ চরণ কমল আশ্রিত গোরা ময় মন প্রাণ॥
গোরা নাম গুণ লীলা সংকীর্ত্তন বিনা নাহি জান আন।
ধন্য ধন্য ওহে আচার্য্য কেশরী দীন হীনে দয়া কর॥
যেন গোরা রসে ভাসি করি বাস বৃন্দাবনে নিরন্তর।

১১

জয় জয় জয় গৌর অন্তরঙ্গ ভকত কেশরী সবে।
তোমাদের অই চরণ কমলে কবে মোর রতি হবে॥
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস জীবন বিলাস বিবরি কড়চাকারে।
কি শিব জীবের তুমি দামোদর সাধিলেহে এ সংসারে॥
গ্রন্থের আকারে নিজ হৃদি ছবি তুলি যদি কোন জনে।
শ্রীগৌরাঙ্গ পদে করিতে অর্পণ করে হে বাসনা মনে॥

অগ্রে দেখি তুমি কর নির্দ্ধারণ যোগ্য কি অযোগ্য সেহ।
তব কৃপা বিনে সাধক মণ্ডলী করে হে বাসনা মনে ॥
জয় রামানন্দ রস নিকেতন গৌরাঙ্গ পীরিতি ময়।
প্রভু ইচ্ছা বশে দিলে হে ভুবনে ব্রজ রস পরিচয় ॥
বিরহ উন্মাদে গোরা গুণমণি বাহ্য জ্ঞান বিরহিত।
ভাব অনুপ করি হে তোমারা শান্ত কর প্রভুচিত।
তোমা সবাকার নিগূঢ় মরম বুঝিতে মুই হে নারি।
সংসারের কীট গৌরাঙ্গ বিমুখ মুখ অতি কদাচারী ॥
বিষয় আবর্ত্তে পড়ি নিশি দিশি হাবুডুবু খাই কত।
আমারে উদ্ধারি কর হে প্রকাশ আপন ক্ষমতা যত ॥
গোরা ধনে মুই হয়েছি কাঙ্গাল মায়ার মন্ত্রণা শুনে।
গোরা ধনে ধনী কর হে আমায় নিজ নিজ কৃপা গুণে ॥
তোমা সবাকার চরণ কমলে নিবেদন এই মোর।
যেন তোমাদের আজ্ঞা অনুসারে গোরা সেবা হই ভোর ॥

১২

অনন্ত গৌরাঙ্গ ভক্ত কিবা জানি মুই রে সবে প্রেম ভক্তি মূর্ত্তিমন্ত।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীচন্দ্র শেখর রে বক্রেশ্বর নৃত্য রসবন্ত ॥
শিবানন্দ শুক্লাম্বর নন্দন আচার্য্য রে শ্রীতপনমিশ্র প্রেমময়।
শ্রীগোবিন্দ কাশীনাথ শ্রীপ্রবোধানন্দ রে গোপীনাথ মুকুন্দ ॥
শ্রীপরমানন্দ পুরী বুদ্ধিমন্ত খাঁন রে রাঘব বিজয় ব্রহ্মানন্দ।
জগদীশ হিরণ্যাক্ষ স্বামী অভিরাম রে ভগবান শ্রীজগদানন্দ ॥
গুণ রাজ কৃষ্ণ দাস জগাই মাধাই রে শ্রীকমলাকর গঙ্গাদাস।
বেঙ্কট প্রতাপ রুদ্র বল্লভ আচার্য্য রে নরহরি ছোট হরিদাস ॥
শ্রীবংশী বদনানন্দ শ্রীঈশ্বর পুরী রে শ্রীরাজ পণ্ডিত সনাতন।
অচ্যুত রামাই আদি কত জানি নাম কে চৈতন্য ভকত অগণন ॥
কার নাম মাত্র জানি কারো নাহি জানি হে কৃপাকরি ক্ষম অপরাধ।
সবারচরণে মোর এই নিবেদন হে পূর্ণ কর যত মন সাধ ॥

ত্রিকালের যত যত গৌরাঙ্গ সেবক হে সবার চরণে নিবেদন।
সবার অনুগ হয়ে যেন জন্মে জন্মে হে ভজি সেই শ্রীশচী নন্দন॥
আর এক মনোবাঞ্ছা সবে পূর্ণ কর হে এই গ্রন্থ পড়ি জীব গণ।
গৌরাঙ্গ পীরিতে মজি তোমা সবা সনে হে যায় যেন নদীয়া ভবন॥

——

শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত।

গ্রন্থারম্ভ

১

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিমতিবিমর্য্যাদ পরমা—
ভুতৌদার্য্যং বর্য্যাং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম।
বিশুদ্ধ স্বপ্রেমোন্মদ মধুর পীযূষ লহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ নবদ্বীপ প্রকটম্॥

আত্ম আস্বাদন তরে ব্রজেশ তনয়।
নবদ্বীপ মহাধামে হলেন উদয়॥
বিচিত্র স্বভাব প্রভু পরম উদার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম করিলা স্বীকার॥
প্রেম দানে পাত্রাপাত্র না করে বিচার।
অবতার সার তাই গোরা অবতার॥
গৌরাঙ্গ নির্ম্মল প্রেম অমৃত পাথারে।
আনন্দ লহরী শ্রেণী উঠে বারে বারে॥
তাহে প্রভু কৃপা করি ফেলে যারে তারে।
কেহ ডুবে কেহ উঠে কেহ বা সাঁতারে॥
হেন শ্রীচৈতন্য প্রভু করুণা নিদান।
নিশি দিশি করি তাঁর লীলাগুণ গান।

২

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সতত পরমাবিষ্ট এবাত্য ধর্ম্মে দৃষ্টিং
প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপিনোসন্
যন্দত্তং শ্রীহরিরসসুধাস্ব দুমত্তঃ প্রণতাত্যুচ্চৈর্গা—
য়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্।

কদাপি যাহার পুণ্য না হয় পরশ। বিষম কলুষে যার সদা মন বশ॥
সাধু দরশন সুখে বিমুখ যে জন। যে জন না যায় কভু সাধুর সদন॥
এ হেন পাষণ্ড জন যে দেব কৃপায়। মাতি শ্রীকেশব প্রেমরস অমিয়ায়॥
কভু নাচে কভু গায় কভু বা লুটায়। পাগল সমান কভু ইতি উতি ধায়॥
লোক বেদ গোপ্য হেন শ্রীশচীনন্দন। নিশি দিশি করি তাঁর চরণ বন্দন॥

৩

যন্ন প্রাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈ র্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যা
নযোগৈ বৈরাগ্যৈ স্ত্যাগতত্ত্ব স্তুতিভিরপি নমত্ত
র্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ গোবিন্দ প্রেম ভাজামপি
ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং তন্নাম্নৈব প্রাদু—
রাসীদবতরতি পরেযত্র তং নৌমি গৌরম্।

যে প্রেম না পায় কভু কর্ম্ম পরায়ণ।
তপ ধ্যান যোগে কেহ না জানে কখন॥
যে প্রেম বৈরাগ্য ত্যাগ তত্ত্ব অগোচর।
গোবিন্দ দাসোত্তমে যাহা লভিতে দুষ্কর॥

যে দেব উদয়ে হেন গূঢ় প্রেম ধন। আপনি অমিয়া জীবে দিল দরশন॥

হেন শ্রীচৈতন্য হরি অবতার সার।
নিশি দিশি স্তুতি মম শ্রীপদে তাঁহার॥

৪

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতোবা দূরস্থৈরপ্যানতোবাদৃতোবা।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমিদেবং দয়ালুম্॥

দর্শন স্মরণ কিংবা আলিঙ্গনে যাঁর।
অনায়াসে পায় জীব প্রেমের ভাণ্ডার ॥
দূরে রহি করি লোক সম্মান প্রণাম।
প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝে ভাসে অবিরাম ॥
এ হেন দয়াল প্রভু শচীর কুমার।
নিশি দিশি পদে তাঁর স্তুতি যে আমার ॥

৫

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশ পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কাল সর্প পটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটয়তে
যৎকারুণ্য কটাক্ষ বৈভববত্যাং তং গৌরমেবস্তুমঃ ॥

গৌরাঙ্গ করুণাদৃষ্টি—বৈভব অতুল।
সৌভাগ্য প্রভাবে যদি পায় জীবকুল ॥
তবে তারা ভাবে মোক্ষ নরক সমান।
আকাশ কুসুম স্বর্গ করে অনুমান ॥

দন্তহীন অহি যেন ইন্দ্রিয় নিচয়। নিখিল সংসার দেখে সর্ব্ব সুখময় ॥
বিরিঞ্চি বাসব শিব আদি সুরগণে। কীটানু সমান তারা জ্ঞান করে মনে ॥
হেন শ্রীচৈতন্য দেব সর্ব্ব মূলাধার। নিশি দিশি গাই তাঁর মহিমা অপার ॥

৬

মাদ্যন্তঃ পরিপীয় যস্য চরণাম্ভোজ শ্রবৎ প্রোজ্জ্বল
প্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুতরসান্ সর্ব্বে সুপর্ব্বেড়িতাঃ।
ব্রহ্মাদীং শ্চহসন্তি নাতিবহু মন্যন্তে মহাবৈষ্ণবান্
ধিক্কুর্ব্বন্তি চব্রহ্মযোগবিদুষ স্তং গৌরচন্দ্রংনুমঃ ॥

প্রেমানন্দ সুধারস প্রয়োজন সার। গোরাপদ কোকনদে ক্ষরে অনিবার ॥
দেবতা বন্দিত যত ভকত তাঁহার। সে রস আস্বাদে সদা যেন মাতয়ার ॥
গোরাযশ করি গান অনুরাগ ভরে। উপহাস করে কভু ভবাদি অমরে ॥

কভু নিন্দি ব্রহ্মবাদী পণ্ডিত নিকরে।
ইতি উতি ধায় সবে মহোল্লাস ভরে ॥

গৌরাঙ্গ বিশ্বাস হীন বৈষ্ণব নিকর। মহান্ হলেও কেহ না করে আদর ॥
হেন শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ব্রজেন্দ্র কুমার। নিশি দিশি স্তুতি মম চরণে তাঁহার ॥

৭

রক্ষোদৈত্যকুলঃ হতং কিয়দিদং যোগাদি বর্ত্ম
ক্রিয়ামার্গোবা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং সৃষ্ট্যাদিকং
বাকিয়ৎ। মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং
প্রেমোজ্জ লায়া মহাভক্তের্বর্দ্ম করীং পরং
ভগবতশ্চৈতন্য মূর্ত্তিং স্তুমঃ।

কি পৌরুষ আছে রক্ষ অসুর নাশনে ?
কি মহত্ব ক্রিয়া যোগ পথ প্রদর্শনে ?
কি গৌরব আছে বল সৃজন পালনে ?
কি মহিমা অবনীর উদ্ধার সাধনে ?
প্রেমোজ্জ্বল মহাভক্তি পথ প্রদর্শন,
এহতে কি গুরু কার্য্য আছে কদাচন ?
হেন পথ প্রকাশিত গোরা অবতারে ?
গোরা সম কেবা ভাই নিখিল সংসারে ?
পরম ঈশ্বর গোরা এ বিশ্ব আধার,
নিশি দিশি স্তুতি মম শ্রীপদে তাঁহার।

৮

নমশ্চৈতন্য চন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধি চন্দ্রায় চারু চন্দ্রাংশুহাসিনে।

শত শত শশী, মুখ শোভা যাঁর নিরখি মলিন কায়।
প্রেমানন্দ সুধা রস রত্নাকরে যে দেব সুধাংশু প্রায় ॥
হাস্য ছটা যাঁর নিরখি চপলা মেঘাঙ্কে লুকায়ে রয়।
এ বিশ্ব তোষণ শশাঙ্ক কিরণ লাজ ভরে ক্ষীণ হয় ॥
হেন শ্রীগৌরাঙ্গ অনঙ্গ মোহন বিমল সৌন্দর্য্য ধাম।
তাঁহার চরণ কমল যুগলে নতি মোর অবিরাম ॥

৯

যৈস্তব পাদাম্বুজ ভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ
পরমঃ পুমর্থঃ। তস্মৈ জগন্মঙ্গল মঙ্গলায়
চৈতন্য চন্দ্রায় নমোনমস্তে।

যে দেব চরণাম্বুজে ভকতি করিলে। প্রেমানন্দ মহানিধি অনায়াসে মিলে॥
ভুবন মঙ্গল সেই গৌরাঙ্গ চরণে। অশেষ প্রণতি মম মঙ্গল কারনে॥

১০

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেম দণ্ড প্রকাণ্ডৌ
বাহু প্রোদ্ধৃত্যত্তাণ্ডব তরল তনুং পুণ্ডরীকায়ত্যাক্ষম।
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরি হরীত্যুন্মাদানন্দনাদৈ ববন্দে
তং দেব চূড়ামণি মতুলরসাবিষ্ট চৈতন্য চন্দ্রম্॥

প্রেম রসে মাতি নাচিতে নাচিতে যে দেব রসের তনু।
শ্রীকর চরণ করে আস্ফালন পাগল সমান যনু॥
হেমার্গল সম শ্রীভুজ সুন্দর তুলি মহা প্রেম ভরে।
করেন অনন্ত রসের বিলাস কতই ভঙ্গিমা করে॥
হরি হরি বলি মাঝে মাঝে ছাড়ি আনন্দ হুঙ্কার রব।
হরেন জীবের ত্রিতাপ যাতনা ভুবন আশিব সব॥
হেন দেব দেব রস নিকেতন দয়াল গৌরাঙ্গ হরি।
তাঁহার চরণ পঙ্কজ যুগলে অশেষ প্রণাম করি॥

১১

আনন্দ লীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমোনমস্তে॥

পরানন্দ লীলাময়, শ্রীবিগ্রহ যাঁর।
যাঁহার হেমাভ তনু সৌন্দর্য্য আধার॥
হেন প্রেম রস দাতা চৈতন্য চরণে।
পুনঃ পুনঃ নতি মম জীবনে মরণে॥

১২

প্রবাহৈরশ্রূণাং নব জলদ কোটীইব দৃদৌ দধানং

প্রেমর্দ্ধ্যা পরম পদ কোটী প্রহসনং।
বমন্তং ম ধুর্যৈরমৃত নিধি কোটীরিবতনুচ্ছটাভিস্তং
বন্দে হরি মহহ সন্ন্যাস কপটং।

জীবের মলিন দশা নিরখি যে দেব রে কাতর অন্তর অনুক্ষণ।
শত শত সুনবীন নীরদ ধার য় রে অশ্রুরাশি করে বরিষণ॥
আপন করুণা বশে নিখিল ভুবনে রে প্রেমানন্দ মণি করি দান।
বৈকুণ্ঠ সম্পদ রাশি করান অবজ্ঞা রে, যেই দেব কৃপার নিদান॥
শ্রীঅঙ্গ লাবণি যাঁর মধুরিমা রাশি রে উগরে অমৃত রস সিন্ধু।
যাঁহার সৌন্দর্য্য রাশি করি দরশনরে সলাজে মলিন পূর্ণ ইন্দু॥
এ হেন গৌরাঙ্গ মোর করেন বিরাজ রে কপট সন্ন্যাসী বেশ ধরি।
ভবসিন্ধু-তরী সম তাঁহার শ্রীপদে রে নতি মোর দিবস শর্ব্বরী

১৩

সিংহস্কন্ধং মধুর মধুর স্মেরগণ্ড স্থলান্তং
দুর্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বল রস ময়াশ্চর্য্য নানা বিকারং।
বিভ্রৎকান্তিং বিকচ কনাকাম্ভোজ গর্ভাভিরামা।
মেকীভূতং বপুরবত্ত বো রাধয়া মাধবস্য।

যাঁহার কেশরী জিনি গ্রীবা পোভাধার।
চপলা চঞ্চল হেরি হাস্য মুখ যাঁর॥
দুর্জ্ঞেয় উজ্জ্বল রস বিকার সকল।
ভুবন মোহন দেহে শোভে অবিরল॥
বিকচ কনক পদ্ম কেশর জিনিয়া।
শ্রীঅঙ্গ লাবণি যাঁর মনোমোহনিয়া॥
রাধাকৃষ্ণ একীভূত তনু মাঝে যাঁর।
হেন শ্রীচৈতন্য শুভ করুন সবার।

১৪

দৃষ্টামাদাতি নূতনাম্বুদচয়ং সংবীক্ষ্যবর্হং ভবেদত্যন্তং।

বিকলো বিলোক্য বলিতাং গুঞ্জাবলীং বেপতে।
দৃষ্টে শ্যাম কিশোর কেপি চকিতং ধত্তে চমৎকারিতা
মিথং গৌরতনুং প্রচারিত নিজ প্রেমা হরিঃ পাতুবঃ।

নবীন নীরদ, শশী, শিখী দরশনে।
প্রমত্ত বিকল চিত্ত হন যেই জনে॥
গোলাকার গুঞ্জাহার, শ্যাম কলেবর।
এ দুই নিরখি যিনি, চকিত অন্তর॥
অনর্পিত ব্রজ প্রেম যে মূরতি ধরি।
ভুবনে কয়েন দান কৃপায় শ্রীহরি॥
সেই হেম কলেবর শচীর কুমার।
রক্ষুন নিখিল জীবে ভবে অনিবার।

১৫

কৃপাসিন্ধুঃ সন্ধ্যারুণ রুচি বিচিত্রাম্বর ধরোজ্জ্বলঃ
পূর্ণঃ প্রেমামৃতময় মহাজ্যোতিরমলঃ! শচী গর্ভ
ক্ষীরাম্বুধি ভব উদারাদ্ভুত কলঃ কলানাথঃ শ্রীমানু-
দয়ত্ত তব স্বান্ত নভসি।

যেই দেবমণি করুণা জলা তেজঃ পুঞ্জ কলেবর।
পিন্ধনে যাঁহার বিচিত্র অম্বর— সন্ধ্যারুণ রুচিধর॥
পূর্ণ ভগবান যিনি সর্ব্ব মূল অবতীর্ণ ভব ধাম।
দূরে যায় তাপ ছুটে মায়াপাশ যাঁহার মধুর নামে॥
প্রেম সুধাময় জ্যোতি নিকেতন যেই দেব রসময়।
দিব্য শচীগর্ভ ক্ষীর সিন্ধু ভব যে পুরুষ সর্ব্বাশ্রয়॥
সেই কলানাথ গৌর সুধাকার জীবের মানসাকাশে।
যেন দিব্য নিশি হয়েরে প্রকাশ অজ্ঞান তিমির নাশে॥

১৬

বধ্নন্ প্রেমভর প্রকম্পিত করো গ্রন্থীন্ কটী ডোর

কৈঃ সংখ্যাতুং নিজ লোক মঙ্গল হরে কৃষ্ণেতি
নামাং জপন্। অশ্রু স্নাতমুখঃ স্বমেব হি জগন্নাথঃ
দিদৃক্ষু র্গতায়াতৈ গৌরতনুর্বিলোচন মুদংতন্বন্ হরিঃ পাতুবঃ।

১৬

নিজ হরে কৃষ্ণ নাম জীব শিব কর। প্রেম কম্পবান করে জপি নিরন্তর॥
জপ সংখ্যা নিরূপিতে যেই মহাজন। নিজ কটি সূত্রে গ্রন্থি করেন বন্ধন॥
নিজ জগন্নাথ রূপ হেরিবার তরে। অশ্রুময় মুখে যেই ফিরে প্রেম ভরে॥
হেন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি লোচন রঞ্জন। রক্ষুন অশিব হতে জীবে অনুক্ষণ॥

১৭

অন্তর্ধ্বান্তচয়ং সমস্ত জগমামুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ প্রেমা-
নন্দ রসাম্বুধিং নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ বিশ্বং
শীতলয়ন্ত্যতীব বিকলং তাপত্রয়েণোনিশং যুষ্মাকং
হৃদয়ে চ কাস্তু শততং চৈতন্য চন্দ্রচ্ছটা।

যেই শ্রীচৈতন্য চন্দ্র পূর্ণ নিরমল। সংসার মানস তমঃ নাশে অবিরল॥
যেই চন্দ্র অনিবার্য্য বলে অনুক্ষণ। প্রেমানন্দ রসসিন্ধু করে সমর্দ্ধন॥
যেই চন্দ্র স্নিগ্ধকর কিরণ মঙ্গল। ত্রিতাপ বিকল বিশ্ব করে সুশীতল॥
হেন গোরাশশী তব মানস আকাশে।
নিশি দিশি পূর্ণভাবে যেন পরকাশে॥

১৮

ভ্রান্তং যত্রমুনীশ্বরৈ রপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমা মণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈবধিষণা যদ্বেদ নোবাশুকঃ।
যন্নকাপি কৃপাময়েনচ নিজে প্যুদঘাটিতং শৌরিণ্য
তস্মিন্নুজ্জ্বল ভক্তি বর্ত্মনি সুখং লেখন্তি গৌর প্রিয়াঃ॥
যে উজ্জ্বল ভক্তি পথে ভ্রান্ত মুনীশ্বর।
পূর্ব্বে যাহা ছিল নর বুদ্ধি অগোচর॥
শুক দেব কভু যাহা না পায় দর্শন। কৃষ্ণ নিজ ভক্তে যাহা না দেন কখন॥

হেন ভক্তি পথে এবে গৌর অনুচর। পরম আনন্দে ক্রীড়া করে নিরন্তর॥

১৯

তাবদ্ব্রহ্ম কথা বিমুক্তি পদবী তাবন্নতিক্তী ভবেত্তাবচ্চাপি
বিশৃঙ্খলত্বময়তে নোলোক বেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্র বিদ্যাং মিথঃ কলকলো নানাবহিবর্ত্মস্থ
শ্রীচৈতন্য পদাম্বুজ প্রিয়জনো যাবন্ন দৃদেগাচরঃ॥

গোরা পাদপদ্ম প্রিয় ভকত নিচয়। যদবধি নেত্র পথে না হয় উদয়॥
তদবধি ব্রহ্ম কথা মুক্তির বিচার। অণুমাত্র তিক্ত বোধ না হয় কাহার॥
তদবধি লোকমার্গ বেদের আচার। অতিক্রমি চলিবার সাধ্য আছে কার॥
তদবধি করে যত পণ্ডিত মণ্ডলী॥ শাস্ত্র বিদ্যা বহির্বর্ত্ম মিথ্যা কলকলি॥

২০

ক্কতাবদ্বৈরাগ্যং ক্কচবিষয় বার্ত্তাসু
নরকেবিষোদ্বেগঃ ক্কাসৌ বিনয় ভরমাপূর্ব্যলহরী।
ক্কতাবত্তেজো বা লৌকিক মথমহাভক্তি পদবী
ক্কসাবাসং ভাব্যা যদবকলিতং গৌর গতিষু॥

একান্ত গৌরাঙ্গ ভক্ত যে বৈরাগ্য ধরে।
সে বৈরাগ্য কোথা আর সংসার ভিতরে॥
যেরূপ গৌরাঙ্গ গণ বিষয়ালাপন। নরক সমান জ্ঞান করে অনুক্ষণ॥
সেরূপ বিষয় বার্ত্তা নরক সমান। নিখিল সংসার মাঝে কেবা করে জ্ঞান॥
গৌর ভক্ত সম নম্র বিনয়ী কে আর।
সেরূপ অপূর্ব্ব তেজ আছে বা কাহার॥
যে মহা ভকতি পথে ভ্রমে গৌরগণ।
ভুবনে সে পথ আর নাহি কদাচন॥

২১

সকৃন্নয়নগোচরীকৃত তদশ্রু ধারাকুল প্রফুল্লকমলেক্ষণ প্রণয়কাতর শ্রীমুখ।

ন গৌরচরণং জিহাসতি কদাপি লোকোত্তর
স্ফুরন্মধুরিমার্ণবং নবনবানুরাগোন্মদঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ অশ্রুপূর্ণ কমল নয়ন। প্রণয় প্রতিমা সম সুন্দর বদন ॥
যেই নব অনুরাগী এতুই দর্শনে। আপনারে ধন্য মানে লভি প্রেম ধনে ॥
সেকি আর পাসরিতে পারে কদাচন। মাধুর্য্য আকর সেই গৌরাঙ্গ চরণ ॥

২২

আচর্য্যধর্ম্মং পরিচর্য্যবিষ্ণুং বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনান গৌরপ্রিয়পাদ সেবাং বেদাদিতুষ্প্রাপ্য পদং বিদন্তি।

বিষ্ণু পরিচর্য্যা, নিজ ধর্ম্ম আচরণ।
বেদ চর্চ্চা আদি আর তীর্থ পর্য্যটন ॥
গোরা ভক্ত পদ সেবা বিনা এই সবে।
বেদ গোপ্য ব্রজতত্ত্ব জ্ঞান নাহি হবে ॥

২৩

অপারাবারশ্চে দমৃত ময় পাথোধিমধিকং
বিমথ্য প্রাপ্তুং স্যাৎ কিমপি পরমং নারমতুলং
তথাপি শ্রীগৌরাকৃতিমদন গোপাল চরণচ্ছটা-
স্পৃষ্ট নাং তদ্বহতি বিকটামেব কটুতাম।

যদিরে অমৃত সিন্ধু করি সুমন্থন। দেবতা তুর্ল্ভ দ্রব্য মিলে কদাচন ॥
গৌরাকৃতি শ্রীমদন গোপাল চরণে। মন প্রাণ সমর্পিত-আকৃষ্ট যে জনে।
তাঁর কাছে সেই নিধি তৃণের সমান।
না হেরে ফিরেও তাহা সেই মতিমান ॥

২৪

তৃণাদপিচনীচতা সহজ সৌম্য মুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুর ভাষিতা বিষয়গন্ধ থুথুৎকৃতিং।
হরি প্রণয়বিহ্বলা কিমপিধীরনালম্বিতা ভবন্তি
কিলসদ্গুণা জগতি গৌর ভাজামমী।

গৌরাঙ্গ ভকত যত এবিশ্ব সংসারে।
তৃণ হতে সদা নীচ ভাবে আপনারে ॥
সহজে মোহন শান্ত মূরতি সবার। সবার বচনে সুধা ক্ষরে আনিবার ॥
বিষয় সম্বন্ধ ত্যাগ করে থু থু করি। প্রণয়- পাপল সবে গোরাপদধারি।

২৫

উপাসতাং বা গুরু বর্য্য কোটী রধীয়তাং বা শ্রুতি শাস্ত্রকোটিঃ।
চৈতন্য কারুণ্য কটাক্ষভাজাং ভবেৎ পরং সদ্য রহস্য লাভঃ।

কোটী শ্রেষ্ঠ গুরুপদ করহ সেবন।
কোটী কোটী শ্রুতি শাস্ত্র কর অধ্যয়ন ॥
বিনা শ্রীচৈতন্য প্রভু করুণা ঈক্ষণ। কিছুতে না হবে লাভ গূঢ় প্রেমধন ॥

২৬

অস্তাং বৈরাগ্য কোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তি মৈত্রাদিকোটি
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটীর্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ।
কোট্যং শোপ্যস্য সস্যাস্তদপিগুণ গণেযঃ স্বতঃ সিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্য চন্দ্র প্রিয়চরণ নখজ্যোতি রামোদ ভাজাম্।

কোটী কোটী সুবৈরাগ্যে কিবা প্রয়োজন ?
শম দম ক্ষান্তি মৈত্র সব অকারণ,
অনন্য ঈশ্বর ধ্যানে আছে কোন ফল ?
কিবা করে বিষ্ণু পদে ভকতি নির্ম্মল ?
গৌরভক্ত পদনখ কিরণ ছটায়, যেই জন আলোকিত ফুল্লমন কায় ॥
সেজন যে স্বতঃ সিদ্ধ গুণে বিভূষিত।
তায় কোটী অংশ অন্যে না হয় লক্ষিত।

২৭

কেচিৎ সাগর ভূধরানপি পরাক্রামন্তি নৃত্যান্তি বৈ
কেচিদ্দে পুরন্দরাদিষু মহাক্ষেপং ক্ষিপন্তোমুহুঃ।
আনন্দোদ্ভট জাল বিহ্বলতয়া তেহদ্বৈতচন্দ্রাদয়ঃ

কেকে নোদ্ধতবন্ত ঈদৃশি পুনশ্চৈতন্য নৃত্যোৎসবে ॥

অদ্বৈত গোঁসাঞি আদি গোরা পরিকর রে মহানন্দে পাগল সমান।
ভূধর সাগর কেহ করে উল্লঙ্ঘন রে, কেহ করে নৃত্য রস পান ॥
গোরা প্রেমানন্দ রসে হয়ে মাতয়ার রে বাহ্য জ্ঞান সবে পরিহরি।
বিরিঞ্চি বাসব শিব আদি সুর দলেরে ধিক্ ধিক্ বলে উচ্চকরি ॥
গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ জীবন গৌরাঙ্গ রে কেহ নাহি জানে গোরাবই।
গৌরাঙ্গ উৎসবে সদা মুগধ অন্তর রে গোরা প্রেম রস মত্ত হই ॥

২৮

তোবা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্যাপ্রিয়ঃ কোপিবা
সম্বন্ধে বৎ পদাম্বুজরসেনাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে।
তৎসর্ব্বং নিজ ভক্তি রমৈশ্বর্য্যেণ বিক্রীড়িতো
গৌরস্যাস্যকৃপাবিজৃম্ভিততয়া জনি বর্ম্মৎসরাঃ ॥

নিজ ভক্তি মহৈশ্বর্য্যে শ্রীশচী নন্দন।
নিরন্তর নৃত্য আদি ক্রীড়া পরায়ণ ॥
তাঁহার করুণা বলে নির্ম্মৎসর গণ।
কৃষ্ণপদে কি সম্বন্ধ জানে বিলক্ষণ ॥
সে সম্বন্ধ অন্য কেহ বিনা গৌর গণ।
নিখিল ভুবনে নাহি জানে কদাচন ॥

২৯

মহাপুরুষমানিনাং সুরমুনীশ্বরাণাং নিজং
পদাম্বুজমজানতাং কিমপি গর্ব্ব নির্ব্বাসনং।
অহো নয়ন গোচরং নিগম চক্র চুড়াচয়ং
শচীসুতমচীকরৎ কইহ ভুরি ভাগ্যোদয়ঃ ॥

গোরাপদ অনাশ্রিত দেবর্ষি নিকরে।
পরম পুরুষ জ্ঞান আপনারে করে ॥
এ সব তাপস গর্ব্ব শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।

সমূলে করেন নাশ আপন লীলায় ॥
যে শ্রুতি প্রভাবে তারা করে আস্ফালন।
বিথারি কুতর্ক জাল ফেরে অনুক্ষণ ॥
সেই শ্রুতি সদা করি বিবিধ সাধন।
গৌরাঙ্গ মহিমা নাহি পায় অন্বেষণ ॥
মো হেন অধমে যেই করুণা করিয়া।
মিলায় গোলক প্রাণ গোরা বিনোদিয়া ॥
মহা ভাগ্যবান সেই ভকত ভূষণ।
শাস্ত্র বিধি অর্থ তাঁর স্ফুরে অনুক্ষণ ॥

৩০

সর্ব্বসাধন হীনোপি পরমাশ্চর্য্য বৈভবে।
গৌরাঙ্গেন্যস্তভাবোষঃ সর্ব্বার্থ পূর্ণ এবসঃ ॥

সাধন ভজন হীন সতভ যে জন। ক্রিয়া যোগ জ্ঞান ধনে দীন অনুক্ষণ ॥
সে যদি শরণ লয় কায় বাক্য মনে। বিচিত্র বিভব ময় গৌরাঙ্গ চরণে ॥
তবে তার ভাগ্য সীমা নাহি রহে আর।
অষ্ট সিদ্ধি চতুর্ব্বর্গে অরুচি তাহার ॥
অমর বাঞ্ছিত প্রেম পুরুষার্থ সার। স্বরাজ্যে তাহারে দেয় বাস অধিকার ॥

৩১

অপ্যগণ্য মহাপুণ্য মনন্য শরণং হরেঃ।
অনুপাসিত চৈতন্য মধন্যং মন্যতে মতিঃ ॥

যদি কোন জন করে উপার্জ্জন অক্ষয় পুণ্যের খণি।
একান্ত অন্তরে ধরে হিয়াপরে হরিপদ চিন্তামণি ॥
কিন্তু সে জনার যদি নাহি হয় গৌরাঙ্গ চরণে রতি।
ভজন সাধন বিফল তাহার ধন্য নহে তার মতি ॥

৩২

ধিগস্তুব্রহ্মাহৎ বদন পরিফুল্লান্ জড়মতীন্
ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ধিগ্ধি কটতপসো ধিক্চ যমিনঃ।

কিমেতান্ শোচামো বিষয় রসমত্তান্নর
পশূন্নকেশাঞ্চিল্লেশোপ্যহহমিলিতো গৌরমধুনঃ॥

ধিক ধিক সেই জন যে জন প্রফুল্লানন ব্রহ্মকরি মানি আপনারে।
ইহ সুখ পরায়ণ জড় মতি ক্রিরামন শত ধিক রহু তা সবারে॥
বিকট তপস্যাচারী সর্ব্বেন্দ্রিয় বশকারী এদিগেও ধিক শত শত।
বিষয় আসক্ত চিত পরমার্থ বিরহিত এই সব বর পশু যত॥
লোক বেদ অগোচর সকল সাধন পর গোরা পাদপদ্ম মকরন্দ।
তার কণা আস্বাদনে বঞ্চিত এ পশুগণে হায়! রে সবার ভাগ্য মন্দ॥

৩৩

পাষাণঃ পরিসিঞ্চিতোঽমৃতরসৈনৈবাঙ্কুরঃ সম্ভবেৎ
লাঙ্গুলং সরমাপতে বিবৃণতঃ স্যাদস্যনৈবার্জ্জবম্।
হস্তাবুন্নযতাবুধাঃ কথমহোধার্য্যং বিধোর্ম্মণ্ডলং সর্ব্ব
সাধনমস্তু গৌর করুণাভাবেন ভাবোৎ সবঃ॥

শুন সুধীগণ করি নিবেদন পরম রহস্য কথা।
অমৃত সিঞ্চিত প্রস্তরে অঙ্কুর নাহি হয় বীজ যথা॥
শ্বানের লাঙ্গুল টানলে যেমতি ঋজুতা নাহিক পায়।
কর প্রসারণে না হয় পরশ যেমতি বিধুর কায়॥
তেমতি সকলে জানিবে নিশ্চয় গৌরাঙ্গ করুণা বই।
অনন্য ভজন কঠোর সাধনে না হবে সংসার জয়ী॥
তেমতি গোরার কটাক্ষ বিহনে ক্রিয়া যোগ জ্ঞান বলে।
না পাবে গোপিনী জীবন সর্ব্বস্ব মধুময় প্রেম ফলে।

৩৪

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
সুপ্রকাশিতরত্নৌঘেযো দীনো দীন এব সঃ॥

ভাব নাম ভক্তি রতন সঙ্কুল উত্তাল তরঙ্গ ময়।
সুবিশাল প্রেম সিন্ধু সমুদিত গোরা শশী রসালয়॥

সে চাঁদ উদয়ে যে জন রহিল ভকতি রতন হীন।
তাহার সমান নিখিল ভুবনে কে আর আছেরে দীন॥

৩৫

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেম সাগরে।
যেন ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থ সাগরে॥

জগতের ভাগ্যে হইল উদয় বিমল গৌরাঙ্গ ইন্দু।
মরু শিলাতল করি রে পাথার উথলে প্রেমের সিন্ধু॥
যেই অভাগিয়া এ প্রেম সাগরে না করে কদাচ স্নান।
অনর্থ অর্ণবে হয়ে নিগমন সে জন হারায় প্রাণ॥

৩৬

প্রসাবিত মহাপ্রেম পীযুষ রস সাগরে।
চৈতন্য চন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এবসঃ॥

মহা প্রেম নামে সুধারস সিন্ধু গোলোকে গোপনে ছিল।
গৌরাঙ্গ আমার সে প্রেম সাগর জীবেরে আনিয়া দিল॥
কুল মান মদে যেই অভাজন না দিল তাহাতে ঝাঁপ।
নাহি দীন হীন তাহার সমান সে জন সংসার পাপ॥

৩৭

অচৈতন্য মিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
নবিদুঃ সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞাহ্যপি ভ্রাম্যন্তি তেজনা॥

যে জন ধরায় ভারতী কৃপায় জ্ঞানীকুল কণ্ঠহার।
আগম নিগম ষড় দরশন সেবক সমান সার॥
সে যদি গৌরাঙ্গে ঈশ্বর বলিয়া না করে রে বিশয়াস।
তা হলে চৈতন্য বিহীন সংসারে জানিবে তাহার বাস॥

৩৮

স্বাদং স্বাদং মধুরিমভরং স্বীয় নামাবলীনাং
সাদং সাদং কিমপি বিবশীভূত বিস্রস্তগাত্রঃ।

বারম্বারং ব্রজপতিগুণান্ গায়গায়েতি জল্পন্
গৌরোদ্দৃষ্টং সকৃদপিন বৈষ্ণবঘটাতেষু ভক্তিঃ ॥

নিজ নাম সুধা রস আস্বাদনে যে দেব বিবশ কায়।
প্রেমে গর গর ধূলায় ধূসর মহা মাতয়ার প্রায় ॥
পীরিতি আবেশে কহে জীবগণে জলদ গম্ভীর স্বরে।
ব্রজেন্দ্র নন্দন গুণানুকীর্ত্তন করহ ভকতি ভরে ॥
হেন গোরা চাঁদে যেই মন্দমতি নাহি করে দরশন।
সে জনার ভাগ্যে না মিলে কদাচ দুর্ল্লভ ভকতি ধন ॥

৩৯

বিনাবীজং কিং নাঙ্কুর জননমন্ধোপি নকথং
প্রপশ্যেন্নোপঙ্গু গিরিশিখরমারোহতি কথম্।
যদি শ্রীচৈতন্যে হরিরসময়াশ্চর্য্য বিভবেপ্য
ভক্তানাং ভাবীকথমপি পরপ্রেমরসভঃ ॥

যেমতি না হয় অঙ্কুর উদয় বিনা বীজে কোন কালে।
যেমতি নামিলে দর্শন শকতি জনম অন্ধের ভালে ॥
কিংবা যথা পঙ্গু আজীবন যদি যতনে সাধন করে।
তথাপি সেজন নারে আরোহিতে গিরীশ শিখর পরে ॥
তেমতি অপূর্ব্ব ভকতি স্বরূপ গৌরাঙ্গ রসের ধাম।
যে জন পাসরি ধায় আন পথে সে হয় বিফল কাম ॥
গৌরাঙ্গ চরণ কমল নিঃসৃত প্রেমানন্দ সুধাসার।
তাহার কণিকা না পায় সেজন বড়ই অভাগ্য তার ॥

৪০

অলৌকিক্যা প্রেমোন্মদরসবিলাস প্রথনয়া নযঃ
শ্রীগোবিন্দানুচর সচিবেষ্মেষু কৃতিষু
মহাশ্চর্য্য প্রেমোৎসবমপি হঠাদ্দাতরি নয়ম্ভি
গৌরে সাক্ষাৎ পর ইহ সমূঢ়ো নরপশুঃ ॥

গোপিনী হৃদয় গুহার মাঝারে যে প্রেম লুকান ছিল।
তা হতে আনন্দ পীযুষ প্রবাহ যে দেব আনিয়া দিল॥
যে দেব আপন বিমুখ জনায় পরম হরিষ ভরে।
কালের বিচার না করি ডারিল সে সুধা প্রবাহ পরে॥
এ হেন গৌরাঙ্গ পরম ঈশ্বরে না হল যাহার মতি।
সে জন জানিবে পশুর সমান সংসার মুগধ অতি।

৪১

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদবতারা নিগদিতাঃ
প্রভাবৎ কঃ সম্ভাবয়ন্তু পরমেশাদিত রতঃ।
কিমনাৎ স্ব প্রোষ্ঠকতিকতিসতাং নাপানুভবা
স্তথাপি শ্রীগৌরে হরি হরি ন মূঢ়া হরিধিয়ঃ॥

আগম নিগম পুরাণেতিহাস কহিছে ফুকারি সবে।
প্রতি যুগে যুগে হরি অবতার অগণন বার ভবে॥
কিন্তু রে আমার গৌরাঙ্গ যেমতি অপূর্ব্ব প্রভাব ময়।
শতাংশ তাহার আন অবতারে কভু না লক্ষিত হয়॥
কি আর অধিক সবে এক স্বরে গৌরাঙ্গ ভকত যত।
প্রভাব তাঁহার করি অনুভাব প্রমাণ দিতেছে কত॥
তথাপি যে জন গৌরাঙ্গে আমার না করে ঈশ্বর জ্ঞান।
মনুজ আকৃতি পশুর সমান সে মূঢ় জনারে জান॥

৪২

সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান্ বিবিধ বিকৃতিভি স্তচ্ছতাং দর্শয়ন্তং
প্রেমানন্দং প্রসূতে সকল তনুভৃতাং যস্য লীলা কট্যক্ষঃ।
নাসৌ বেদেষু গূঢ়ো জগতি যদি ভবেদীশ্বরোগৌরচন্দ্র
স্তৎ প্রাপ্তোঽনীশবাদঃ শিব শিবগহনে বিষ্ণুমায়ে নমস্তে॥

আপন লীলায় গৌরাঙ্গ আমার কটাক্ষ করে রে যায়।
প্রেমানন্দে ভাসি ভাবে সেই জন মুকতি তৃণের প্রায়॥

প্রেমে গর গর অন্তর তাহার ধূলার ধূসর তনু।
কভু নাচে গায় ইতি উতি ধায় মদ মাতয়ার যনু ॥
বিধিমতে বেদ করে রে সন্ধান গৌরাঙ্গ রহস্য যত।
অসাধ্য সাধন বুঝিয়া সুন্দর ম্রিয়মান অবিরত ॥
এ হেন গৌরাঙ্গ গুণের সাগর যদি না ঈশ্বর হয়।
তবেত হইয়া ঈশ্বর বিহীন অবনী পড়িয়া রয় ॥
মায়ার প্রভাবে না হয় জীবের গৌরাঙ্গে ঈশ্বর মতি।
শিব শিব শিব ধন্য বিষ্ণু মায়ে তোমার চরণে নতি ॥

৪৩

ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপিবাগ্মিতাং ধিক্
যশোধিগধ্যয়নমাকৃতিং নব বয়ঃ-শ্রিয়ঞ্চাস্তু ধিক্।
দ্বিজত্বমপিধিক্‌পরং বিমলমশ্রিমাদ্যঞ্চ ধিক্ নচেৎ
পরিচিতঃ কলৌ প্রকট গৌর গোপিপতিঃ ॥

গোপিনী নাগর রসের সাগর গৌরাঙ্গ পরশ মণি।
ধরনী সৌভাগ্যে হয়ে রে প্রকাশ কলিরে করিল ধনী ॥
এ কলি উপাস্য ঈশ্বর বলিয়া নাহি মানে যেই জনে।
ধিক সে জনার নবী বয়সে ধিক ধিক কুল মানে ॥
অনঙ্গ নিন্দিত রূপে রহু ধিক ধিক তার শাস্ত্র জ্ঞানে।
অধ্যয়ন বলে বাক পটুতায় ধিক তার শতবার।
দ্বিজত্ব ঐশ্বর্য বিমল আশ্রম ধিক রে সুযশে তার ॥
ভজন সাধন ধরম করম তীর্থ পর্য্যটন আর।
দেবতা পূজন পুন্য রাশি রাশি ধিকরে সকলি তার।

৪৪

অহো ! বৈকুণ্ঠৈস্থৈরপি চ ভগবৎ পার্ষদ বরৈঃ
সরোমাঞ্চংত দৃষ্টা যদনুচর বক্রেশ্বর মুখাঃ।
মহাশ্চর্য্য প্রেমোজ্জ্বলরস সদাবেশ বিবশী-
কৃতাঙ্গাস্তং গৌরং কথমকৃত পুণ্যাঃ প্রণয়তু ॥

যে গৌর শ্রীপাদ পদ্ম মধুকর বক্রেশ্বর আদি যত।
সুনির্মল প্রেম সুধারস পানে মাতয়ার অবিরত॥
ঠমকে ঠমকে ফেলি দুচরণ নৃত্য করে নানা রঙ্গে।
অশ্রু স্বেদ কম্প আদি অষ্টভাব বিরাজে সবার অঙ্গে॥
আপনা পাসরি গায় গোরাগুণ অমৃত নিন্দিত স্বরে।
প্রেমের আবেশে শরীর বিকল লুণ্ঠিত ধরণী পরে॥
এহেন গৌরাঙ্গ ভকত প্রভাব প্রেমেয় বিকার যত।
নিরখি বৈকুণ্ঠ নায়ক পার্ষদ সবে হয় জ্ঞান হত॥
বিস্ময় সায়রে মগন সবাই আপনারে ধন্য মানে।
এমন সৌভাগ্য নাহিক কাহার জনে জনে অনুমানে॥
যেই পুণ্য ফলে গৌরাঙ্গ ভকত আঁখি পথে পরকাশ।
সেই পুণ্যফলে হই যেন মোরা গৌরাঙ্গ দাসানুদাস॥
যে দেব সেবক মহিমা এমতি সে গোরা দুর্লভ অতি।
তাঁহার সহিত করিবে প্রণয় কেমনে কলুষ মতি॥

৪৫

দত্তায়ঃ কমপি প্রসাদমথসং ভাষ্যস্মিত শ্রীমুখং দূরাৎ
স্নিগ্ধদৃশানিরীক্ষণ মহাপ্রেমোৎসবং যচ্ছতি।
যেষাং হন্ত কুতর্ক কর্কশধিয়া তত্রাপি নাত্যাদরঃ
সাক্ষাৎ পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ দুষ্টা অমী কেবলম্॥

যে গোরা আমার অদোষ দরশী অপার করুণাময়।
যাহারে নিরখে তাহার সহিত স্মিত মুখে আলাপয়॥
কোমল অপাঙ্গ করুণ ঈক্ষণে হেরি তারে বার বার।
প্রমাদে আপন প্রসাদ স্বরূপ প্রেমানন্দ রস সার॥
এহেন গৌরাঙ্গ রসের সদন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র সুত।
পরম ঈশ্বর অনাদি কারণ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য যুত॥
কুতর্ক কঠিন অন্তর যাহার গোরা না আদরে সেহ।
সে নর কলঙ্ক দুরাত্মার মুখে অনল জ্বালিয়া দেহ॥

৪৬

বঞ্চিতোস্মি বঞ্চিতোস্মি বঞ্চিতোস্মি নসংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌর রসে মগ্নং স্পর্শোপি মম নাভবৎ॥

ভব কারাবাসে পশি গোরাশশী নদীয়া তোরণ দিয়া।
কারাবাসী দুখ নিরখি তাঁহার আকুল হলরে হিয়া॥
মায়া কবলিত জীবের যাতনা হেরিল গৌরাঙ্গ রায়।
অপাঙ্গ নিঃসৃত প্রেমাশ্রু প্রবাহ তরঙ্গ খেলিয়া ধায়॥
সে প্রেম তটিনী অমৃত সলিলে মর্জ্জনে সবার সুখ।
তাপিত ভুবন হইল শীতল ভুলিল পূরব দুঃখ॥
হায় রে কেবল মুই অভাগিয়া মজিনু বিষয় রসে।
সে সুধা সলিল কণিকা পরশ না হল করম বশে:

কৈর্ব্বাসর্ব্বপুমর্থমৌলিকৃতায়াসৈরিহাসাদিতোনাসীদ্গৌর
পদারবিন্দ রজসাস্পৃষ্টে মহীমণ্ডলে।
মম জীবনং ধিগপি মে বিদ্যাঃ ধিগপ্যাশ্রমং যদ্দৌর্ভাগ্য-
পরাবরৈর্ম্ম চ তৎ সম্বন্ধগন্ধোপ্যভূৎ।

৪৭

বৃন্দাবন হতে প্রেম বীজ আনি রাধিকা নাগর রায়,
নদীয়া নামক সুন্দর উদ্যানে রোপণ করিল তায়;
পরম যতনে করিল সেঁচন করুণা অমৃত বারি।
জনমিল তরু বহু শাখাযুত উপবনে সারি সারি॥
মাধব চরণ পঙ্কজের রজ পরশে সে তরু চয়।
ব্যাপিল শীতল সুছায়া বিথারি নিখিল ভুবন ময়॥
কালে সে পাদপ ধরিল সুফল অমৃত নিন্দি স্বাদ।
মর কি অমর উল্লসে ছুটিল ছাড়িয়া আনন্দ নাদ॥
গৌরাকৃতি সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন সবা র আদেশ দিল।
সবে তাড়াতাড়ি সে ফল কুড়ায়ে কোঁচড় ভরিয়া নিল॥
মনের হরিষে যে যত পারিল সে ফল ভখিল যবে।
ধর্ম্ম অর্থকাম মোক্ষ আদি ফলে অরুচি হইল তবে॥

যে জন আইল সে জন পাইল না হল বঞ্চিত কেহ।
কি আর অধিক পাইল সে ফল অধম চণ্ডাল যেহ॥
মুই অভাগিয়া একাকী কেবল পড়ি রে রহিনু পাছে।
আপন গরবে হইনু বিভোর না গেনু সে তরু কাছে॥
ধিক রে আমার সন্ন্যাস জীবনে ধিক রে আশ্রমে মোর।
ধিক ধিক মোর জ্ঞানযোগ বলে যাহাতে হলাম ভোর॥
গৌরাঙ্গ আনিত প্রেমসুধা ফলে মুইরে বঞ্চিত রনু।
ধিকরে আমার ধরম করমে জনমি কেনে না মনু॥

৪৮

উৎসসর্প জগ দেব পূবয়ন্ গৌরচন্দ্র করুণ মহার্ণবঃ।
বিন্দু মাত্র মপিনাপতন্মহাতুর্ভগেময়ি কিমেতদদ্ভুতম্॥

শান্তিপুর পতি শ্রীঅদ্বৈত রায় কাতর জীবের তরে।
নিরজনে বসি ভাবেন গোঁসাঞি কেমনে সংসার তরে॥
কলিহত জীব করিতে উদ্ধার কৃষ্ণ বিনা আনে নারে।
এত ভাবি রায় আরম্ভিলা তপ যথাবিধি উপচারে॥
চন্দন চর্চ্চিত তুলসী মঞ্জরী বিমল জাহ্নবী জল।
ব্রজেন্দ্র নন্দন চরণে অর্পিলা জানি সে তুঁহার বল॥
কতই কঠোর করে মহাশয় জীবের মঙ্গল তরে।
কভু অনশন কভু জাগরণ কভু বা হুঙ্কার করে॥
শুনি সে হুঙ্কার রাধিকা রমণ রহিতে নারিলা আর।
স্বদল সহিত এলেন ত্বরায় হরিতে ধরণী ভার॥
গোরা নাম ধরি করুণা অর্ণব বিথারিলা ধরাতলে।
প্রেমের হিল্লোলে আনন্দ লহরী খেলে তাহে কোলাহলে॥
সে কৃপা জলধি উথলি উঠিল ছাইল নিখিল ধাম।
জুড়াল অবনী ত্রিতাপের জ্বালা ডুবি তাহে অবিরাম॥
মুই অভাগিয়া চণ্ডাল অধম বড়ই কপাল ছার।
সে সিন্ধু সলিল কণিকা পরশ না হল জনমে আর॥

৪৯

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয় বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তি মার্গ ইহ কন্টক কোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্য চন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

নিজ অধিকার চ্যুত কলিরাজ বিষন্ন ত্রিযুগ ধরে।
আপন সময় পাইয়া এখন নাচিছে উল্লাস ভরে॥
তিন যুগ ধরি সহিয়াছে যত অনাদৃত ভুত দুখ।
নিজ চর সহ দিয়া প্রতিশোধ মানিছে অপার সুখ॥
কলি প্ররোচনে ষড়রিপু বর্গ অজেয় ইন্দ্রিয় চয়।
লভি নব বল অবাধে করিল হৃদয় সাম্রাজ্য জয়॥
বিষম সঙ্কটে পড়েছি এখন পলায়ে বাঁচিবা কোথা।
যে দিকে নিরখি মহা বীর দাপে ফিরিছে বিপক্ষ তথা॥
এ মহা বিপদে বাঁচিবার ঠাঁই ছিল যে ভকতি পথ।
কিন্তু জ্ঞানক্রিয়া কন্টকে সে পথ রুদ্ধ এবে অবিরত॥
এহেন বিষম সঙ্কট সাগরে পড়িয়া পরাণ যায়।
কৃপাডোরে বাঁধি এ বিপন্ন জনে রাখ হে গৌরাঙ্গ রায়॥
তুমি যদি নাথ! করুণা কটাক্ষে না হের বারেক মোরে।
কার কাছে যাই কেবা হে আমায় তারিতে শকতি ধরে॥

৫০

সোপ্যৈশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুর্ন নয়নয়োর্যন্ন ভবেদ্গোচরো
যন্নাস্বাদি হরেঃ পদাম্বুজ রসস্তদ্যদ্গতং তদ্গতম্।
এতাবন্মমতাবদস্তু জগতীং যেহ নাহপ্যলং কুর্ব্বতে
শ্রীচৈতন্যপদেনিখ তঃ মনস্থৈর্যং প্রসঙ্গোৎসবঃ॥

গোপিনী সর্ব্বস্ব গোকুল জীবন মোহন কালিয়া চাঁদ।
গোরা নাম ধরি প্রকটি ধরায় পাতিলা প্রেমের ফাঁদ॥
যার ভাগ্য ভাল সে ফাঁদে পড়িল ঘুচিল সংসার জ্বালা।
মূঢ় বক অধম বিষয় কুরস লাগিল বড়ই ভালা॥

গোরার বিমল চরণ কমল না করিনু দরশন।
গোরা প্রেমরস না করি আস্বাদ খোয়ানু জীবন ধন ॥
যা হবার মোর হইল সকলি এখন করিরে আশ।
অবনী ভূষণ গোরাগণ পদে হক্‌রে হামারি বাস ॥

৫১

দুষ্কর্ম্ম কোটীনিরতস্য দুরন্ত ঘোর
দুর্ব্বাসনানিগড় শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ং।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতি কোটি কদর্থিতস্য
গৌরংবিনাদ্যমমকো ভবিতেহবন্ধুঃ ॥

আপন করম ফেরে যাই আসি এ সংসারে সত্য ত্রেতা যুগ চারি কত।
পুণ্য করি যাই স্বর্গে নরকে করিয়া পাপ পুন আসি ফল হলে গত ॥
এ বার আসিনু ভবে কত সাধ মনে করি সকলি হইল বিপরীত।
মায়ার কিঙ্কর যত একে একে কাছে আসি নানা ছলে ভুলাইল চিত ॥
শেষে কর্ম্ম দৃঢ় ফাঁশে বাঁধিল এ বাহু যুগ জ্ঞানের নিগড়ে দুচরণ।
দুর্ব্বাসনা শ্বানসিংহে অঙ্গুলী নির্দ্দেশি মোরে লেহ লেহ বলে অনুক্ষণ ॥
কভু বা কুতর্কে ডাকি ফেলে অবিশ্বাস কূপে সুকঠিন করি মোর হিয়া।
কামাদি রাক্ষসগণে ডাকি আনি সমাদরে তুষ্ট হয় মোরে দেখাইয়া ॥
মায়া অনুচর চক্রে পড়ি নিজ বুদ্ধি দোষে আমার দুখের নাহি ওর।
ত্রিতাপ অনল তপ্ত সংসার কটাহে তারা ভাজা ভাজা করে হিয়া মোর ॥
এহেন সঙ্কটে পড়ি ডাকিহে অনাথ নাথ করুণা সাগর গৌরহরি।
তোমা বিনা কেবা আর দীনবন্ধু এ সংসারে দেখ নাথ! অই পদতরী ॥
না ভজি তোমারে প্রভু অসংখ্য জনম মোর বৃথা গেল ঘোর যাতনায়।
জঠর যন্ত্রনাশেষ এইবার কর নাথ শরণ লইনু তুয়া পায়।

৫২

হাহন্ত হন্ত পরমোষরচিত্তভূমৌ
ব্যর্থী ভবন্তি মম সাধন কোটয়োপি।
সর্ব্বাত্মনা তদহমদ্ভুত ভক্তি বীজং
শ্রীগৌরচন্দ্র চরণং শরণং করোমি।

হায় হায় মুই কি কাজ করিনু এত কাল এই ভবে।
এ সংসার সুখ অনিত্য অসার জানি রে ত্যাজিনু সবে ॥
দারা সুত স্নেহ সুদৃঢ় বন্ধন বিষয় বাসনা চয়।
ভজন পথের কন্টক জানিয়া সকলি করিনু ক্ষয় ॥
সন্ন্যাসী হইনু বিভূতি মাখিনু করঙ্গ ধরিনু করে।
মহেশ মন্দিরে আশ্রয় লইনু পরম উল্লাস ভরে ॥
বিবর্ত্তবাদের কুহকে পড়িয়া নীরস হইল মন।
আপনাকে ব্রহ্ম ভাবি এ সংসারে কাটানু জীবন ধন ॥
শুষ্ক জ্ঞান যোগ পথে চলি হল মানস পাষাণ প্রায়।
গুরু দত্ত বীজ করিনু রোপণ না হল অঙ্কুর তায় ॥
কতই সেঁচিনু সাধন সলিল দিলাম ভজন সার।
হায়রে সকলি হইল বিফল শ্রম মাত্র হল সার ॥
হায় হায় মুই কি করি করি কি হবে হামার গতি।
নিরাশা সাগরে হয়ে নিমগন ভুগিনু যাতনা অতি ॥
এহেন বিষম সঙ্কট সময়ে সৌভাগ্য আমার এল।
তিমির বিনাশী গৌরাঙ্গ মিহির সহসা উদয় ভেল ॥
সেরবি করুণা করে ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত কিবা হয়।
সর্ব্ব আত্মাসহ লইলাম তাই সে গোরা চরণাশ্রয়।

৫৩

হা হন্তচিত্ত ভুবিমেপরমোষরায়াং
সদ্ভক্তি কল্প লতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ।
হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি,
চৈতন্যনামকলয়ন্নকদাপি শোচ্যঃ।

হায় রে আমার কি দশা ঘটিল আপন করম ফলে।
কোমল হৃদয় পাষাণ করিনু ক্রিয়া যোগ জ্ঞান বলে ॥
এহেন হৃদয় উষর ভূমিতে না বুঝি দিনুরে চায়।
ভকতি লতিকা রোপণ করিনু অচিরে হইল নাশ ॥

নিরাশা পবন প্রবহি সঘন দুখ বজ্র মোরে দেল।
হেন কালে গোরা করুণা প্রবাহ সকলি ভাসায়ে নেল॥
পরম আশ্বাস পাইনু এখন মানিনু ভরসা মনে।
ভকতি লতিকা ধরে ফুল ফল গোরা নাম আলাপনে॥
কি কুহক গোরা জানেরে আমার গোরা কি কুহক জানে।
নিজ নামে জীবে ছুটায়ে সংসার আপন চরণে টানে॥

৫৪

সংসার দুঃখ জলধৌ পতিতস্য কাম
ক্রোধাদি নক্র মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি কৃপাবলম্বম্॥

দুস্তর সংসার দুঃখের জলধি নিবিড় তিমিরময়।
কাম ক্রোধ আদি মকর কুম্ভীর সতত তাহাতে রয়॥
মন সিন্ধু যানে করি আরোহণ যেতেছিনু কুতূহলে।
বুদ্ধি কর্ণধার জ্ঞানযোগ দাঁড়ী বহিত্র বাহিয়া চলে॥
হেনকালে মায়া প্রলোভন নামে অনুচরে আদেশিল।
দুর্ব্বাসনা পাশে বাঁধি সে আমায় তরণী উলটি দিল॥
বাঁধা করপদ নারি সাঁতারিতে ডুবি নিরাশ্রয় হই।
করাল বদন বিথারি নক্রাদি গ্রাসিল গ্রাসিল অই॥
এ হেন বিষম সঙ্কটে পড়িয়া ডাকি হে গৌরাঙ্গ হরি।
এ ভীম সাগরে বাঁচাও বাঁচাও দিয়া ও চরণ তরী।

৫৫

মৃগ্যাপিসা শিব শুকোদ্ধব নারদাদ্যৈ
রাশ্চর্য্য ভক্তি পদবী ন দবীয়সীনঃ।
দুর্ব্বোধ বৈভব পতে ময়ি পামরেঽপি,
চৈতন্য চন্দ্র যদি তে করুণা কটাক্ষঃ॥

বিরিঞ্চি নারদ উদ্ধব শঙ্কর শ্রীশুক ভকত যত।
যুগে যুগে করে একান্ত অন্তরে ভকতি সাধন ব্রত॥

ঐশ্বর্য্যের ভাব অন্তরে সবার মানসা বিফল তাই।
সবে ম্রিয়মান ভকতি দেবীর প্রসাদ নাহিক পাই ॥
কিন্তু হে গৌরাঙ্গ জ্ঞানের অতীত তুমি হে বৈভব পতি।
মো সম পামর নরাধমে যদি করহ করুণা রতি ॥
তবে যে ভকতি নাহি দেন ধরা শিব শুক আদি জনে।
যে ভকতি আসি করেন কৃতার্থ আমা সম অভাজনে ॥

৫৬

ক্বসা নিরঙ্কুশ কৃপা ক্বতদ্বৈভবমদ্ভুতম্।
ক্বসা বৎসলতা শৌরে গৌরে যাদৃক্ তবাস্মণি ॥

ওহে শুর বংশ অবতংশ হরি গোকুল হৃদয় শশী।
গোরা কলেবর করি হে ধারণ এ ভব সংসারে পশি ॥
যেই নিরঙ্কুশ করুণা প্রকাশ করিলে জীবের প্রতি।
যেই বৎসলতা অপূর্ব্ব বৈভব দেখালে অগতি গতি ॥
সে সবার অণু পরিমাণ নাথ কোন অবতারে আর।
নাহি প্রকাশিলে ওহে লীলাময় এ লীলা লীলার সার ॥

৫৭

স্বতেজসাকৃষ্ণ পদারবিন্দ মহারসাবেশিত বিশ্বমীশ্বরম্।
কমপাশেষ শ্রুতি গূঢ় বেশং গৌরাঙ্গমঙ্গীকুরু মূঢ় চেতঃ ॥

ওরে মূঢ় চিত কর অবধান শুন শুন হিত কথা!
আপন মঙ্গল যদি কর আশ হওরে বালক যথা ॥
কৃষ্ণ পাদপদ্ম মকরন্দ রস যে দেব সংসারে আনি।
সে রস পিয়ায়ে বাউল সমান করিল নিখিল প্রাণী ॥
সংসার ধরম লোক বেদাচার দিল সবে বিসর্জ্জন।
প্রেমের ভিখারী হয়ে রাগ ভরে কৃষ্ণ পদে দিল মন ॥
যে দেব প্রকাশ গায় শ্রুতিগণ গূঢ় ভাবে নিরন্তর।
ঈশ্বরত্ব যাঁর করিছে প্রমাণ কতই সেবক বর ॥
ত্যাজি আন পথ লোক বেদবিধি শুন মন বলি সার।
হেন গৌর কৃষ্ণ চরণ পঙ্কজ ভজ ভজ অনিবার ॥

৫৮

শ্রবণ মননসঙ্কীর্ত্তাদি ভক্ত্যামুরারে যদি
পরম পুমর্থং সাধয়েৎ কোপি ভদ্রম্।
মমত্ত পরমপার প্রেম পীযুষ সিন্ধোঃ
কিমপিরস রহস্যং গৌরধাম্নোনমস্যম্॥

শ্রবণ কীর্ত্তন মননাদি নব পরিচিত পথ ধরি।
যদি কোন জন মুরারি মন্দিরে প্রবেশে কামনা করি॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ফল সে জন হেলায় পায়।
হরিপদ তরী করি আরোহণ এ ভব তরিয়া যায়॥
কিন্তুরে আমার প্রেম সুধাসিন্ধু গৌরাঙ্গ ভকতি রসে।
যে অতি রহস্য প্রেম চিন্তামণি সতত গোপনে বসে॥
তাহারি সেবন করিমু সদাই আদর করিমু তার।
প্রেমের আকর রসের সাগর গোরাপদ করি সার॥

৫৯

ঈশং ভজন্তু পুরুষার্থ চতুষ্টয়াশা
দাসা ভবন্তু চ বিহায় হরেরুপাস্যান্।
কিঞ্চিদ্রহস্য পদলোভিতধীরহন্তু
চৈতন্য চন্দ্র চরণং শরণং করোমি॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি বর্গ আশে যদি কোন জন।
ব্রজেশ তনয় চরণ পঙ্কজে একান্ত মজায় মন॥
কিংবা যদি কেহ ত্যজি অকাতরে আপন উপাস্য দেবে।
একান্ত অন্তরে দাস সম সদা শ্রীহরি চরণ সেবে॥
তথাপি নিশ্চয় এ উভয় জনে না পায় ব্রজের রস।
দেবতা দুর্ল্লভ সে গূঢ় রতন কেবলি গোরার বশ॥
গোরার চরণে কায় মনো প্রাণে যে জন শরণ লয়।
তার কাছে আসি সেই মহানিধি আপনি উদয় হয়॥
তাই মুই সেই রস অভিলাষে আন পথ পরিহরি।
লুটায়ে কাঁদিব সেধন মাগিব গোরার চরণ ধরি॥

৬০

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি লৌকিকী বৈদিকী যা,
যাবা লজ্জা প্রহসন সমুদ্‌গান নাট্যোৎসবেষু।
যেবাভুবন্নহহসহজ প্রাণ দেহার্থ ধর্ম্মা।
গৌরশ্চোরঃ সকলমহরৎ কোপিমে তীব্রবীর্য্যঃ।

হায় হায় মুই কি করি এখন রহস্য কারে বা কই।
এমোর হৃদয় ভাণ্ডার আছিল মায়ার অধীন হই॥
নৃত্য গীত হাস্য কীর্ত্তন উৎসবে লাজ ভয় অবরিত।
লোক বেদাচার প্রতি নিষ্ঠা নিধি এদেহ ধরম যত॥
এসবে পূরিত সে মোর ভাণ্ডার মায়ার নিকটে রাখি।
স্বদেশ স্বজন পাসরি সতত বিদেশে ভুলিয়ে থাকি॥
এক দিন মুই সুখেচ্ছা শয়নে অঘোরে যেতেছি নিঁদ।
হেন কালে এক গৌর বর্ণ চোর ভাণ্ডারে মারিল সিঁদ॥
মহা বীর্য্যবান চতুর প্রধান স্বকার্য্যে নিপুণ চোর।
লাজ ভয় আদি যা ছিল ভাণ্ডারে সকলি হরিল মোর॥
আপনার বলি হেন কোন ধন না আছেরে আর ঘরে।
কি আর অধিক নিজের নিজত্ব গেছে সে তস্কর করে॥
তস্কর যে হয় তাহারে প্রত্যয় করিতে সকলে বলে।
তাই রে বিকানু জনম মতন সে চোর চরণ তলে।

৬১

সান্দ্রা নন্দোজ্জ্বল রসময় প্রেম পীযুষ সিন্ধোঃ
কোটীং বর্ষণ্‌ কিমপিকরুণা স্নিগ্ধ নেত্রাঞ্জনেন।
কোয়ং দেবঃ কনক কদলীগর্ভ গৌরাঙ্গ যষ্টি
শ্চেতোহ কস্মান্মম নিজ পদে গাঢ় যুক্তং চকার॥

ব্রজ রস ময় প্রেম সুধাসিন্ধু যে দেব হিয়ায় রহে।
কৃপাঞ্জন মাখা আঁখি পথে তাহা শত শত ধারে বহে॥
কনক কদলী গর্ভ বিনিন্দিত গৌর বর্ণ তনু যাঁর।

কেবা সেই জন ওহে পুরবাসী আমারে বলিতে পার ?
তাঁর কথা ভাই কি আর বলিব সকল কহিতে হারি।
দিনেকের কথা সে বড় কৌতুক কহিব যতেক পারি ॥
ঘোর তপস্বিনী নিশীথ সময়ে দিক পূর্ণ ঝিল্লি রবে।
প্রকৃতির কোলে দিবাচর জীব অঘোর নিদ্রিত সবে ॥
সুরধুনী তীরে একা উপবেশি অজিন আসন পরে।
পরম আদরে করিনু স্মরণ জ্ঞান যোগ সহচরে ॥
হাসি হাসি আসি বসিল দুজন আমার সম্মুখ ভাগে।
তাহাদের সনে করিনু আলাপ মত্ত হয়ে অনুরাগে ॥
তিন হিয়া পথে আলাপন স্রোত প্রবাহিত হতে ছিল।
হেন কালে এক হেমাঙ্গ পুরুষ আসিয়া দর্শন দিল ॥
কিছু না বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞান যোগ ভুজ ধরি।
বিকট হাসিয়া দুঁহারে ডারিল জাহ্নবী জীবন পরি ॥
সে মোর কৌপীন রুদ্রাক্ষের মাল সকলি কাড়িয়া নিল।
আপন চরণ পঙ্কজ সুরস সবলে পিয়ায়ে দিল ॥
সেই রসামৃত ভখিনু যেমন ছাড়িনু স্বভাব মোর।
বাউরী হইয়া ফিরি দেশে দেশে সে গোরা করি রে কোর ॥

৬২

স্বয়ং দেবো যত্রদ্রুত কনক গৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন প্রতি ভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে ॥

যে অতুল ধামে ব্রজেন্দ্র আত্মজ জীবের করুণা করি।
হলেন উদয় তপ্ত হেম বর্ণ মোহন মূরতি ধরি ॥
মহা প্রেমানন্দ উল্লসিত তনু শৃঙ্গার রসের ধাম।
নিজগণ সহ করি লীলা রঙ্গ পূরাল জীবের কাম ॥
গোরা আবির্ভাবে যে ধাম হইল ভকতি দেবীর বাস।
উৎসবে পূরিল আনন্দ যুটিল ছুটিল মায়ার পাশ ॥

যে দিব্য ধামের মধুরিমা রাশি গোলক বৈকুণ্ঠ হতে।
অধিক মধুর মানস মোহন সুখ দেয় নানা মতে॥
হেন নবদ্বীপ সর্ব্ব ধাম সার গৌরাঙ্গ বিলাস যথা।
চল ওরে মন চঞ্চল চরণে বিলাস করিগে তথা॥

৬৩

যত্তদ্বদন্তু শাস্ত্রাণি যত্তদ্ব্যাখ্যান্তু তার্কিকাঃ
জীবনং মম চৈতন্য পাদাম্ভোজসুধৈবতু।

বেদাদি সকলে যা বলে বলুক নিজ পথে আনিবারে।
যা ইচ্ছা তার্কিক করুক সিদ্ধান্ত প্রতি পক্ষে জিনিবারে॥
কিন্তু রে আমার এ সবার বাণী তিক্ত লাগে অতিশয়।
তাদের বচনে আর না ভুলিব জেনেছি কুরস ময়॥
কোন দিকে আর ফিরি না চাহিব এই রে করেছি পণ।
গৌরাঙ্গ চরণ তামরস রসে একান্ত মিশাব মন॥

৬৪

গর্ভন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্ল্ভাঃ
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকী ভবিতুমাগতাঃ স্ত্র্যঃ সুরাঃ।
কিমন্যদিদমেব বা যদি চতুর্ভূজং স্যাদ্বপুস্তাপি
মম নোমনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রাত্মনঃ॥

বিনা সাধনায় অষ্ট সিদ্ধি যদি উদয় হয় রে আসি।
করপুটে কয় শুন মহাশয় আমরা তোমার দাসী॥
অথবা যদিরে সুরবালা দলে আসি মোর কাছে বলে।
এ জনম মত দাসী হয়ে রব তোমার চরণ তলে॥
কিম্বা রে অধিক কি আর বলিব যদ্যপি এমোর তনু।
পরম বিচিত্র হয় চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠ পার্ষদ যনু॥
তথাপি নিশ্চয় মানস আমার তিল মাত্র কোন কালে।
ত্যজি গোরাপদ না হবে জড়িত এসব কুহক জালে॥

৬৫

বাসো মে বরমস্তু ঘোর দহন জ্বালাবলী পঞ্জরে
শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ বিমুখৈর্ম্মা কুত্রচিৎ সঙ্গমঃ।

বৈকুণ্ঠা'দিপদং স্বয়ঞ্চমিলিতং নোমেমনোলিপ্‌সতে,
পাদাম্ভোজ রজশ্ছটা যদি মনাক্ গৌরস্য নৌরস্যতে ॥

ভীষণ অনল কুণ্ডে যদি হয় বাস রে সে মোর সহস্র গুণে ভাল।
তথাপি গৌরাঙ্গ পদ বিমুখ যে জন রে সে সঙ্গ না হক কোন কাল ॥
দুর্ল্লভ বৈকুণ্ঠ পদ বৈকুণ্ঠের সুখ রে বিনা সাধনায় যদি আসি।
দেখায়ে কতই লোভ ঐশ্বর্য্য অপার রে লহ লহ কহে হাসি হাসি ॥
তথাপি গৌরাঙ্গ পাদ পদ্ম মধু কণা রে যদি পায় আস্বাদিতে মন।
এহেন বৈকুণ্ঠ সুখ অতুল বৈভব রে তৃণ সম মানি অনুক্ষণ।

৬৬

আস্তাং নামমহান্ মহানিতিবরং সর্ব্বক্ষমা মণ্ডলে
লোকে বা প্রকটাস্তু নামমহতী সিদ্ধিশ্চমৎকারিনী ॥
কামং চারুচতুর্ভুজত্বময়তা মারাধ্য বিশ্বেশ্বরং
চেতো মে বহুমন্যতে নহি নহি শ্রীগৌরভক্তিং বিনা ॥

গৌরাঙ্গ ভকতি অমূল্য রতন যদি না থাকেরে ঘরে।
সুযশ সুনাম খ্যাতি এ ধরায় বলরে কি ফল ধরে ॥
মায়া অষ্ট সখী সিদ্ধি সুলোচনা রূপ ধরি যদি আসে।
ভুবন ভুলানী কুহকিনী জানি না দিই থাকিতে বাসে ॥
বিশ্বেশ্বর বরে চারি ভুজত্বেরে করিরে অসার জ্ঞান।
গৌরাঙ্গ ভকতি রতন বিহান সকলি বৃথায় জান।

৬৭

চৈতন্যেতিকৃপা ময়েতি পরমোদারেতি নানাবিধ প্রেমাবেশিত
বেশিত সর্ব্বভূত হৃদয়েত্যাশ্চর্য্য ধামন্নিতি গৌরাঙ্গেতি-
গুণার্ণবেতি রসরূপেতি স্বসাপ্রিয়েত্যা শ্রান্তং মম জল্
পতো জনিরিয়ং যা যাদিতি প্রার্থয়ে।

হে দেব চৈতন্য কৃপা জলনিধি তুমি হে উদার অতি।
নানারসে নিজ চরণ সরোজে টানহ জীবের মতি ॥

কষিত কঞ্চন বরণ জিনি হে তোমার স্বরূপ রাশি।
তুমি হে নাগর গুণের সাগর বেড়াও আনন্দে ভাসি॥
তুমি রস ধাম লয়ে নিজ নাম প্রেম যাচ ঘরে ঘরে।
কভু নাচ গাও নিজগণ মাঝে পরম পীরিতি ভরে॥
ত্রিতাপ অনলে হিয়া জর জর এ ভিক্ষা তুঁহার পায়।
তোমার অসংখ্য নাম জপি জপি যেন হে জীবন যায়॥

৬৮

বাদাশৌরে গৌরেবপুষি পরম প্রেমরসদে সদেক প্রাণে নিষ্ক
পটকৃত ভাবোস্মিভবিতা।
কদাবাতস্যালৌকিকসদন্ মানেন মম হৃত্থকস্মাৎ শ্রীরাধাপদ
নখমণি জ্যোতিরুদ্॥

হে কৃষ্ণ সুন্দর গোপিনী জীবন তোমার অনন্ত খেলা।
গৌর কলেবর করি হে ধারণ পেতেছ প্রেমের মেলা॥
প্রেমের বণিক আসি দলে দলে বিকি কিনি করে কত।
নিজ নিজ রসে কিনে প্রেম নিধি যার যেই অভিমত॥
হে মাধব তুয়া প্রেম রস দাতা হেন গৌর কলেবরে।
কবে হে করিব বিমল পীরিতি অকৈতব প্রেম ভরে॥
কবে বা হে আর সেই অকপট তুঁহার পীরিতি বলে।
রাধিকা চরণ নখ মণি ছটা বিকাশিবে হিয়া তলে॥

৬৯

উদ্দামদামনকদামগণাভিরাম মারামরামবিরাম গৃহীতনাম।
করুণ্য ধাম কনকোজ্জ্বল গৌরধাম চৈতন্য নাম পরমঙ্কলামধাম॥

যে দেবের গলে দুলে মনোহর ফুল্ল দামনক মাল।
মায়া সিন্ধু হতে তুলে জীবে যিনি বিথারি করুণা জাল॥
বিমল আনন্দ রস সুমধুর বিলায়েন জনে জনে।
নিজ হরে কৃষ্ণ নাম প্রস্রবণ উঠিছে যে দেব মনে॥
কাঙ্গাল শরণ কৃপাধাম যিনি জীবের ত্রিতাপ হারী।
গৌর বর্ণ যাঁর নেত্র অভিরাম সুবর্ণ বিবর্ণ কারী॥

এ হেন চৈতন্য নামে মহা জ্যোতি অজ্ঞান তিমির হর।
হিয়ার মাঝারে ধরি যেন মুই ধ্যান করি নিরন্তর ॥

৭০.

সদারঙ্গে লীলাচলশিখর শৃঙ্গে বিলসতো
হরেরেব ভ্রাজন্মুখকমল ভৃঙ্গেক্ষণ যুগম্।
সমুত্তুঙ্গ প্রেমোন্মদ রসতরঙ্গং মৃগদৃশা
মনঙ্গং গৌরাঙ্গং স্মরত্তগতসঙ্গং মম মনঃ ॥

লীলাগিরি শিরে করি আরোহণ নিজ প্রিয়গণ সহ।
রসের বিতঙ্গে করেন বিলাস যেই দেব অহরহ ॥
মুখের লাবণি কি আর বলিব কনক কমল প্রায়।
আঁখি ভৃঙ্গযুগ সে কমলে যেন পরানন্দে মধু খায় ॥
যাঁর হিয়ারূপ প্রস্রবণ হতে উঠি প্রেম স্রোতস্বতী।
এ মরু সংসার সরস করিয়া উর্ব্বরা করিছে অতি ॥
অনঙ্গ মোহন রূপ রাশি যাঁর নারী ধরিবার পাশ।
মৃগাক্ষী যুবতী ত্যজি লোক লাজ সে রূপে লভিছে বাস ॥
ওরে মূঢ় চেত শুন বলি তোমা বিষয় গরল ত্যজি।
গোরা ন্যাসীরাজী সহ রে পীরিতি কর তাঁর প্রেমে মজি ॥

৭১

অলঙ্কারঃ পঙ্কেরুহনয়ন নিঃস্যন্দি পয়সাং
স্পৃষদ্ভিঃ সন্মুক্তাফল সুললিতৈ যস্য বপুষি।
উদঞ্চ রোমাঞ্চৈরপি চ পরমাযস্য সুষমা
তলালম্বে গৌরং হরিমরুণ রোচিষ্ণু বসনম্ ॥

সংসার দুর্গতি করি দরশন যে দেব কাতর অতি।
নয়ন পঙ্কজে ক্ষরে বারি বিন্দু যেন রে মুকুতা মতি ॥
রোমাঞ্চাদি যত প্রেম চিহ্ন অঙ্গে সদা করে ঝলমল।
অরুণ বরণ বসন কেমন শোভিছে নিতম্ব তল ॥
এহেন ভূষণে ভূষিত সুন্দর গৌরাঙ্গ সোনার চাঁদ।
ওরে মূঢ় মন পাসরি সকল গোরা গোরা বলি কাঁদ ॥

৭২

কন্দর্পাদপিসুন্দরঃ সুরসরিৎ পূর দহোপাবনঃ
শীতাং শোরপিশীতলঃ সুমধুর মাধ্বীকসারাদপি।
দাতাকল্পমহীরুহাদপি মহাস্নিগ্ধোজনন্যা অপি
প্রেম্না গৌরহরিঃ কদান্নুহৃদিমে ধ্যাতঃ পদং ধাস্যতি॥

রতিপতি কাম ধরি ফুল শর ফিরিতেছে অবিরত।
বিঁধি জীবগণে অন্তরে তাদের ঘটায় মোহাদি যত॥
কিন্তু গোরা মোর করুণাশায়কে জীবের মোহাদি নাশি।
প্রেম মণি হার গলে সবাকার পরায়েন হাসি হাসি॥
তাই রে গৌরাঙ্গ রায় অনঙ্গ হইতে রে মধুর সুন্দর অতিশয়।
গৌরাঙ্গ দরপ হেরি কন্দর্প পলায় রে মনে বড় পেয়ে লাজ ভয়॥

পতিত পাবনী প্রসন্ন সলিলা সুরধুনী পাপ হরা।
জীবের কলুষ কালিমা প্রক্ষালি পবিত্র করেন ধরা॥
কিন্তু রে তাঁহার জীবের হৃদয় শোধন শকতি নাই।
যে মহা শকতি গৌরাঙ্গে আমার কেবল দেখিতে পাই॥
তাই গোরা গুণমণি সুরধুনী হতে রে পাবন শকতি বড় ধরে।
জীবের কলুষ নাশ হৃদয় শোধন রে একমাত্র গোরাচাঁদ করে॥

দারুণ নিদাঘ নিশি আগমনে সুধাকর সুধাকরে।
তাপিত জীবের দেহ তাপ নাশি শরীর শীতল করে॥
কিন্তু রে গৌরাঙ্গ অকলঙ্ক শশী প্রকাশি অবনী তলে।
জীবের অন্তর ত্রিতাপ অনল শীতলে করুণা জলে॥
তাই নদীয়ার চাঁদ শচীর নন্দন রে শশী হতে অতি সুশীতল।
যাঁহার করুণা জলে অন্তর বাহির রে জুড়াইয়া সখী জীব দল॥

জলধি মন্থনে উঠিল পীযুষ লভিল দেবতা গণে।
সে সুধা ভক্ষণে অমর হইল না ধরে গরব মনে॥
কিন্তু রে গৌরাঙ্গ প্রেম সুধারস যে করে বারেক পান।
তৃণ সম নীচ ভাবে সে আপনে ত্যজি তম অভিমান॥

তাই গোরা নটবর অমৃত হইতে রে বড়ই মধুর এ সংসারে।
অমর বাঞ্ছিত নিজ প্রেম সুধা দানে রে পরানন্দ দেন যারে তারে॥

নন্দন কাননে কল্পতরু নামে বিরাজে পাদপ বর।
যে যাচে যবে যা প্রয়োজন মত লভে তথা নিরন্তর॥
কিন্তু গোরা মোর করুণা প্রকাশি নিখিল জীবের প্রতি।
অযাচিত জনে প্রেম সুধাদানে করান স‌ংস মতি॥
তাই গোরা প্রেম ধাম কল্পতরু হতেরে দাতা শিরোমণি এ ভুবনে।
না ভাবি আপন পর অযাচিত জনেরে অকাতরে দেন প্রেম ধনে॥

এ মায়ার রাজ্যে কর নেত্রপাত হেরিবে সকল ঠাঁই।
নিজ সুত প্রতি জননীর স্নেহ পর সুতে তাহা নাই॥
কিন্তু রে বিচিত্র গোরার চরিত কোন যুগে নাহি হেন।
যারে তারে করে স্নেহ সমরূপ সবাই স্বজন যেন॥
তাই গোরা বিনোদিয়া জননী হতেওরে স্নেহবান অতি সর্ব্বক্ষণ।
নিখিল ভুবন জনে নিজকোরে ধরিরে স্নেহে করে লালন পালন॥
হায় হেন দিন কবেরে আমার উদয় হইবে আসি।
কুললাজ ভয় ত্যজি অকাতরে হবরে গোরার দাসী॥

৭৩

পুঞ্জং পুঞ্জং মধুর মধুর প্রেমমাধ্বী রসানাং
দত্বাদত্বং স্বয় মুরুদয়ো মোদয়ন্ বিশ্বমেতৎ।
একোদেবঃ কটিতট মিলন্মঞ্জ মঞ্জীষ্ঠ বাসা
ভাসানির্ভৎ সিতনবতড়িৎ কোটিরেব প্রিয়োমে॥

মধুর মধুর প্রেম মাধ্বীরস যে দেব সংসারে আনি।
যারে তারে দিল না করি বিচার কহিরে সরস বাণী॥
কটী তটে যাঁর অরুণ বসন মানস কাড়িয়া লয়।
তা দেখি দামিনী নীরদের কোলে সলাজে লুকায়ে রয়॥

সে মোর পরম করুণা সাগর নাগর রসের ধাম।
কবে তাঁর পদে করিব বসতি পাসরি বিষম কাম॥

৭৪

কান্ত্যানিন্দিত কোটী কোটী মদনঃ শ্রীমন্মুখেন্দু চ্ছটা
বিচ্ছায়ীকৃত কোটী কোটী শর দুন্মীল তুষারচ্ছবিঃ।
ঔদার্য্যেণ চকোটী গুণিতং কল্পদ্রুমং হাল্লয়ম্
গৌরোমে হৃদি কোটি কোটি জন্মুয়াৎ ভাগৈঃ পদং ধাস্যতি॥

মন আকর্ষণ গোরা রূপ রাশি বালাই লয়েরে মরি!
কোটি কোটি কাম ঝুরি ঝুরি কাঁদে সেরূপ দর্শন করি॥
গোরার বদন বিধু সুবিমল উয়ল নদীয়াচলে।
সে চাঁদ নিরখি কোটী শরবিন্দু মলিন গগন তলে॥
পরম উদার বদান্য কেশরী দয়াল গৌরাঙ্গ রায়।
গোরা দান হেরি কোটি কল্পতরু সলাজে নীরস কায়॥
মোর শত শত জনম অর্জিত শুভকর পুণ্য ফলে।
হায় কবে মুই করিব বসতি গোরার চরণ তলে॥

৭৫

অন্তর্ধ্বান্তচয়ং সমস্তজগতা মুনমূলয়ন্তী হঠাৎ
প্রেমানন্দ রসাম্বুধিং নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ।
বিশ্বং শীতলয়ন্ত্য তীববিকলং তাপ ত্রয়েণানিশং
সাস্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু চকিতং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা॥

সুন্দর নদীয়া গিরি উদয় মন্দিরে রে প্রকাশিত গোরশশী ভেল।
ধরণী অন্তর তম বড়ই নিবিড় রে স্ববলে সমূলে হরি নেল॥
করুণা কিরণ গুণে গোরা শশধর রে নিজ লীলাবশে আকর্ষিল।
প্রেমানন্দ রসসিন্ধু উথলি সবেগেরে নিখিল ভুবন ডুবাইল॥
ত্রিতাপে আছিল ধরা বিষম তাপিত রে সদা জর জর মন প্রাণ।
গোরা সুধাকর তারে করিল শীতল রে অমিয় কিরণ করি দান॥

এহেন গৌরাঙ্গ শশী সুধার আকর রে করুণা কণিকা প্রকাশিয়া।
আপন বিমল করে করে আলোকিত রে সদা যেন এ আঁধার হিয়া।

৭৬

ক্ষণং ক্ষীণঃ পীনঃ ক্ষণমহহসাশ্রুঃ ক্ষণমথ
ক্ষণং স্মেরঃ শীতঃ ক্ষণমনলতপ্তঃ ক্ষণমপি।
ক্ষণং ধাবন্ স্তব্ধঃ ক্ষণমধিক জল্পন্ ক্ষণমহো
ক্ষণং মূকোগৌরঃ স্ফুরতু মম দেহো ভগবতঃ।

ক্ষণেক বিরহ ক্ষণেকে মিলন দ্বিভাবে গৌরাঙ্গ রায়।
অনন্ত প্রেমের জলন্ত লক্ষণ প্রকাশে আপন কায়।
কভু ক্ষীণ তনু হেম রেখা সম কখন বা পীনাকার।
নয়ন যুগলে বহে অশ্রু যেন জাহ্নবী যমুনা ধার।
ক্ষণে স্মিতানন ক্ষণে বা শীতল অনল তাপিত ক্ষণে।
ক্ষণে ইতি উতি ধায় ক্ষিপ্ত প্রায় ধর ধর বলি ঘনে।
কভু ধাতু হীন অসাড় শরীর জড় সম পড়ি রহে।
কভু বা আপন অন্তরঙ্গ সনে নানা ছাঁদে কথা কহে।
ক্ষণ ক্ষণে রয় হয়েরে অবাক শ্রীমুখ আনত করি।
এহেন অনন্ত রসের লীলায় বিভো গৌরাঙ্গ হরি।
ব্রজেন্দ্র সুতের এই গৌর তনু সকল রসের ধাম।
হৃদয় আসনে বসিলে বারেক হইরে সফল কাম।

পাত্রাপাত্রবিচারণাং নকুরুতে নস্বস্পরস্বীক্ষতে
দেয়াদেয় বিমর্শকো নহি নবাকাল প্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যোয়ঃ শ্রবণেক্ষণ প্রণমন ধ্যানাদিনা দুর্ল্লভং
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ।

৭৭

শ্রবণ ঈক্ষণ প্রণাম ধ্যানাদি সাধনার পথ হয়।
ব্রজ প্রেমানন্দ রস সুদুর্ল্লভ সে পথে সুলভ নয়।

সে রস অমৃত শ্রীগৌর সুন্দর আপন করুণা বশে।
লহ লহ বলি করি বিতরণ ভাসেন আনন্দ রসে ॥
পাত্র কি অপাত্র না করে বিচার না দেখে আপন পর।
দেয় বা অদয়ে কালকাল কিংবা না বিচারে নটবর ॥
যথা যেই জনে করে দরশন সস্নেহে ধরিয়ে তায়।
প্রেম সুধারস পরম হরিষে বিতরে গৌরাঙ্গ রায় ॥
হেন গৌরহরি অবতার সার কেবলি উপাস্য মোর।
আনপথে ফিরি আন দেবী দেবে না হব কদাচ ভোর ॥

৭৮

পাপীয়ানপি হীন জাতিরপি দুঃশীলোহপি দুষ্কর্ম্মণাং
সীমাপি শ্বপচাধমোহপি সততং দুর্ব্বাসনা দ্যোপিচ।
দুর্দ্দেশ প্রভবোপি তত্র বিহিতাবাসোপি দুঃসঙ্গতো
নষ্টাহ প্যুদ্ধৃত এব যেন কৃপয়াতং গৌরমেবাশ্রয়ে ॥

মহান পাতকী কিংবা নীচকুল ভবরে পরম দুরাত্মা যেই জন।
কুকর্ম্ম আসক্ত চিত অধম চণ্ডাল রে দুর্ব্বাসনা রত অনুক্ষণ ॥
কুদেশ সঞ্জাত কিংবা কুদেশ নিবাসী রে দুর্জ্জন সহিত বাস যার।
এরূপ সংসারে আছে শত শত জনরে পাপমতি নীচ দুরাচার ॥
যে দেব করুণা করি এসব পামরে রে ভব হতে করিলা উদ্ধার।
যুগে যুগে ঘুরি ফিরি করিনু এবার রে সে গোরা চরণ বাস সার ॥

৭৯

কলিন্দতনয়াতটে স্ফুরদমন্দ বৃন্দাবনং বিহার
লবণাম্বুধেঃ পুলিন পুষ্প বাটিং গতঃ।
ধৃতারুণ পটঃ পরীহৃত সুপীত বাসাহরি স্তিরোহিত
নিজচ্ছবিঃ প্রকট গৌরিমা মে গতিঃ ॥

কলিন্দ তনয়া সেই কালিন্দির তীরেরে বিরাজে সুরম্য বৃন্দাবন।
ত্যজি তাহা সিন্ধু- তটে পুষ্পবাটি মাঝেরে বিরাজিছে যে দেব এখন ॥
সুশোভন পীতবাস গোপিনী মোহন রে পরিহরি যেই মহাশয়।
অরুণ বসন পরি জীবের লাগিয়ারে সাঙ্গোপাঙ্গে এবে বিলসয় ॥

নীলকান্ত মণি দ্যুতি জিনি সুবরণ রে যেই দেব ত্যজি অনায়াসে।
চম্পক বরণ নিন্দি গোরা বর্ণ ধরি রে তারিছেন জীবে মহোল্লাসে॥
এহেন গৌরাঙ্গ চাঁদ কামিনী মোহন রে যোগীজন সেব্য পদ যাঁর।
আনপথ পরিহরি সে অভয় পদেরে বসতি করিমু অনিবার॥

৮০

অরে মূঢ়াগূঢ়াং ধিচিনুতহরের্ভক্তি পদবীং
দবীয়স্যাদৃষ্টাপ্য পরিচিতপূর্ব্বাং মুনিবরৈঃ।
নবিশ্রদ্ধশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্ল্ভ্যামিবতৎ
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজতশরণং গৌরচরণম্॥

মায়ার মন্ত্রণা শুনি যদি মূঢ় জন হে কহ সবে হয়ে একমত।
যেই প্রেম ভক্তি লাগি ব্যাস আদি ঋষি হে সাধন ভজন করে কত॥
তথাপি অদৃষ্ট গুণে সেই প্রেম ভক্তি হে কভু না পাইল এ সংসার।
আমরা কীটাণু কীট পাইতে সে নিধি হে কি শকতি আছে মো সবার॥
এত কহি সবে যদি অবিশ্বাস গৃহে হে নিরাশা সহিতে কর বাস।
এস এস মোর কাছে কহিব উপায় হে যাতে যাবে প্রেম ভক্তি পাশ॥
ছাড়ি সব আন পথ আন অভিলাষ হে বিশ্বাসে সুদৃঢ় করি হিয়া।
মন প্রাণ সমর্পণ কর গোরা করে হে তাঁহার চরণ পাশে গিয়া॥

৮১

দধন্মুর্দ্ধনূর্দ্ধং মুকুলিত করাম্ভোজ যুগলং
গলন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত মৃদুগণ্ড স্থল যুগম্।
দুকূলেনাবীতং নব কমল কিঞ্জল্‌করুচিনা
পরং জ্যোতি গৌরংকনক রুচি চৌরং প্রণমত।

যেই জ্যোতির্ম্ময় কনক বরণ শ্রীশচী নন্দন গোরা।
কত অঙ্গ ভঙ্গে করেন বিলাস নিজ রসে হয়ে ভোরা॥
কভু শিরোপরি করেন ধারণ অঞ্জলি আবদ্ধ কর।
কভু অশ্রু বিন্দু করে ঝল মল কোমল সুগণ্ড পর॥
কভু বা নবীন কমল কেশর বরণ জিনিয়া বাস।

পরি কুতূহলে মাতে লীলারসে মুখে লহু লহু হাস ॥
শুন লোক সব করি নিবেদন যদি হে মঙ্গল চাহ।
এহেন গোরার চরণ সকাশে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যাহ ॥

৮২

ভ্রাতঃ কীর্ত্তয়নামগোকুলপদেরুদ্দামনামাবলীং
যদ্বা ভাবয়তন্ম দিব্য মধুরং রূপং জগন্মঙ্গলম্।
হন্ত প্রেম মহারসোজ্জ্বল পদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভো যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্ন ত্বয়ি ॥

ওহে ভ্রাতৃগণ যদি রে সকলে একান্ত ভকতি মনে।
রত হও মহা প্রভাব পূরিত কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে ॥
কিংবা যদি সবে ধরণী মঙ্গল মধুর মূরতি তাঁর।
মানস নয়নে কর ভক্তি ভরে দরশন বার বার ॥
তথাপি হে ভাই তোমাদের কভু প্রেমানন্দ মহারস।
ক্ষণকাল তরে জীবনে মরণে না হবে কাহার বশ ॥
কিন্তু যদি সবে সে অমূল্য নিধি একান্ত কর রে আশ।
সকল ছাড়িয়া সরল অন্তরে হওরে গোরার দাস ॥

৮৩

অয়েন কুরু সাহসং তবহসন্তি সর্ব্বোত্তমং
জনাঃ পরিত উন্মদা হরিরসামৃতাস্বাদিনঃ।
ইদন্ত নিভৃতং শৃণু প্রণয় বস্তু প্রস্তূয়তে যদেব
নিগমেষু তৎ পতিরয়ং হি গৌরঃ পরম্ ॥

চৈতন্য চরণাম্বুজ মধুকর গণরে মত্ত হরি প্রেমামৃত পানে।
অন্যফুল মধু তারা বিষ সম মানিরে রত সদা গোরাগুণ গানে ॥
অরে ভাই যদি সবে প্রেমরস আশেরে আন পথে করহে গমন।
তবে সে যতন সব বিফল জানিয়ারে হাসিবে গৌরাঙ্গ জনগণ ॥
তোমাদেরে নিজ ভাবি কহি শুন সবেরে একথা জানিবেগূঢ় অতি।
যাঁহারে প্রণয় বস্তু বলি গান করিয়ে আগম নিগম স্পষ্ট মতি ॥

সেই প্রণয়ের পতি গৌরাঙ্গ আমার রে একথা হিয়ায় গাঁথি রাখ।
তাই বলি সব ছাড়ি বাসনা ভরিয়া রে গোরা পাদ পদ্ম রজ মাখ॥

৮৪

জ্ঞানাদি বর্ত্ম বিরুচিং ব্রজনাথ ভক্তি
রীতিং নবেদ্মি ন চ সদ্‌গুরবো মিলন্তি।
হা হন্ত হন্ত মম কঃ শরণং বিমূঢ়
গৌরোহরি স্তব ন কর্ণ পথং গতোস্তি॥

ওরে মূঢ় জন মায়া কুমন্ত্রণে কহ সবে বার বার।
জ্ঞান আদি বর্ত্মে যে কৃষ্ণ ভকতি না জানি কণিকা তার॥
সংসার খুঁজিনু তবু না পাইনু সুগুরু পরেশ নিধি।
হায় হায় তবে কি করি এখন এতই লিখিল বিধি!
রে মূঢ় মণ্ডলী কেন রে এমন প্রলাপ বকিছ সবে।
গৌর হরিনাম কভু কি তোদের শ্রবণে পশেনি ভবে॥

৮৫

বৃথাবেশং কর্ম্মস্বপনযত বার্ত্তামপিমনাক্
ন কর্ণাভ্য র্নেহপি কচ ন নয়তা ধ্যাত্ম সরণেঃ।
নমোহং দেহাদৌ ভজত পরমাশ্চর্য্য মধুরঃ
পুমার্থানাং মৌলির্ন্মিলতি ভবতাং গৌর কৃপয়া॥

শুন শুন ভ্রাতৃগণ বলিহিত বাণীরে ত্যজ কর্ম্ম বৃথা আড়ম্বর।
অধ্যাত্ম বিচার যেন অণু পরিমাণে রে শ্রবণ কুহরে নাহি ধর॥
আপন দেহাতি প্রতি মোহ পরিহরি রে আমার বচনে দেহ কাণ।
পরম করুণাময় গৌরাঙ্গ চরণে রে মজায়ে ফেলহ মন প্রাণ॥
সর্ব্ব পুরুষার্থ সার প্রেম নামে ফল রে আশ্চর্য্য মধুর রসময়।
পরম আনন্দে লাভ করহ সবাই রে না রবে সংসার-কাল-ভয়॥

৮৬

অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈ রলমহহতীর্থাটনিকয়া সদা
যোষিদ্‌ব্যাত্ম্যা স্ত্রসত বিতথাং থুৎ কুরু দিবম্।

তৃণং মন্যাধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসি কপটং
নটস্তং গৌরাঙ্গং নিজ রসমদাদম্বুধিতটে ॥

শুনহ ভবের লোক করি নিবেদন রে ত্যজ সবে শাস্ত্র আলাপন।
বৃথা পরিশ্রম জানি এ জীবনে কভু রে না করিবে তীর্থ পর্য্যটন ॥
মায়ার প্রতিমা নারী ব্যাঘ্রী সম জানিরে ভীত হয়ে রবে এক পাশে।
থু থু করি ত্যজ ভাই মল সম মানিরে স্বর্গ সুখ ভোগ অভিলাষে ॥
এ সব সাধন করি কর এক কাজ রে পরম যতনে দিয়া মন।
সাধিতে আপন কাম সন্ন্যাসের ভাণেরে যে দেব ত্যজিল নিকেতন ॥
নিজ প্রেমানন্দ রসে হয়ে মাতয়ার রে সিন্ধু তীরে করিছেন নৃত্য।
আন পথ ত্যজি ভাই কায় মনো বাক্যেরে সে গোরা চরণে হও ভৃত্য ॥

৮৭

কিং তাবদ্বতদুর্গমেষু বিফলং যাগাদিমার্গেষ্বহে
ভক্তিং কৃষ্ণপদাম্বুজে বিদধতঃ সর্ব্বার্থমালুণ্ঠত।
আশা প্রেম মহোৎসবে যদি শিব ব্রহ্মাদ্য লভ্যেস্তুতে
গৌরে ধামনি দুর্ব্বিগাহ মহিমোদারে তদারজ্যতাং ॥

ওহে ভ্রাতৃগণ যেওনা যেওনা দুর্গম যোগাদি পথে।
সে পথে যতই যাইবে কিছুতে না পূরিবে মনোরথে ॥
বিরিঞ্চি শঙ্কর আদি যোগীশ্বর যে প্রেম রতন তরে।
কঠোর সাধন করিল কতই না পেল সেধন করে ॥
সে রতন যদি কহহ বাসনা শুনহ বচন সার।
যে দেব উদার দাতা শিরোমণি অপার মহিমা যাঁর ॥
সেই গৌরহরি চরণ কমলে একান্ত শরণ লহ।
অমর দুর্ল্লভ প্রেমানন্দ রস আস্বাদিবে অহরহ ॥

৮৮

যথা যথা গৌর পদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃত পুণ্য রাশিঃ।
তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্য কস্মাৎ রাধা পদাম্ভোজ সুধাম্বুরাশিঃ ॥

শুন ভব বাসী যতই কেন হে সাধন ভজন বলে।
বাসনা পুরিয়া কর সবে লাভ অক্ষয় পুণ্যের ফলে ॥

যেই প্রেম সুধা জলধি অপরি রাধা পদাম্বুজে রহে।
তাহার কণিকা তোমাদের ভাগ্যে কিছুতে পাবার নহে ॥
তবে যদি আশ করহ সকলে পাইতে সে সুধা রস।
ছাড়ি খুঁটি নাটি হও এক মনে গৌরাঙ্গে চরণে বশ ॥
যেই পরিমাণে গোরার চরণে একান্ত শরণ লবে।
রাধা পাদপদ্ম মধুর আস্বাদ সেই পরিমাণে হবে ॥

৮৯

অপারস্য প্রেমোজ্জ্বলরস রহস্যামৃত নিধে
র্নিধানং ব্রহ্মেশার্চিত ইহ হি চৈতন্য চরণঃ।
অতস্তং ধ্যায়ন্ প্রণয় ভরতো যান্তু শরণং
তমেব প্রেমোন্মত্তাস্তমিহকিল গায়ন্তু কৃতিনঃ ॥

অপার উজ্জ্বল প্রেম রস সুধা সিন্ধু রে তাহার আধার গোরা রায়।
মহেশ বিরিঞ্চি আদি যত যোগধন রে মত্ত হয়ে গোরা গুণ গায় ॥
সর্ব্ব রস ধাম গোরা এই কলি যুগে রে নিজ পরিবার সহ মেলি।
আনন্দ সলিলে ভাসি করে ব্রজ খেলা রে প্রেমানন্দ রস রাস কেলি।
শুনহে সুকৃতি ধর আমার বচন রে আন পথ চিন্তা পরিহরি ॥
গোরার চরণ চিন্ত গাও তাঁর গুণ রে একমাত্র গোরা সার করি।

৯০

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশত মেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরদেগৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানু রাগং ॥

ওরে জনগণ তোদের চরণে নতি মোর অগণন।
দন্তে তৃণ ধরি গলে দিয়া বাস করি এই নিবেদন ॥
সকল ধরম পরিহরি দূরে করি সবে একমন।
গৌরাঙ্গ চরণে এ জনম মত কর আত্ম সমর্পণ ॥

৯১

অহো ন দুর্লভা মুক্তি নচভক্তিঃ সুদুর্লভ।
গৌরচন্দ্র প্রসাদস্তু বৈকুণ্ঠেপি সুদুর্লভঃ ॥

হে সংসারী জন করহে শ্রবণ কর পুটে কহি মুই।
এ জীবন পথে নহে সুদুর্লভ মুকতি ভকতি দুই।
কেন না যেজন কর বিচরণ জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি পথে।
সে জন মুকতি লভি করতলে পূরে নিজ মনোরথে।
কিন্তু হে জানিবে গোরা কৃপা বিনা নাহি মিলে প্রেম ধন॥
যে ধনের লালি বৈকুণ্ঠ নিবাসী করে গোরা আরাধনা।
অথচ তাঁহারা না করে সেবন গৌরাঙ্গ ভকত জনা॥
তাই তাহাদের ভাগ্যে নাহি মিলে গোরার করুণা কণা।

৯২

ভজন্তু চৈতন্য পদারবিন্দং, ভবন্তু সদ্ভক্তি রসেন পূর্ণা।
আনন্দয়ন্তু ত্রিজগদ্বিচিত্রং, মাধুর্য্য সৌভাগ্য দয়াক্ষমাদ্যৈ॥

হে সংসার বাসী অনন্য অন্তরে কর সবে অবধান।
গৌরাঙ্গ চরণ পঙ্কজে কর হে জীবন যৌবন দান॥
তা হলে সবার মানস ভাণ্ডার পূরিবে ভকতি রসে।
স্বভাব অপূর্ব্ব হইবে সবার ধরণী আনিবে বশে॥
মাধুর্য্য সৌভাগ্য দয়া ক্ষমা আদি মিলিবে সবার করে।
তোমাসবে হেরি অবনী সুন্দরী মাতিবে আনন্দ ভরে॥

৯৩

সংসার সিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদিস্যাং, সংকীর্ত্তনামৃতরসেমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌবিহরণে যদি চিত্ত বিত্তি শ্চৈতন্য চন্দ্রচরণে শরণং প্রয়াতু॥

রে সংসার যাত্রী যদি হতে চাও সংসার সাগর পার।
কীর্ত্তন অমৃত রস পান ইচ্ছা হয়ে থাকে সাবাকার॥
প্রেম সুধা সিন্ধু মাঝে বিহারিতে যদিরে করহ আশ।
সকল ধরম ডারিয়া হও রে গোরার চরণে দাস॥

৯৪

জ্ঞানবৈরাগ্যভক্ত্যাদিসাধয়ন্তু যথা তথা।
চৈতন্য চরণাম্ভোজ ভক্তি লভ্য সমংকুতঃ॥

ওহে লোক সব কর অবধান পরম নিগূঢ় কথা।
বৈরাগ্য ভকতি জ্ঞান ধন যদি পেয়ে থাক যথা তথা॥
কিন্তু রে গৌরাঙ্গ চরণ ভজনে মিলে যে জ্ঞানাদি ধন।
আন পথ মাঝে নামিলে কদাচ তাহার কণের কণ।

৯৫

অচৈতন্য মিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরং।
নভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যু রূপাস্য মমরোত্তমৈঃ॥

রে সংসার বাসী মায়ার সেবক কর সবে অবধান।
যে গৌরাঙ্গ মোর এ কলি উপাস্য পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান॥
বিধি ভব আদি কৃপাকণা আশে যাঁহার ভজনে রত।
বিধান যাঁহার শিরে ধরি মানি চলিছে ব্রহ্মাণ্ড যত॥
এহেন গুণের ঠাকুর চরণে রতি না যাহার ভেল।
সেই অভাগিয়া আপন খাইয়া ভবে এল আর গেল॥

৯৬

আশাযস্য পদদ্বন্দে চৈতন্যস্য মহাপ্রভো।
তস্যেন্দ্রোদাস বল্লাতি কাকথানৃপকীটকে॥

ওহে ভববাসী করি নিবেদন শুনহ একান্ত মনে।
চৈতন্য চরণে জীবন যৌবন সমর্পিল যেই জনে॥
অমর ঈশ্বর আপনি বাসব হয় সে জনার দাস।
তবে দেখ ভাবি নরেশ যতেক কীট সম তাঁর পাশ॥

৯৭

যস্যাশাকৃষ্ণচৈতন্যে নৃপদ্বারিকিমর্থিনঃ।
চিন্তামণিময়ংপ্রাপ্য কোমূঢ়োরজতং ব্রজেৎ॥

হে বিষয়ী জন করহ শ্রবণ সকল কথার সার।
গৌরাঙ্গ ভজন স্বরূপ রতন করতল গত যার॥
সে কিয়ে কখন নৃপতি ভবনে অনিত্য ধনের তরে।
আশার ছলনে করে রে গমন পরম উল্লাস ভরে?

দেখহ বিচারি যদি কোন জন পরশ রতন পায়।
সে কিরে কখন রজত উদ্দেশে কোন দেশে আর যায়?
তবে যে কখন গৌরাঙ্গ ভকতে দেখহ নরেন্দ্র পাশে।
সে কেবল জান গোরা প্রেম সুধা নরেশে দিবার আশে।

৯৮

ধ্যায়ন্তোগিরিকন্দরেষু বহবোব্রহ্মানুভূয়াসতে।
যোগাভ্যাস পরাশ্চসন্তি বহবং সিদ্ধামহীমণ্ডলে॥
বিদ্যাশৌর্য্যধনাদিভিশ্চ বহবো জল্পন্তিমিথ্যোদ্ধতা-
কোবা গৌরকৃপাংবিনাদ্যজগতি প্রেমোন্মাদোনৃত্যতি॥

অবনী ভিতরে ভূধর কন্দরে কত কত মহাজন।
একান্ত অন্তরে ব্রহ্ম চিন্তারসে নিগমন অনুক্ষণ॥
কেহ যোগপথে করে বিচরণ কত সাধ করি মনে।
কেহ কেহ সিদ্ধ হয়ে কুতূহলে রত তীর্থ পর্য্যটনে॥
শূরত্ব বীরত্ব বিদ্যাধন মত্ত হয়ে শত শত জন।
মদ মন্ত্রণায় নিজ গুণ গাই করিতেছে আস্ফালন॥
কিন্তু এ সবার মাঝে কোন জন গোরার করুণা বই।
প্রেমানন্দ নিধি না পাবে কখন না হবে মায়ারে জয়ী॥

৯৯

কাশীবাসীনপিনগণয়ে কিং গয়াংমার্গযামোমুক্তিং
শুক্তীভবতি যদিমেকঃ পরার্থপ্রসঙ্গঃ।
ত্রাসাভাসঃ স্ফুরতিন মহারৌরবেপিক্কভীতিঃ
স্ত্রীপুত্রাদৌ যদি কৃপয়তে দেব দেবঃ সগৌরঃ॥

মায়া দাসগণ করে শ্রবণ করি মুই নিবেদন।
যদি ভাগ্যবশে হয় করগত গৌরাঙ্গ চরণ ধন॥
তবে মু নিশ্চয় না করি গণন বারাণসী বাসী জনে।
পরলোক তরে গয়া প্রয়োজন না ভাবি তিলেক মনে॥

অবনী সেবিত মুকতি রতনে করিরে শুকতি জ্ঞান।
ভূধর সমান পরধনে করি তৃণ সম অনুমান॥
পুন্নাম নরক ভয় যদি মোর নাহি রহে একরতি।
অপুত্রক বলি কিসের ভাবনা কেন বা টালিবে মতি?
তাই বলি ভাই ছাড়িয়ে সকল গোরার শরণ লও।
ভজরে গৌরাঙ্গ ভাবরে গৌরাঙ্গ গোরাগুণ লীলা কও॥
তা হলে নিশ্চয় যুড়াবে সকলে তিলেক সংশয় নাই।
আনন্দ সলিলে ভাসিবে সদাই প্রেম চিন্তামণি পাই।

১০০

মত্তকেশরিকিশোরবিক্রমঃ প্রেম সিন্ধু জগদাপ্লবোদ্যমঃ।
কোপিদিব্য নব হেম কন্দলী কোমলো জয়তি গৌরচন্দ্রমাঃ॥

রাধা ভাবে গর গর গৌরাঙ্গ আমার রে প্রমত্ত কেশরী সম ধায়।
কষিত কাঞ্চন নব অঙ্কুরের প্রায় রে গোরা তনু কিবা শোভা পায়॥
প্রেম রস সিন্ধু নীরে ভুবন প্লাবন রে করি শ্রীগৌরাঙ্গ গুণমণি।
সর্ব্ব অবতার সার শিরোরত্ন হয়ে রে বিরাজেন কলি করি ধনী!

১০১

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজন সমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি
বাৎসল্যে মাতৃকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্য সারে।
গাম্ভীর্য্যেহম্ভোধি কোটির্মধুরিমনি সুধাক্ষীরমাধ্বীক
কোটি র্গৌরোদেবঃ সজীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ॥

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ ভুবন মঙ্গল হে তুমি নাথ! সর্ব্ব অবতরী।
শত শত ফুলে ধনু ঝুরে দিবা নিশি হে তুয়া রূপ দরশন করি॥
নিখিল ভুবনে বঁধু যে আনন্দ দেও হে হেরি তাহা চন্দ্র পূর্ণ তনু।
অশ্রু করে বরিষণ নভোতলে বসি হে কলঙ্কিত তাহে মুখ যনু॥
এবিশ্ব সংসার প্রতি যে স্নেহ তোমার হে কোন অবতারে হেন নাই।
কোটী কোটী জননীর আনত বদন হে হেরি তুয়া স্নেহ লাজ পাই॥

নিরখি তুঁহার দান কোটি কল্প তরু হে লাজ ভয়ে না তুলে বদন।
তুঁহার গাম্ভীর্য্য হেরি কোটী রত্নাকর হে ইতি উতি ধায় অনুক্ষণ ॥
তুহঁার বচনে সুধা মানি পরাজয় হে লুকায়ে আছিল সিন্ধু জলে।
প্রেমের বিচিত্র ভাব কতই দেখা'লে হে ব্রজ হতে আনি ধরাতলে ॥
এহেন অনন্ত লীলা করিলে প্রকাশ হে ক্ষুদ্র মুই কি বলিতে জানি।
ধন্য এই অবতার মাধব তোমার হে ধন্য বলি কলিযুগে মানি ॥

১০২

স্বপাদাম্ভোজৈক প্রণয়লহরী সাধনভৃতাং
শিব ব্রহ্মাদী নামপি চ সমূহা বিস্ময়ভৃতাম্।
মহাপ্রেমাবেশাৎ কিমপি নটতা মুন্মদ ইব
প্রভুর্গৌরোজীয়াৎ প্রকট পরমাশ্চর্য্য মহিমা ॥

হে গৌর সুন্দর লীলা রস ময় নিখিল ভুবন প্রাণ।
কৃপা ডোরে বঁধ বাঁধি যেই জনে দিয়াছ চরণে স্থান ॥
সেজন কখন প্রণয় তরঙ্গে ভাসে হে আনন্দ ভরে।
কভু প্রেমাবেশে পাগল সমান রঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য করে ॥
তার সে অপূর্ব্ব ভাব রস ময় নিরখি বিরিঞ্চি হর।
নীরবে বিস্ময় সাগর মাঝারে নিগমন নিরন্তর ॥
এই অবতারে অনন্ত বিচিত্র লীলারস বিথারিলে।
জয় জয় প্রভু ব্রজ প্রেম সুধা যাচিয়া জীবেরে দিলে ॥

১০৩

মাদ্যৎ কোটি মৃগেন্দ্র হুংকৃতিরব স্নিগ্ধাংশুকোটিচ্ছবিঃ।
কোটিন্দুস্তটশীতলো গতিজিত প্রোন্মত্ত কোটিদ্বিপঃ ॥
নাম্নাকোটিসুদুর্গ নিষ্কৃতিকরো ব্রহ্মাদিকোটিটীশ্বরঃ।
কোট্যদ্বৈত শিরোমণির্বিজয়তে শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ ॥

জয় জয় জয় হে শচী দুলাল তুমি প্রেম নিকেতন।
রসাবেশে কোটী মত্ত সিংহ সম কর কিবা গরজন ॥

তাঁহার প্রভাবে শত শত ভানু ক্ষণ তরে নহে স্থির।
নম্রতা তোমার নিরখি শশাঙ্ক ক্ষীণ তনু নত শির॥
হেরি তব গতি প্রমত্ত মাতঙ্গ কাননে করে হে বাস।
নিজ নাম দিয়া করিছ পাপীর অশেষ কলুষ নাশ॥
বিরিঞ্চি ভবাদি সবার ঈশ্বর তুমি ওহে গুণমণি।
নরাকারে প্রভু পরং ব্রহ্ম তুমি অবতার শিরোমণি॥
তোমার মহিমা কি দিব হে সীমা লোক বেদ অগোচর।
জয় তব নাম জীব শিব ধাম প্রেম ভক্তি রসাকর।

১০৪

যোমার্গেদূরশূন্যোবত ইহ বলবৎকন্টকো যোতিদুর্গো-
মিথ্যার্থভ্রামকোষঃ সপদিরসময়ানন্দ নিঃস্যন্দকোয়ঃ।
সদ্যঃ প্রদ্যোতয়ং স্তং প্রকটিতমহিমা স্নেহবান্ হৃদগুহায়াঃ
কোপ্যন্তর্ধ্বান্তহন্তাঃ স জয়তি নবদ্বীপ দীপ্যৎপ্রদীপঃ॥

তোমার অচিন্ত্য লীলা শ্রীশচী নন্দন হে সদা মুঁহি যাই বলিহারি।
স্নেহ পূর্ণ প্রেমোজ্জ্বল নদীয়া প্রদীপ হে তুমি সর্ব্ব বিঘ্ন নাশকারী॥
যোগাদি কন্টক পূর্ণ ভ্রান্তি ময় পথে হে যে করে সতত বিচরণ।
হৃদয় কন্দরে তার যে ঘোর তিমির হে নিজ কে কর তা নাশন॥
বিমল আনন্দ ময় ব্রজ রসনীরে হে প্রক্ষালন করি তার হিয়া।
নিজ অভিলাষ মত সাজাও কেমন হে প্রেম ভক্তি রত্ন ভূষা দিয়া॥
শুন হে পরাণ সখা তুঁহার প্রভাব হে কণিকা ধরিতে মুই নারি।
জয় জয় তুয়া হেন মহা অবতার হে জীব ভব গতি নাশকারী॥

১০৫

দুরাদেবদহন্ কুতর্কশলভান্ কোটিন্দু সংশীতলো-
জ্যোতিঃ কন্দল সদ্মসম্মুধুরিয়া বাহ্যান্তরধ্বান্তহৃৎ।
সস্নেহাশয়বর্ত্তি দিব্যবিসরত্তেজাঃ সুবর্ণদ্যুতি
কারুণ্যাদিহজাজ্জ্বলীতি স নবদ্বীপ প্রদীপোঽদ্ভুতঃ॥

হে গৌরাঙ্গ নিধি কত রূপ ধরি অবনী অশিব হর।
নদীয়া ভবনে দীপ্ত দীপ সম তুমি হে বিরাজ কর ॥
সস্নেহ আশয় স্বরূপ বর্ত্তিকা ভুবন উজলি জ্বলে।
কুতর্ক শলভ হারায় জীবন পড়ি তাহে দলে দলে ॥
প্রদীপ আলোকে না ধাঁধে নয়ন রুক্ষ ভাব নাহি ধরে।
কোটি সুধাকর মানে পরাজয় ইহার শীতল করে ॥
এই মহাজ্যোতি বড়ই মধুর নিখিল জ্যোতির ধাম।
জীবের অন্তর বাহির আঁধার নাশে তাহা অবিরাম ॥
জাম্বুনদ জিনি বরণ ইহার মানস বিভোর কারী।
জয় নবদ্বীপ জয় হেন গোরা প্রদীপ আকার ধারী ॥

১০৬

চিৎকারৈর্দশদিঙ্মুখং মুখরয়ন্নট্টহাসচ্ছটাবীচীভিঃ
স্ফুটকুন্দকৈরবগণ প্রোদ্ভাসিকুর্ব্বন্নভঃ।
সর্ব্বাঙ্গং পবনোচ্চল চ্চলদল প্রায় প্রকম্পং দধন্মত্তঃ,
প্রেমরসোন্মদাপ্লুতগতি র্গৌরোহরিঃ শোভতে ॥

হে গৌর তোমার প্রেমের বৈচিত্র্য ক্ষণে ধরে রূপ যত।
না জানি কহিতে না পারি বুঝিতে ভাবি হই জ্ঞান হত ॥
কভু দিক দশ কর মুখরিত প্রেমের হুঙ্কার স্বরে।
পবন কম্পিত পল্লব সমান বিহর শরীর ধরে ॥
কুন্দ বিনিন্দিত দশন বিকাশি অট্ট অট্ট কভু হাসি।
গগন মণ্ডল করে হে উজ্জ্বল নিবিড় তিমির নাশি ॥
কভু প্রেম সুধা রসের তরঙ্গে আনন্দে ভাসি হে যাও।
অঙ্গ ভঙ্গে করি রসের বিলাস সুখের অবধি পাও ॥
হেম গোরা তনু করি হে ধারণ খেলিছ রসের খেলা।
জয় জয় তুয়া হেন অবতার পেতেছ প্রেমের মেলা ॥

১০৭

নির্দ্দোষশ্চ রুনৃত্যো বিধুত মলিনতাবক্রভাবঃ কদাচিন্নিঃ
শেষপ্রাণিতাপত্রয় হরণ মাহপ্রেমপীযূষবর্ষী।
উদ্ভুতঃ কোপি ভাগ্যোদয় রুচির শচীগর্ভদুগ্ধাম্বুরাশৌ
ভক্তানাং হৃচ্চকোরস্বদিত পদরুচির্ভাতি গৌরাঙ্গ চন্দ্রঃ॥

শচী গর্ভ সুধা সিন্ধু হতে উঠি অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ চাঁদ।
অজ্ঞান তিমির নাশি মায়া রাজ্যে ঘটাইলা পরমাদ॥
গৌর সুধাকরে নাহিরে কলঙ্ক বিমল কিরণ ময়।
হৃদয় মালিন্য কুটিলতা আদি হেরি তাহা দূরে রয়॥
জীব তাপত্রয় কৃপাবশে হরি সুচারু নর্ত্তন রত।
প্রেম সুধারস করেন বর্ষণ গোরাবিধু অবিরত॥
গৌরাঙ্গ চন্দ্রমা চরণ পঙ্কজে নিঃসরে অমৃত রস।
ভকত চকোর পিয়ে প্রাণ ভরি গায় তাঁর গুণ যশ॥
জয় জয় দেব গৌরাঙ্গ সুন্দর অবতার শিরোমণি।
এ অধম জনে দেহ প্রাণ বঁধু তুয়া প্রেম চিন্তামণি॥

১০৮

সিঞ্চন্ সিঞ্চন্নয়ন পয়সা পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তং।
মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ প্রতি মুহুরহো দীর্ঘনিঃশ্বাসজাতং।
উচ্চৈঃ ক্রন্দন্ করুণ করুণোদ্গীর্ণ হাহেতিরাবো।
গৌরঃ কোপিব্রজ বিরহিণী ভাব মগ্নশ্চকাস্তি॥

হে গৌরাঙ্গ রসময় রাধিকা নাগর হে কত রূপে করিছ বিহার।
শ্রীরাধা বিরহ ভাব সিন্ধু মাঝে ডুবিহে ফেলিতেছ নয়ন আসার॥
অশ্রু অভিষিক্ত তব দিব্য গণ্ডস্থল হে ঝল মল করে অনুক্ষণ।
শ্রীমতী বিচ্ছেদে পড়ি সুদীর্ঘ নিশ্বাস হে ছাড়িতেছ কভু ঘনে ঘন॥
বিরহ ব্যথায় কভু করি হায় হায় হে যে ক্রন্দন করিছ ফুকারি।
শুনি তা পাষাণ হিয়া অন্য পরে কিবা হে অজস্র বরষে আঁখিবারি॥
এরূপ যখন যাহা কর ইচ্ছা বশে হে সকলি অপূর্ব্ব কৃপাময়।

ধন্য ধন্য কলিযুগে বিলাস তোমার হে তুমি নাথ ! নিত্য লীলাময় ॥

১০৯

বিভ্রদ্বর্ণং কিমপিদহনোত্তীর্ণ সৌবর্ন সারং ।
দিব্যাকারং কিমপি কলয়ন্ দৃপ্তগোপাল বালঃ ॥
আবিস্কুর্ব্বন ক্বচিদবসরে তত্তদাশ্চর্য্য লীলাং ।
সাক্ষাদ্রাধামধুরিপুবপুর্ভাতি গৌরাঙ্গ বক্সঃ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র গোপিনী সর্বস্ব হে অপূর্ব মধুর রসময় ।
তোমার মাধুরি হেরি অ ঙ্গ মোহন হে লাজে হেম ধরা মাঝে রয় ॥
পূরবে নাগর বর ছিল এক আত্মা হে দুই তনু ধর বৃন্দাবনে ।
সে দুই এখন পুনঃ একাধারে ধরি হে রত নাথ ! রস আস্বাদনে ॥
তোমার এ গোরা তনু বড়ই মধুর হে কামিনী মানস-মোহনিয়া ।
হেন বপু ধরি কভু ব্রজ শিশু ভাবে হে বিহরি জীবের হয় হিয়া ॥
ধন্য ত লীলাময় এই অবতার হে তুমি ব্রজ রস মূর্ত্তিমান ।
মায়াবাদী ন্যাসী মুই তোমার নিন্দুক হে মুই কি ও পদে পাব স্থান ॥

১১০

অকস্মাদ্দেবাবির্ভবতি ভগবান্নামলহরী ।
পরীতানাং পাপৈরপিপুরুভি রেষাং তনুভৃতাং ।
অহো বজ্র প্রায়ং হৃদপি নবনী তায়ি তমভূন্নৃণাং ।
লোকেযস্মিন্নব তরতিসগৌরো মমগতিঃ ॥

অদ্বৈত হুঙ্কারে রহিতে না পারি রাধিকা বিনোদ রায় ।
যবে মর লোকে হলেন প্রকাশ ধরিয়ে কনক কায় ॥
কিবা অপরূপ তখন হইল পরম পামর জনে ।
কৃষ্ণ নাম রসে হইল বিভোর সহসা ভকতি মনে ॥
কুলিশ সমান পূরবে কঠিন আছিল সবার হিয়া ।
সে মন এখন নবনী হইল নাম রস পরশিয়া ॥

হেন গোরা মোর এক মাত্র গতি এভব সাগর তরী।
হেন মহিমার হেন করুণার বালাই লয়ে রে মরি ॥

১১১

নযোগো ন ধ্যানং নচ জপ তপস্ত্যাগ নিয়মা।
নবেদানাচারঃ স্বণ্‌ব্রত নিষিদ্ধাত্যুপরতিঃ ॥
অকস্মাচ্চৈতন্যেঽবতরতি দয়াসার হৃদয়ে।
পুমর্থ্যানাং মৌলিং পরমিহমুদা লুণ্ঠতি জনঃ ॥

রাধিকা রমণ করুণা নিধাম গোলোক পঙ্কজ রবি।
নদীয়া অচলে করিল প্রকাশ আপন কনক ছবি ॥
তপ জপ ধ্যান ব্রতযোগ দান বেদ পাঠ সদাচার।
মায়ার কুহকে না ছিল এসব কণিকা প্রমাণ যার ॥
ফিরিত কেবল সংসারে সেজন অনিত্য সুখের লাগি।
স্বার্থ উপদেশে না হত বিমুখ হইতে কলুষ ভাগী ॥
এ হেন পামর পরম দুর্ম্মতি গোরাচাঁদ পরকাশে।
পুরুষার্থ সার প্রেম মহানিধি পাইল রে অনায়াসে ॥
কোন অবতারে না হয় লক্ষিত হেন প্রেম বিতরণ।
তাই শ্রীগৌরাঙ্গ তুয়া পাদপদ্মে একান্ত মজানু মন ॥
অধম সন্ন্যাসী জানি মোরে নাথ না করিবে প্রত্যাখ্যান।
রাখ আর মার যা ইচ্ছা তোমার সমাপিনু মন প্রাণ ॥

১১২

মহাকর্ম্ম স্রোতোনিপতিত মপি স্থৈর্য্য ময়তে।
পাষাণেভ্যো প্যতি কঠিন মেতি দ্রবদশাং।
নটতর্দ্ধং নিঃ সাধন মপি মহাযোগিমনসাং।
ভুবি শ্রীচৈতন্যেঽবতরতি মনশ্চিত্র বিভবে ॥

কলি ধন্য করি জীবের সৌভাগ্যে যখন গৌরাঙ্গ হরি।
প্রেমের বিপনি করিল পত্তন এভবে প্রবেশ করি ॥
প্রেমের বানিজ্যে যতেক বণিক লাভ হেরি রাশি রাশি।

পূরব ব্যবসা ছাড়ি বেচে কিনে গৌরাঙ্গ বাজারে আসি ॥
করম-বণিক ত্যজিল করম জ্ঞান-ব্যবসায়ী জ্ঞান।
যোগের ব্যাপারী যোগ কারখানা ভাঙ্গি করে খান খান ॥
যোগাদি ব্যবসা করি রে সবার পাষাণ হইল হিয়া।
সে কঠিন মন হল সুকোমল প্রেমের বাজারে গিয়া ॥
গৌরাঙ্গ কৃপায় প্রেমের বাজারে বিকি কিনি করি সবে।
বাসনা অতীত লাভ হল যবে না ধরে আনন্দ তবে ॥
আদার ব্যাপারী আছিল যেজন সে হল বণিক রাজ।
তাহা হেরি লোক ছুটিছে বাজারে ফেলি সব গৃহ কাজ ॥
অমর দুর্লভ প্রেমানন্দ রস বিকায় গৌরাঙ্গ হাটে।
ছুটে লোক স্রোত মহা কোলাহলে ঠেলাঠেলি করি বাটে ॥
যে জন পশিল সেজন কিনিল গোরা প্রেমরস সুধা।
জনে জনে দিল আপনি খাইল ছুটিল সংসার ক্ষুধা ॥
এ হেন সুন্দর প্রেমের বাজার কভুনা সংসারে ছিল।
কলি কবলিত জীব দশা হেরি গৌরাঙ্গ পাতিতা দিল ॥
ধন্য ধন্য তাই গোরা অবতার কভু না এমন হবে।
ভজরে গৌরাঙ্গ ভাবরে গৌরাঙ্গ বলরে গৌরাঙ্গ সবে ॥

১১৩

স্ত্রীপুত্রাদি কথাং জহু বিষয়িণঃ শাস্ত্র প্রবাদং।
বুধা যোগীন্দ্রাবিজ হুর্মরুন্নিয়ম জক্লেশং তপস্তাপসাঃ ॥
জ্ঞানাভ্যাস বিধিং জহুশ্চয়ত্তয় শ্চৈতন্যচন্দ্রে।
পরামাবিস্কুর্ব্বতি ভক্তি যোগ পদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥

একি রে একি রে সংসারে দেখি রে একি ভাব অপরূপ।
ইন্দ্রজাল ময় হেরি চারি দিক উথলে বিস্ময় কুপ ॥
কি কুহক বলে বিষয়ী সকলে কাটিল বিষয় পাশ।
ভুলিল সংসারী দারা সুত স্নেহ ইহ সুখ অভিলাষ ॥

কেন বুধগণ শাস্ত্র আলাপন নাহি করে পূর্ব্ব মত।
যোগী তপোধন কেন বা ত্যজিল তপ জপ যোগ ব্রত॥
কেন যতিগণ না করে এখন জ্ঞান আলাপন আর।
যে যার ধরম পাসরে এরূপ বলনা কুহকে কার?
ওরে অনভিজ্ঞ কহ মোরে ভাই কোথা ছিলে এতদিন।
এ দেখি এখনো সুতিকা ভবনে হয়ে আছ জ্ঞান হীন॥
তুমি কি শুননি দেখা দূরে রহু ব্রজেন্দ্র নন্দন হরি।
জীব শিব তত্ত্বে প্রকট ধরায় কনক বরণ ধরি॥
বড়ই মধুর গোরা অবতার ভক্তি রস সুধাসিন্ধু।
আন রস সব করিলা শোষণ না রাখিল এক বিন্দু॥
তাই জ্ঞান যোগ আদি ভুলি লোক মগণ ভকতি রসে।
প্রেমানন্দ লভি নিয়োজিল মন সবে গোরা গুণ যশে।

১১৪

অভূদ্‌গেহে গেহে তুমুল হরি সংকীর্ত্তন রবো।
বভৌ দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্রু ব্যতিকরঃ॥
অপি স্নেহে স্নেহে পরম মধুরোৎকর্ষ পদবী।
দবীয়স্যাম্নায়া দপি জগতি গৌরেহ বতরতি॥

সর্ব্ব পরিকর সঙ্গে করি যবে ব্রজের জীবন ধন।
হেমবর্ণ ধরি নদীয়া নগরে করিলেন আগমন॥
হরিনাম সুধা রস সংকীর্ত্তন বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন।
গৌরাঙ্গ কৃপায় আসিয়া পূরণা কৈল প্রতি নিকেতন॥
প্রেম সুধারস পানে লোক সব হইল বাউরী প্রায়
অশ্রু স্বেদ কম্প পুলক আবলী বিরাজে সবার কায়॥
মধুর মধুর রম্য প্রেম-পথ প্রকাশ হল রে ভরে।
ধরি সেই পথ চলে বৃন্দাবনে মহানন্দে জীব সবে॥
এহেন অপূর্ব্ব লীলা শত শত করেরে গৌরাঙ্গ রায়।
সে লীলা কণিকা আন অবতারে কভু নাহি দেখা যায়॥

ধন্য ধন্য গোরা অবতারে সার লোক বেদ অগোচর।
অয় ভাই আয় পড়ি রই মোরা গোরাপদে নিরন্তর ॥

১১৫

অকস্মাদে বৈতদ্ভুবনমভিতঃ প্লাবিত মভুৎ।
মহা প্রেমাম্ভোধেঃ কিমপি রসবন্যাভিরখিলং ॥
অকস্মাচ্চাদৃষ্টাশ্রুতচর বিকারৈ রলমভুৎ।
চমৎ কারঃ কৃষ্ণে কনকরুচি গৌরাঙ্গেহ বতরতি ॥

কষিত কাঞ্চন জিনি গৌরাঙ্গ বরণ রে কাড়ি লয় সদা মন প্রাণ ॥
জগতের ভাগ্যে যবে নদীয়া নগরে রে অবতীর্ণ গোরা রূপে কান ॥
যে রস লুকান ছিল গোলোক নিবাসে রে কত যুগ যুগান্তর ধরি।
সে রস উচ্ছ্বাসে ধরা করিল প্লাবন রে ব্রজ হতে আনি গৌর হরি ॥
পরম হরিষে লোক সে রস আস্বাদি রে আপনারে পাসরিল সবে।
যে প্রেম বিকার দেখা দিল সর্ব্বদেহে রে অদৃষ্ট অশ্রুত তাহা ভাবে ॥
প্রেম রস পায়ী দশা নিরখি ভুবন রে বিস্ময় সাগরে নিমগন।
পরম গম্ভীর ধীর আছিল যে জন রে বড়ই বাচাল সে এখন ॥
প্রবীণ যুবক শিশু সব একাকার রে গৃহী যতী আদি সম রূপ।
ধন্য গোরা অবতার যাহে হেন মত রে প্রেম রস খেলা অপরূপ ॥

১১৬

উদগৃহ্নন্তিসমস্ত শাস্ত্রমভিতোতুর্ব্বারগর্ব্বান্বিতা
ধন্যংমন্যধিয়শ্চ কর্ম্মতপসাত্যুচ্চাবচেযুস্থিতা।
দ্বিত্র্যাণ্যেব জপন্তি কেচন হরেণ মানিবামাশয়াপূর্ব্বং
সংপ্রতিগৌরচন্দ্রউদিতে প্রেমাপিসাধারণঃ ॥

না ছিল যখন গোরা অবতার এ সংসার বাসে ভাই।
লোকের ধরম করম প্রণালী এরূপ দেখিতে পাই ॥
ব্রাহ্মণ যেজন করি বেদ পাঠ আপনারে ব্রহ্ম মানি।
দুর্ব্বার গরবে গিয়া ধনী ঘরে বেচিত শাস্ত্রের বানী ॥

অন্য লোক সবে নিত্য নৈমিত্তিক করম আসক্ত মন।
কহি ধন দন ধন্য আপনারে মানিত রে অনুক্ষণ॥
এ সবার মাঝে দৈবে কোন জন হরে কৃষ্ণ মহা নাম।
জপিবার তুই ভাবিত সগর্ব্বে হনু এবে পূর্ণ কাম॥
সর্ব্ব জন প্রায় বিষয় কুরস তুকরে ভক্ষণ করি।
শুনিত মঙ্গল চণ্ডীর সঙ্গীত পূজিত বা বিষ হরি॥
এ হেন ধরম আচরি তাদের না হত সরল মন।
হিংসা দ্বেষ নলে পূড়ি হত সবে ভাজা ভাজা অনুক্ষণ॥
কিন্তু রে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর সংসারে পশিল যবে।
পূরব কুটিল স্বভাব পাসরি সরল হইল সবে॥
সজ্জন দুর্জ্জন শ্বপচ অধম আপামর জন গণে।
হরে কৃষ্ণ নাম সুধারসে ভোর হইল একান্ত মনে॥
নামের তরঙ্গে ভাসে নিশি দিশি ভুলি এ সংসার জ্বালা।
গৌরাঙ্গ কৃপায় পরিল হরিষে প্রেম চিন্তামণি মালা॥
এরূপ অসাধ্য সাধেন কত রে সানন্দে গৌরাঙ্গ রায়।
হেন অবতার কোন যুগ মাঝে কভু নাহি দেখা যায়॥
হেন প্রেমময় গোরা অবতার যদি না হত রে ভবে।
সাধন ভজন বিহীন জনের কি হত কি হত তবে॥
জয় জয় গোরা রসমণি তোর বালাই লইয়ে মরি।
এনীচ সন্ন্যাসী জনে দেহ নাথ ও রাঙ্গা চরণ তরী।

১১৭

দেবেচৈতন্যনামন্যবতরতি সুরপ্রার্থ্যপাদাব্জসেবে
বিশ্বদ্রীচীঃ প্রবিস্তারয়তি সুমধুরপ্রেমপীযূষবীচীঃ।
কোবালঃ কশ্চবৃদ্ধঃ কইহজড়মতিঃ কাবধূঃ কোবরাকঃ
সর্ব্বেষামৈকরস্তং কিমপি হরিপদেভক্তিভাজাংবভূব॥

সুরবৃন্দ যাঁর শ্রীপদ কমল পাইতে বাসনা করে।
সে নন্দ নন্দন এলেন যখন গোরা কলেবর ধরে॥

প্রেম সিন্ধু মাঝে উঠিয়ে তরঙ্গ পূরিল ধরণী তল।
হইল শীতল পরম হরিষে তাপ দগ্ধ জীব দল॥
শিশু বৃদ্ধ যুবা পুরুষ রমণী জড়মতি বা বর্ব্বর।
সে প্রেম সলিল পরশে মাতিল মহোল্লাসে করি ভর॥
উত্তমা ভকতি দেবীর প্রসাদ লভিল আনন্দে সবে।
প্রেম রস পানে রসিক বলিয়া বিখ্যাত হইল ভবে॥
হেন অপরূপ বিলাস মধুর করে রে গৌরাঙ্গ রায়।
পাপী তাপী ঘোর কভু নাহি আর ধরাধামে দেখা যায়॥
ধন্য ধন্য ওরে নদীয়া বিহারী অনন্ত বিলাস তোর।
তঁহার মরম না বুঝি হে নাথ আছিনু কুরসে ভোর॥
যাই বলিহারি তোমার কৃপার কোন যুগে নাহি হেন।
মো সম নীরস সন্ন্যাসী জনেরে ভাবিলে আপন যেন।

১১৮

সর্ব্বেশঙ্করনারদাদয় ইহায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি প্রাপ্তা
দেব হলায়ুধোপি মিলিতোজাতাশ্চতে বৃষ্ণয়ঃ।
ভূয়কিং ব্রজ বাসিনোপিপ্রকটা গোপালগোপ্য দয়ঃ
পূর্ণেপ্রেমরসেশ্বরে হ্যবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রেভুবি॥

পূর্ণ প্রেম রসেশ্বর যশোদা দুলাল রে অবতীর্ণ গোরা রূপে যবে।
সর্ব্বধাম অধিবাসী শুদ্ধ ভক্ত বৃন্দ রে প্রকটিত তাঁর সঙ্গে তবে॥
শঙ্করাদি সুরদল নারদাদি ভক্ত রে পবন নন্দন, হলধর।
কমলা যাদব গণ ব্রজ গোপ গোপী রে আসি অতি সরস অন্তর॥
এই রূপে সঙ্গে করি নিজ পরিকর রে যে লীলা বিথারে গৌরহরি।
তাহার কণিকা নাই অন্য যুগ মাঝে রে প্রেম দিল জীবে ধরি ধরি॥
ধন্য এই কলিযুগ ধন্য অবতার রে প্রেমের বাজার বসে যায়।
যে প্রেম প্রভাবে এত ব্রজের গৌরব রে আপামর এবে তাহা পায়॥

১১৯

ভৃত্যাঃ স্নিগ্ধা অতিসুমধুর প্রোজ্জ্বলোদারভাজস্তং
পাদাব্জ দ্বিতীয় সবিধে সর্ব্ব এবাবতীর্ণাঃ।
প্রাপুঃ পূর্ব্বাধিকতর মহাপ্রেমপীযূষলক্ষ্মীং স্ব
প্রমাণং বিতরতিজগত্যদ্ভুতং হেমগৌরে॥

সুবর্ণ বরণ জিনি গৌরাঙ্গ যখন রে অবতীর্ণ হন মহীতলে।
গুরু বর্গ দাস দাসী সখা সখী তাঁর রে উপনীত সবে কুতূহলে॥
পূর্ব্ব যুগে যুগে যত পূর্ব্ব অবতারে রে এ সংসারে হয়ে পরকাশ।
যে প্রেম আনন্দ রসে ভাসি দিবা নিশিরে রহে সদা হরিপদ পাশ॥
তাহার অশেষ গুণে গোরা অবতারে রে লভি প্রেমানন্দ সুধারস।
ঠমকে ঠমকে নাচে আপনা পাসরি রে গান করে গোরাগুণ যশ॥
তাই বলি গোরা সম কেহ নাহি আর রে কোন যুগে কোন অবতারে।
আন পথ পরিহারি গৌরাঙ্গ চরণ রে পূজ লোক নানা উপচারে।

১২০

হসন্ত্যুচ্চৈরুচ্চৈরহহকুলবধ্বোপিপরিতো দ্রবীভাবং
গচ্ছন্ত্যপি কুবিষয় গ্রাবঘটিতাঃ।
তিরস্কুর্ব্বন্ত্যজ্ঞা অপিসকল শাস্ত্রজ্ঞসমিতিংক্ষিতৌ
শ্রীচৈতন্যেহদ্ভুত মহিমস'রেহবতরতি॥

পরম আশ্চার্য্য মহিমা সাগর নদীয়া বিহারী হরি।
প্রকট ধরায় হলেন যখন নিজ গণ সঙ্গে করি॥
যেই কুলবধূ না যায় বাহির না হেরে তপন মুখ।
গোরা রূপ হেরি উচ্চ হাস্য করি না ধরে তাদের সুখ॥
কুবিষয় রসে অন্তর যাদের পাষাণ সমান ছিল,।
গৌর প্রেম রস সে কুলিশ হিয়া নবনী করিয়া দিল॥
যেজন কখন ভারতী চরণে না হয় শরণাগত।
শাস্ত্র জ্ঞান হীন ভ্রমে পশু সম এ সংসারে অবিরত॥
সেজন এখন গোরার কৃপায় লভি তত্ত্বজ্ঞান ধন।

এ সংসার পূজ্য মহা'ন পণ্ডিতে নিন্দা করে অনুক্ষণ ॥
এরূপ অনন্ত গৌরাঙ্গ বিলাস মহিমার নাহি ওর।
তা'ই বলি লোক আন পথ ছাড়ি গোরাপদে হও ভোর ॥

১২১

প্রায়শ্চৈতন্যমাসীদপি সকল বিদ্যাংনেহাপূর্ব্বং যদেষাং
খর্ব্বাসর্ব্বার্থসারেপ্যকৃত নহিপদং কুণ্ঠিতা বুদ্ধিবৃত্তিঃ।
গম্ভীরোদার ভাবোজ্জ্বলরস মধুর প্রেমভক্তি প্রবেশঃ
কেষাং নাসীদিদ'নীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেবতীর্ণে ॥

যখন না হয় এ ধরণী ধামে শ্রীগৌরাঙ্গ অ'গমন।
সর্ব্ব শাস্ত্র বেত্তা বুধ মণ্ডলীর নাছিল চৈতন্য ধন ॥
তাহারা সতত ধর্ম্ম আচরিত স্বর্গাদি কামনা করি।
কিন্তু ক্ষণতরে কেহ না চিন্তিত শ্রীকৃষ্ণ চরণ তরী ॥
এই সে কারণে ছিল সঙ্কুচিত বুদ্ধি বৃত্তি সবাকার।
ত্যজি খর্ব্ব ভাব সম্পূর্ণ বিকাশ না হত সে বুদ্ধি আর ॥
সম্প্রতি গৌরাঙ্গ জগতের প্রতি বিতরি করুণা রাশি।
মায়ার প্রভাব করিতে বিনাশ উদয় হলেন আসি ॥
তাঁহার উদয়ে প্রকট ধরায় প্রেম ভক্তি তরঙ্গিনী।
সে নদী প্রকৃতি বড়ই গভীর ভক্ত মন বিনোদিনী ॥
পরম উদার উজ্জ্বল মধুর সে নদী স্বভাব ধরে।
গৌরাঙ্গ আদেশে লহরী খেলিয়া বহে জীব ঘরে ঘরে ॥
মূর্খ কি পণ্ডিত সজ্জন দুর্জ্জন সাধু কি অধর্ম্মাচারী।
মনের আনন্দে সরস হইল পান করি নদীবারি ॥
এ হেন বিচিত্র লীলা অগণন করে রে গৌরাঙ্গ শশী।
ওরে লোক সব মজ গোরাপদে ভকতি সুরসে রসি ॥

১২২

শ্রীমদ্ভাগবতস্য পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়ারাস প্রসঙ্গেপিযৎ।

যদ্রাধা রতিকেলিন গররসাস্ব'দৈক তদ্ভাজনং
তদ্বস্তু প্রথনায় গৌরবপুষা লোকেহবতীর্ণোহহরি ॥

অনন্ত ব্রজের লীলা পরম নিগূঢ়রে শুক মুখচ্যুত কণাতার।
অধিকারী নাহি দেখি ইঙ্গিতে শ্রীশুক রে গূঢ়লীলা করেন প্রচার ॥
শৃঙ্গার মূরতি কৃষ্ণ রাধা সহ রতিরে করেন নিকুঞ্জে বনে বনে।
কভু প্রেমরসে মাতি করে রাস রঙ্গ রে যমুনা পুলিন নিরজনে ॥
এ সব নিগূঢ় রস রতি রস কেলিরে বিস্তার মানসে রাধানাথ।
গৌরাঙ্গ বিগ্রহ ধরি প্রকট ধরায় রে সেই রসময়ী গোপীসাথ ॥
অনন্ত গৌরাঙ্গ লীলা রসের পাথার রে সদা নিজ পরিকর সহ।
বিচিত্রা রাধিকা প্রেম রস আস্বাদন রে করেন গৌরাঙ্গ অহরহ ॥
তাই বলি ওরে লোক আর কত কাল রে বিষয় কুরসে ডুবি রবে।
আন পথ পরিহরি, গোরাপদে মজ রে প্রেম সুধা ফল লাভ হবে ॥

১২৩

কেচিদ্দাস্তমবাপুরুদ্ধবমুখাঃ শ্লাঘ্যং পরেলেভিরে
শ্রীদামাদিপদং ব্রজাম্বুজদৃশ্যাং ভাবঞ্চ ভেজুঃ পরে।
অনেধন্য তমায়ন্তি সুধিয়োরাধা পদাম্ভোরুহং
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্য কাঃ সম্পদ ॥

ব্রজপতি সুত যবে গোরা তনু ধরিবে প্রকট হলেন ধরা বাসে।
তাঁহার করুণা বলে সংসারের লোকরে পূর্ণ কাম হল মহোল্লাসে ॥
উদ্ধবের দাস্য কেহ লভিল সানন্দেরে ব্রজ শিশু সখ্য কোন জন।
কেহ বা গোপিনী ভাব সর্ব্বভাব সাররে পেয়ে অতি আনন্দিত মন ॥
এরূপ ব্রজের ভাব অধিকার মত রে দিলেন গৌরাঙ্গ জনে জনে।
কিন্তু শ্রেষ্ঠ রাধা ভাব পাইল যেজন রে ধন্য ধন্য সেই এ ভুবনে ॥
দয়াল গৌরাঙ্গ যত ব্রজের সম্পদ রে লোক মাঝে দিলা অকতরে।
কোন অবতারে নাই হেন প্রেম দান রে ভজ ভাই গোরা নটবরে।

১২৪

॥ সর্ব্বজ্ঞৈমু নিপুঙ্গবৈঃ প্রবিতাতেঃ তত্তম্মতে
যুক্তিভিঃ পূর্ব্বংনৈকতর একোপি সুদঢ়ং ।
বিশ্বস্তআসীজ্জ্নঃ সংপ্রত্যপ্রতিমপ্রভাবউদিতে গৌরাঙ্গচন্দ্রেপুনঃ
শ্রুত্যর্থো হরিভক্তিরেব পরমঃ কৈবান নির্দ্ধার্য্যতে ॥

পূর্ব্বকালে দিব্য সমাধির বলে সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি যত ॥
এ সংসার তরে করিতেন ধার্য্য যুক্তি সিদ্ধ নানামত ॥
আপন আপন ধারণা সম্মত বেদ অর্থ করি সবে ।
বিত সবাই আপন ব্যখ্যান অভ্রান্ত কেবল ভবে ॥
এইমত নানা মুনি নানা মত শুনি এ সংসারী জন ।
কাহার বচনে সুদৃঢ় বিশ্বাস না করিতে কদাচন ॥
সম্প্রতি ধরায় প্রকটি গৌরাঙ্গ অতুল প্রভাব ময় ।
করুণা কিরণে হরিল লোকের সংশয় তিমির চয় ॥
বিনা হরি ভক্তি নাহি বেদ অর্থ নির্দ্ধারিলা গৌর হরি ।
এই অর্থ সার করে'ছ সংসার আন অর্থ পরিহরি ॥
দেখ ওরে লোক গোরার প্রতাপ এমন নাহিক আর ।
সকল পাসরি চরণে তাঁহার পড়িরহ অনিবার ।

১২৫

বিশ্বং মহাপ্রণয় সাধুসুধারসৈক পাথোনিধৌ সকল মেবনিমজ্জয়ন্তং ।
গৌরাঙ্গচন্দ্রনখচন্দ্রমণিচ্ছটায়াঃ কঞ্চিদ্বিচিত্রমনুভবমহং স্মরামি ॥

চন্দ্রকান্তমণি ছটা গোরাপদ নখে রে নিরন্তর করে ঝলমল ।
নিরখি বিচিত্র ছটা বাক্য নাহি সরে রে আলোকিত তাহে ধরাতল ॥
আর এক মহাশ্চর্য্য সে ছটার ভাব রে ভাবিলে বিস্ময়ে ডুবে মন ।
প্রণয় পীযূষ রস সেই ছটা হতে রে নিরন্তর হয় নিঃসরণ ॥
সে রসে ডুবিল বিশ্ব নাহি আর স্থল রে নদী খাদ কৈল একাকার ।
পরম আনন্দে জীব কেহ ডুবে উঠে রে কেহ কেহ দিতেছে সাঁতার ॥
এমন অপূর্ব্ব কাণ্ড যে গৌরাঙ্গ করে রে পাসরি কুরস আর মন ।

ত্যজি রে কুটিল ভাব খুটি নাটি সব রে গোরা পদে লইরে শরণ ॥

১২৬

অতি পুণ্যৈরতি সুকৃতৈঃ কৃতার্থীকৃতঃ কোপি পূর্ব্বৈঃ।
এবং কৈরপিনকৃতং যৎ প্রেমাব্ধৌ নিমজ্জিতং বিশ্বং ॥

পূরবে যখন না ছিল ধরায় গৌরহরি অবতার।
ভকত সুকৃতি মহা পুণ্য বলে হত কভু ভবপার ॥
কিন্তু রে যে প্রেম অমৃত জলধি আনি গোরা দ্বিজবরে।
নিখিল ভুবন করিল মগন পরম কৌতুক ভরে ॥
কোন মহাজন পূরবে এমন পারে নাই মহীতলে।
প্রেমসুধা আশে ত্রিতাপিত জীব ছুটিতেছে দলে দলে ॥
ওরে মূঢ়মন জড় সম আর পড়ে রবি কতকাল।
আয় ত্বরা করি গোরাপদ ধরি চাই প্রেম সুরসাল ॥

১২৭

ধর্ম্মে নিষ্ঠাং দধদনুপমাং বিষ্ণুভক্তিং গরিষ্ঠাং
সংবিভ্রাণো দধদিহহিহৃত্তিষ্ঠতি বাশ্মসারং।
নীচোগে ঘোদপি জগদহোপ্লাবয়ত্য শ্রুপূরৈঃ
কোবা জানাত্যহহ গহনং হেমগৌরাঙ্গরঙ্গং ॥

কষিত কাঞ্চন জিনি গৌরাঙ্গ বরণ রে কুল কামিনীর কুল নাশা।
নিগূঢ় গৌরাঙ্গ রঙ্গ না বুঝি মরম রে যা বুঝি কহিতে নাই ভাষা ॥
পূরবে যে সব লোক আছিল সংসারে রে ধরম করম নিষ্ঠমন।
কেহ বা ভকতি ভরে শ্রীবিষ্ণু চরণ রে করি তরে মন সমর্পণ ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখি এ সবার মন রে শিলা সম ছিল সুকঠিন
সাধন ভজন এত সবার শরীর রে তথাপিহ প্রেম চিহ্ন হীন ॥
সম্প্রতি অধম যেই গৌরাঙ্গ কৃপায় রে প্রেম অশ্রু করি বরিষণ।
পরম আনন্দ ভরে আপনা পাসরি রে করে সেহ ভুবন প্লাবন ॥

তাই বলি অপরূপ গৌরাঙ্গের রঙ্গ রে মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর।
সদা ইচ্ছাময় তিনি স্বতন্ত্র পুরুষরে কে বুঝিবে তাঁহার অন্তর॥
পরম পীরিতি ভরে যবে যা করেন রে সকলি সংসার হিত লাগি।
একথা হিয়ার মাঝে সযতনে ধরি রে হও ভাই তার অনুরাগী॥

১২৮

ক্বচিৎ কৃষ্ণবেশান্নটতি বহুভঙ্গী মভিনয়ন্
ক্বচিদ্রাধা বিষ্টো হরিহরিহরীত্যার্ত্তিরুদিতঃ।
ক্বচিদ্রিঙ্গন্বালঃ ক্বচিদপিচগোপাল চরিতো-
জগদেগৌরো বিস্মাপয়তি বহু গম্ভীর মহিমা॥

দুজ্ঞেয় মহিম গৌরাঙ্গ সুন্দর অবতরি ধরাতলে।
অনন্ত লীলায় ডুবাল ধরণী বিস্ময় সাগর জলে॥
কৃষ্ণ বেশে কভু শিশু দল সহ করেন অনন্ত খেলা।
পরম চাঞ্চল্যে করে জলকেলি সদলে স্নানের বেলা॥
শ্বান শিশু লয়ে করেন বিলাস কভু সহচর মেলি।
কভু বা কীর্ত্তন করি হরিনাম করেন রসের কেলি॥
কখন বালিকা পূজার সামগ্রী হরিষে কাড়িয়া খায়।
আমি সেই বলি হাসি হাসি সবে বিবাহ করিতে চায়॥
স্নান পূজা আশে নর নারী যত সুরধুনী তীরে আসে।
সবা অগোচরে মিশান কৌতুকে স্ত্রীবাস পুরুষ বাসে॥
কভু বা পূজার আসনে বসিয়া ধীরে ধীরে কুতূহলে।
নৈবেদ্য সকল করেন ভক্ষণ মুই রে মাধব বলে॥
কখন বিবিধ অঙ্গ অঙ্গি করি নৃত্য করে মনোহর।
কুলের কামিনী সে ভাব নিরখি দলে দলে ছাড়ে ঘর॥
রাধা ভাবে কভু হইয়া বিভোর হরি হরি হরি বলে।
বিনায়ে বিনায়ে করেন ক্রন্দন পড়িয়া ধরণী তলে॥
এই রূপ গোরা করেন বিলাস কোন যুগে হেন নাই।
আয় লোক সব সকল ছাড়িয়া গোরা গুণ সদা গাই॥

১২৯

বেলায়াং লবণাম্বুধে র্মধুরিম প্রাগ্ভাবসারস্ফুর
ল্লীলায়াং নববল্লবী রসনিধে রাবেশয়ন্তীজগৎ।
খেলায়ামপি শৈশবে নিজরুচা বিশ্বৈক সং মোহিনী
মূর্ত্তিঃ কাচন কাঞ্চন দ্রবময়ী চিত্তায়মে রোচতে॥

লবণ অম্বুধি তীরে যেই দেব মণি রে সঙ্গীসহ শিশু খেলা করে।
এ বিশ্ব সংসারে তাহা করে দরশন রে অতুল আনন্দ রস ভরে॥
সর্ব্ব রসধাম কৃষ্ণ ভানুসুতাসহরে যে মাধুর্য্য রসে করে কেলি।
সে রস সাগরে ডুবি যেই গুণমণি রে লীলামত্ত নিজ জন মেলি॥
সে রস বিলাস যাঁর নিরখি সংসার রে বিস্ময় আনন্দ রসে ভাসে।
ধরম করম ছাড়ি বাউল সমান রে ধায় সবে যেই দেব পাশে॥
এহেন গৌরাঙ্গাকৃতি রাধা মনচোর রে কনক নিন্দিত কলেবর।
আমার হৃদয় বাসে চুপি চুপি পশি রে হরি নিল দ্রব্য বহুতর॥
কুলমান জ্ঞান গর্ব্ব মুকতি কামনা রে এইরূপ কত লব নাম।
সকলি হরিল মোর কিছু না রাখিলরে সে লম্পট গোরা গুণ ধাম॥

১৩০

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণ পথগতঃ কস্য ন ম্নাং মহিম্নঃ
কোবেত্তা কস্য বৃন্দাবন বিপিন মহা মাধুরীষু প্রবেশঃ
কোবা জানাতি রাধাং পরম রস চমৎকার মাধুর্য্যসীমা
মেকঃশ্চৈতন্য চন্দ্রঃ পরম করুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

যদি রে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর না হত প্রকট ভবে।
একলি রাজত্ব মায়ার প্রভুত্বে কি হত জীবের তবে॥
প্রেম অভিধানে পুরুষার্থ সার বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত মণি।
কে আর আনিত কেবা রে বিলাত উঘাড়ি ব্রজের খনি॥
নাম চিন্তামণি মালা মনোহর কেবা গাঁথি কুতূহলে।
লহু লহু হাসি পরম সোহাগে পরাত জীবের গলে॥

লোচন রঞ্জন ছিল যে মাধুরী বৃন্দাবনে লুকাইত।
জীবের অন্তর করিতে বিনোদ কে তাহা আনিয়া দিত॥
মাধুর্য্যের ওর মহা ভাব রূপা বৃকভানু রাজবালা।
রূপ যাঁর হেরি মেঘাঙ্কে লুকায় সলাজে বিজলী মালা॥
কে মাহাত্ম্য তাঁর মহিমা অপার প্রচার করিত ভবে।
তিনি আদ্যাশক্তি উপাস্যের সার না জানিত জীব তবে॥
এসব অপূর্ব্ব ভাব বিলাইতে গৌরহরি অবতার।
অরে জীব কুল ত্যজি আন পথ পদ তাঁর করসার॥
কোন যুগে যাহা না জানে কেহই না পেয়েছে কার ঠাঁই।
ভবে গতাগতি ফুরাবে সবার গোরা কাছে তাহা পাই॥

১৩১

পূর্ণপ্রেম রসামৃতাব্ধিলহরী লোলাঙ্গ গৌরচ্ছটা কোট্যা-
চ্ছাদিত বিশ্বমীশ্বর বিধিব্যাসাদিভিঃ সংস্তুতং দুর্লক্ষ্যাং
শ্রুতিকোটিভিঃ প্রকটয়মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীমাশ্চর্য্যং
লবণোদয়োধসিপরং ব্রহ্ম স্বয়ং নৃত্যতি॥

না জানি কহিতে গোরা রূপ রাশি উপমা নাহি রে তার।
নিখিল ভুবনে যত আছে রূপ এরূপ সবার সার॥
পূর্ণ প্রেম রস সুধা সিন্ধু মাঝে উঠিছে তরঙ্গ রঙ্গে।
তাহে পড়ি গোরা হিয়া গর গর প্রেম ছটা শোভে অঙ্গে॥
ভাব যুত সেই গোরা তনু কাঁতি মন প্রাণ কাড়িলয়।
সে তনু ছটায় হৃদি নিকেতন করে রে আলোক ময়॥
গৌরাঙ্গ করুণা কণা অভিলাষে বিরিঞ্চি মহেশ ব্যাস।
অনন্ত অন্তরে পড়ি আছে সদা তাঁহার চরণ পাশ॥
গোরা পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড নিদান সকল বিধান কারী।
শ্রুতিগণ সদা করিছে সন্ধান তাঁহারে লিখিতে নারি॥
ভুবন মোহিনী বিস্ময় কারিণী গৌরাঙ্গ মুরতি খানি।
নিরখি তা জীব রহে এক দৃষ্টে না সরে কাহার বাণী॥

হেন রূপ ধরি মন করি চুরি দিক করি আলোময়।
গৌরাঙ্গ আমা সিন্ধু তীরে তীরে নৃত্য রসে মত্ত হয়॥
বৃন্দাবনে হরি হয়ে গোপী শিষ্য শিক্ষা করি নৃত্য কেলি।
পরীক্ষা তাহার দিতেছেন এবে নিজ পরিকর মেলি॥

১৩২

কোঽয়ং পট্টধটী বিরাজিত কটীদেশঃ করেকঙ্কণং, হারং
বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রৎ পদেনূপুরং, উর্দ্ধাকৃত্য
নিবদ্ধকুন্তলভর প্রোৎফুল্ল মল্লীস্রগাপীড়ঃ ক্রীড়তি
গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ॥

তাই যে পুরুষ কনক কাঁতিয়া কটী তটে পট্টবাস।
যুবতী নিরখি হানি আখিবান হাসি করে কুল নাশ॥
রতন কঙ্কন শোভে দুই করে বক্ষে মণি মুক্তহার।
শ্রবণে মকর কুণ্ডল দুলিছে কি কব মাধুরি তার॥
রুণু ঝুনু ঝুনু চরণে নূপুর বাজিছে মধুর রোলে।
কুল বধু কুলে দেয় জলাঞ্জলি শুনি সে অমিয় বোলে॥
চাঁচর চিকুরে বাঁধা উর্দ্ধ ঝুটি রমণী ধরিতে দড়।
বিকসিত মল্লি মাল মনোহর বেড়ি তা শোভিছে বড়॥
অলকা তিলকা বদন কমলে চন্দনে চর্চ্চিত দেহ।
কুলবতী কুল করিতে বিনাশ এরা নহে কম কেহ॥
হেন সাজে অই পুরুষ রতন নাম রসে হয়ে ভোরা।
নাচি নাচি যায় কেবা হন তিনি বলিতে পারিস তোরা?
এত দিন তুমি আছিলে কোথায় গর্ভ হতে বুঝি এলে?
উনি যে আমায় প্রেমের নাগর কোথা না শুনিতে পেলে?

১৩৩

দেবাতুন্দুভিবাদনং বিদধিরেগন্ধর্বমুখ্যাজগুঃ সিদ্ধাঃ
সন্তত পুষ্পবৃষ্টিভিরিমাং পৃথ্বীং সমাচ্ছায়ন্।

দিব্য স্তোত্রপরা মহর্ষি নিবহাঃ প্রীত্যো পতন্তু নির্জ
প্রেমোন্মাদি নিতাণ্ডবং রচয়তি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥

রাধা প্রেম রসে   গর গর গোরা   হেলে দুলে চলে যায় ॥
ঠমকে ঠমকে   নাচি নাচি কিবা   হরি যশ গুণ গায় ॥
সে নর্ত্তন হেরি   অমর নিকর   ব্যোম পথে পরানন্দে ।
মধুর দুন্দুভি   করি গো বাদন   গৌরাঙ্গ চরণ বন্দে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর   মহা কুতুহলে   তা লয় যুত স্বরে ।
প্রেম রসে মজি   সরস অন্তরে   গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন করে ॥
সিদ্ধজন সুখে   করে অন্তরীক্ষে   পুষ্প রাশি বরিষণ ।
মহর্ষি দেবর্ষি   করে স্তুতি পাঠ   পরম হরিষ মনে ॥
এই রূপে ঘোষে   গোরা অবতার   অমর কিন্নর গণে ।
এস এস ভাই   গোরাঙ্গ চরণে   মজিরে সরল মনে ॥

১০৪

ক্ষণং হসতি রোদিতি ক্ষণমথক্ষণং মূর্চ্ছতি
ক্ষণং লুঠতি ধাবতি ক্ষণমথক্ষণং নৃত্যতি ।
ক্ষণং শ্বসিতি মুঞ্চতি ক্ষণমুদার হাহাকৃতিং
মহাপ্রণয় সীধু না বিহরতীহ গৌরোহরিঃ ॥

অই যে কনক   বরণ পুরুষ   বাউল সমান যায় ॥
যায় যায় আর   থমকি থমকি   হাসি হাসি ফিরে চায় ॥
ক্ষণে অট্ট অট্ট   করিছেন হাস্য   রোদন ক্ষণেক পরে ।
লম্ফ ঝম্ফ মারি   চঞ্চল চরণে   কভু বা গমন করে ॥
কভু হা হা রবে   ধরণী লুণ্ঠিত   মূর্চ্ছিত অসাড় দেহ ।
হেরি তা ভকত   হৃদয় বিদরে   না ধরে সোয়াথ কেহ ॥
কভু বা হুঙ্কারি   উঠি তাড়াতাড়ি   নাচিছে রসের ভরে ।
এরূপ যখন   যে ভাব উঠিছে   সেভাবে বিলাস করে ॥
কে পুরুষ বর   কোথা তাঁর ঘর   বলহে করুণা করি ।
উহারে নেহারি   কি হল আমার   আর না ধৈরজ ধরি ॥

আহা মোর কাছে এসহে সুজন দিব তোমা পরিচয়।
উনি হে ব্রজের রাধিকা নাগর প্রেম সুধারস ময়॥
সম্প্রতি ধরি হে সুবর্ণ বরণ প্রেম রসে হয়ে ভোর।
লহু লহু হাসি আসি মন হরি নাগর হলেন মোর॥

১৩৫

অশ্রুণাং কিমপি প্রবাহ নিবহৈঃ ক্ষৌণীং পুরঃপঙ্কিলাং
কুর্ব্বন্ পাণিতলে নিধায় বদরা পাণ্ডুং কপোলস্থলীং।
আশ্চর্য্যং লবণোদরোধসি বসন্ শোণং দধানোঽংশুকং
গৌরীভূয় হরিঃ স্বয়ং বিতনুতে রাধা পদাব্জেরতিং॥

আজ মুই সই! সাঁজের বেলায় গেনু রে পয়োধি তীরে।
দেখি যুবা এক গালে দিয়া হাত ভাসিছে আঁখির নীরে॥
নয়ন সলিলে ভুতল পঙ্কিল হতেছিল অতিশয়।
এক এক বার মুখ তুলি যেন কার সনে আলাপয়॥
কটিতটে শোভে অরুণ বসন করতলে কর মালা।
যেন কোন ভাবে বরণ মলিন তথাপি ভুবন আলা॥
কে অই যুবক বলরে সজনি হৃদয় করিল চুরি।
গৃহে আর সই নারি লো থাকিতে হয়েছে শমনপুরী॥
আয় সজনি লো; বলি কাণে কাণে কে ওই পুরুষ বর।
রাধিকা নাগর রসের সাগর উনি লো মুরলীধর॥
সম্প্রতি রাধার প্রেম মহামণি মোদের দিবার তরে।
ছাড়ি বৃন্দাবন এলেন হেথায় গৌরাঙ্গ মুরতি ধরে।

১৩৬

পদাঘাত রবৈর্দৃশো মুখরয়ন্ নেত্রাম্বুসাং শ্রেণিভিঃ
ক্ষৌণিং পঙ্কিলয়ন্নহো বিষদয় ন্নট্টাট্ট হাসৈর্নভঃ।
চন্দ্রজ্যোতিরুদার সুন্দর কটিব্যালোল শোণাম্বরঃ
কোদেবো লবণোদকূল কুসুমোদ্যানে মুদানৃত্যতি॥

সই রে কি আর বলিব তোরে ! ধ্রু

মরম ভিতরে   কি শেল বিন্ধিল   কি হল কি হল মোরে ॥
সিন্ধু উপকূলে   নৃপতি উদ্যান   পরম সুখের স্থান ।
আজি দ্বিপ্রহরে   পশি একাকিনী   খোয়াইনু কুলমান ॥
কে এক যুবক   সোণার বরণ   কি ভাবে হইয়ে ভোর ।
ঠমকে ঠমকে   করিয়া নর্ত্তন   পরাণ কাড়িল মোর ॥
প্রতিধ্বনি পূর্ণ   হতেছিল দিক   চরণ তাড়নে তাঁর ।
ধরণী পঙ্কিল   করিতে আছিল   নয়ন সলিল ধার ॥
ক্ষণে ক্ষণে তাঁর   সুহাসি ছটায়   বিজলী খেলিতে ছিল ।
এমন সুনীল   গগন, সে ছটা   ধবল করিয়া দিল ॥
সে যুবার রূপ   নিরখি সুধাংশু   পাংশু বর্ণ ধরে লাজে ।
বিশাল নিতম্বে   অরুণ অম্বর   কেমন সুন্দর সাজে ॥
কে সেই যুবক   বল রে সজনি !   করিল বাউরী পারা ।
নিশি দিশি মন   করে উড়ু উড়ু   লাজ ভয়হনু হারা ॥
কি কাজ আমার   ধন জন গৃহে   কুলের মুখে লো ছাই ।
স্বজন ছাড়িব   যোগিনী হইব   যদি সে চরণ পাই ॥
আয় সই আয়   কহিব তোমারে   কে সেই যুবক বর ।
ইনি সেই ব্রজ   গোপিনী সর্ব্বস্ব   গোবর্দ্ধন গিরিধ ॥
সম্প্রতি আমার   সহিত সজনি   গোপনে পীরিত করি ।
লোক কাছে সাঁচা   থাকিবারে ফিরে   সন্ন্যাসীর বেশ ধরি ॥

১৩৭

সর্ব্বৈরাম্নায় চূড়ামণিভিরপি নংসলক্ষ্যাতে যৎ স্বরূপং
শ্রীশব্রহ্মাদ্যগম্যা সুমধুর পদবী কাপি যস্যাতি রম্য।
যেনাক স্মাজগৎ শ্রীহরিরস মদিরামত্ত মেতদ্ব্যধায়ি
শ্রীমচ্চৈতন্য চন্দ্রঃ সকিমু মমগিরাং গোচর শ্চেতসোবা ।

যাঁহার স্বরূপ   নাহি জানি বেদ   সতত বিষণ্ণ মন ।
বিধি ভব রমা   উপদেশ যাঁর   নাহি বুঝে কদাচন ॥

রাধাকৃষ্ণ প্রেম সুধারস সীধু দান করি অবিরত।
নিখিল ভুবন করিল যে জন সহসা বাউরী মত ॥
যাঁহার করুণা কণিকা প্রভাবে দুজ্ঞেয় ব্রজের তত্ত্ব।
বুঝি জীব কুল হয় রে সতত প্রেমানন্দ রস মত্ত ॥
এ হেন গৌরাঙ্গ রসের সাগর আর কি মু এ জীবনে।
সদা বাক্য মন গোচর করিয়া ফিরিব প্রফুল্ল মনে ?

১৩৮

জাড্যং কর্ম্মসু কুত্রচিজ্জপ তপো যোগাদিকং কুত্র
চিদ্‌গোবিন্দার্চ্চন বিক্রিয়ঃ কচিদপি জ্ঞানাভিমানঃ কচি
শ্রীভক্তিঃ কচিদুজ্জ্বলাপিচ হরের্বাঙ মাত্র এবস্থিতা
হা চৈতন্য কুতোগতোসি পদবী কুত্রাপিতে নেক্ষ্যতে ॥

হে গৌরাঙ্গ মোর জীবন সর্ব্বস্ব কোথায় লুকালে তুমি।
তোমা বিনা নাথ হল হে আবার এ সংসার মরু ভূমি ॥
সে রূপ নির্ম্মল পরম উজ্জ্বল ভকতির পথ আর।
কোন সম্প্রদায়ে না হয় লক্ষিত ধরে সবে পূর্ব্বাচার ॥
কেহ কেহ বঁধু জড়িত আবার বিষম করম জালে।
কেহ তপ জপ জ্ঞান যোগাদির সভয়ে আদেশ পালে ॥
কভু কোন জন তুয়া উপদেশ নির্ভয়ে হেলন করে।
জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি বিকৃত কুপথে গোবিন্দ ভজনে ধরে ॥
কেহ প্রাণনাথ জ্ঞান অভিমানে হয়েছে বিষম ভোর
নাহি মানে আর নাহি পালে কভু শিবদ বিধান তোর ॥
উজ্জ্বল ভকতি নামে হে কেবল পরিণত দেখি এবে।
স্বার্থ বশে সবে পূরব মতন আপন উপাস্যে সেবে ॥
শত শত জন মায়ার ছলনে সন্ন্যাস আশ্রম নিল।
তুঁহার বিমল নামের হে বঁধুয়া কালিমা ঢালিয়া দিল ॥
যে দিকে নয়ন ফিরাই এখন সে দিকে এরূপ কত।
দেখে শুনে হেন কদর্য্য দর্শন হয়েছি হে জ্ঞান হত ॥

১৩৯

অভিব্যক্তো যত্রদ্রুত কনক গৌরোহরি
রভূন্মহিম্ন্যতস্তৈর্ব প্রণয় রসমগ্নং অগদভূৎ।
অভূদুচ্চৈ রুচ্চৈ স্তুমুলহরি সংকীর্ত্তন বিধিঃ
সকালঃ কিংভূয়োপ্যহহ পরিবর্ত্তেত মধুরঃ॥

হেম তনু কানু রসের জলধি যে কালে প্রকট ভেল।
তাঁর মহিমায় প্রেমানন্দ রসে ভুবন ভরিয়া গেল॥
উচ্চ হরিনাম কীর্ত্তন সুধায় সরস ধরণী কায়।
ঘরে ঘরে যত শিশু বৃদ্ধ আদি গোরা গুণ সুখে গায়॥
হায় কি আবার সে সুখের কাল ধরায় উদয় হবে।
আর কি তেমন প্রেমের তরঙ্গে ভাসিবে ভকত সবে?

১৪০

সৈবেয়ং ভূবিধন্য গৌড়নগরী বেলাপি সৈবাম্বুধেঃ
সোহয়ং শ্রীপুরুষোত্তমোমধু পতেস্তান্যেব নামানিতু।
নোকুত্রাপি নিরীক্ষতে হরি হরি প্রেমোৎসব স্তাদৃশো
হা চৈতন্য কৃপানিধান তবকিং বীক্ষ্যে পুনর্বৈভবম্॥

সেই পুণ্যবতী নদীয়া নগরী এখন বিরাজে ভবে।
সেই সিন্ধু তীরে গৌর লীলাস্থলী কেমন শোভিছে সবে॥
সেই নীলাচলে জগন্নাথ দেব সিংহাসনে বিরাজিত।
সেই হরে কৃষ্ণ নাম সুধারবে দশদিশ মুখরিত॥
কিন্তু গৌরাঙ্গের সেই প্রেমোৎসব কোথা নাহি দেখা যায়।
তব লীলা কিহে না হেরিব আর দয়াল গৌরাঙ্গ রায়?

১৪১

যদি নিগদিতমীমাদ্যাংশ বদে গৌরচন্দ্রো
ন তদপি সহি কশ্চিৎ শক্তি লীলা বিকাশঃ।

অতুল সকল শক্ত্যাশ্চর্য্য লীলা প্রকাশৈ
রনধি গতমহত্ত্বঃ পূর্ণ এবাবতীর্ণঃ ॥

শ্রুতি পুরাণাদি কহিছে ফুকারি অংশ অবতার গণ।
প্রেম রসলীলা প্রকাশ শকতি নাহি ধরে কদাচন ॥
গৌরাঙ্গ আমার যে রস বিলাসে ভরিল অবনী ধাম।
দেখা দূরে রহু না শুনেছে কেহ কোনযুগে তার নাম ॥
তাই গোরা মোর প্রভু পূর্ণ অবতার নিশ্চয় জানিবে সবে।
পূর্ণ বিনা কেহ না পারে করিতে রসের বিলাস ভবে ॥

১৪২

ব্রহ্মেশাদিমহাশ্চর্য্য মহিমাপি মহাপ্রভুঃ।
মুগ্ধ বালোদিতং শ্রুত্বাস্মিগ্ধোহবশ্যংভবিষ্যতি ॥

হে গৌর সুন্দর প্রণতি আমার তোমার চরণ যুগে।
নিজ ইচ্ছামত কত রস খেলা খেলিতেছ যুগে যুগে ॥
তুমি হে নাগর সর্ব্ব মূলাধার শিবাদি জনক তুমি।
তোমার মহিমা করিছে প্রকাশ নিখিল আকাশ ভূমি ॥
তুয়া কৃপাবলে কতই প্রলাপ করিনু বালক মত।
কৃপা করি তাহা কর হে স্বীকার পুরাও বাসনা যত ॥
যেন দিবানিশি তব কাছে বসি তব রসে সিক্ত হয়ে।
তোমার চরণ করি হে সেবন তব ভক্ত আজ্ঞা লয়ে ॥
তোমার দাসের দাস অনুদাস তার দাস তার দাস।
তাঁহার চরণ পঙ্কজের রজ হোক মোর পঞ্চগ্রাস ॥

১৪৩

দৃষ্টং ন শাস্ত্রং গুরবো ন দৃষ্টাঃ বিবেচিতং নাপিবুধৈঃ সুবুদ্ধ্যা।
যথা তথা জল্পতু বাল ভাবা স্তথৈব মে গৌরহরিঃ প্রসীদতু ॥

মহামূর্খ মুই কাণ্ড জ্ঞান হীন শাস্ত্র অধিকার নাই ।
নিজ কর্ম্ম দোষে গুরু উপদেশ কোন জন্মে নাহি পাই ॥
বুধ গণ সহ করিতে বিচার না ধরি শকতি মুই ।
এ দুস্তর ভব সাগরে নাগর কেবল ভরসা তুই ॥
শিশুর প্রলাপ করিনু ও পদে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হয় ।
করুনা বিতরি করি অঙ্গীকার দূর কর মোর ভয় ॥
কি আর বলিব বলিতে না জানি ও রাঙ্গা চরণে তোর ।
তুই প্রভু মুই দাস হয়ে রই জনমে জনমে মোর ॥

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত অতুল ধারায় হে আপন শোধিতে কৈনু গান ।
কৃপাকরি নাহি লয়ে কোন অপরাধ হে তোমারা গৌরাঙ্গগত প্রাণ ॥
পরম ভকতি ভরে করিবে পাঠ হে যেই ইহা করিবে শ্রবন ।
সেজন নিশ্চয় পাবে গৌরাঙ্গ চরণ হে প্রেমে তাঁর হয়ে নিমগণ ॥

॥ শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউট হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী।

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য — সাত টাকা (শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ) ২। জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত — পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—(একশত আটজন বৈষ্ণব সাহিত্য লেখকগণের পরিচিতি) দশ টাকা। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন—১ খণ্ড (চল্লিশ টাকা), ২ খণ্ড (কুড়ি টাকা)। শ্রীগৌড়-মণ্ডল ভ্রমণ মূলক গ্রন্থ। মানচিত্র সহ ভ্রমন পথ নির্দ্দেশ, তীর্থের মহিমা ও ফটো প্রদত্ত হইয়াছে। ৫। গৌড়ভক্তামৃত লহরী--অপ্রকাশিত ও দুঃষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথি পত্রাদি হইতে সংগৃহীত গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের জীবন চরিত, (১, ২, ৩ খণ্ড) ষাট টাকা। (৪, ৫, ৬, ৭ খণ্ড) ষাট টাকা। (৮,৯, খণ্ড) চল্লিশ টাকা ১০ খণ্ড চল্লিশ টাকা। ৬। নিত্যানন্দ চরিতামৃত কুড়ি টাকা (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত) ৭। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—বার টাকা। (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্রের জীবনী) ৮। অভিরাম লীলামৃত—ত্রিশ টাকা (ব্রজের শ্রীদাম ব্রজদেহ নিয়ে নবদ্বীপে এসে 'অভিরাম গোপাল' নাম ধরলেন। এই গ্রন্থ তাঁহারই অপ্রাকৃত লীলা কাহিনী) ৯। ব্রজমণ্ডল পরিচয়—সাত টাকা (শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত মাহাত্ম্য সহ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলীর বিবরণ) ১০। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম—পাঁচ টাকা (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপদেশাবলীর সঙ্গে শ্রীরূপ কবিরাজের ভক্তিধর্ম্ম বিরোধী ভাবাদর্শের ইতিহাস)' ১১। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ—চার টাকা পঞ্চাশ টাকা। (শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিস্তারিত জীবনী সহ), ১২। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ—চার টাকা (সখাভাবাশ্রয়ী সাধকের সাধন সহায়ক একটি প্রাচীন গ্রন্থ) ১৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয়—দশ টাকা (গৌরাঙ্গ পার্ষদের বিরচিত কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য সঙ্গীতাদি গ্রন্থবলীর তালিকা, গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় ও লিখনকালাদি আলোচিত রহিয়াছে),

১৪। সাধক স্মরণ—পাঁচ টাকা (ভক্তি সাধক গণের সহায়ক স্তব, স্তোত্র, অষ্টক, প্রণাম কীৰ্ত্তনাদি), ১৫। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গগণোদ্দেশাবলী—(১ম খণ্ড) পনের টাকা, (২য় খণ্ড) পাঁচ টাকা (শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত লঘু ও বৃহৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ পার্যদগণের পূর্ব্বাবতার বিষয়ক কবি কর্ণপুর, শ্রীরামাই পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বলরাম দাসের গৌরগণোদ্দেশ সম্বলিত), ১৬। শ্রীনিত্যভজন পদ্ধতি—(১, ২ খণ্ড) ত্রিশ টাকা (বৈষ্ণবীয় নিত্যকর্ম পদ্ধতি, পূজা পদ্ধতি, অষ্টক প্রণাম কামবীজার্থ বৈষ্ণব সদাচার নিশান্ত—ভোগারতি, সন্ধ্যারতি, অধিবাসাদি কীৰ্ত্তন। নিকুঞ্জরহস্য স্তবাদি বর্ণিত রহিয়াছে), ১৭। শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলারহস্য—সাত টাকা, ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি—পাঁচ টাকা (গায়ত্রীসহ শ্রীগুরু পঞ্চতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণের মন্ত্র এবং সংক্ষিপ্ত পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি), ১৯। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—ছয় টাকা ২০। শ্রীঅনু-রাগবল্লী—সাত টাকা (শ্রীনিবাসাচার্য্য চরিত মূলক গ্রন্থ) ২১। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (রাধাকৃষ্ণ মিলনে গৌরাঙ্গ স্বরূপ ও গৌরাঙ্গের জন্ম রহস্য)—ছয় টাকা। ২২। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা রহস্য—আশী টাকা। ২৩। শ্যামানন্দ প্রকাশ—(প্রভু শ্যামানন্দের জীবন চরিত) দশ টাকা ২৪। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয়—দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় গোপাল ও পান্নুয়া গোপালের মহিমা মূলক) পাঁচ টাকা ২৫। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—দশ টাকা। ২৬। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক প্রাচীন পদাবলী)—বার টাকা। ২৭। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—সাত টাকা। (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা নামক প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়) ২৮। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—কুড়ি টাকা। (প্রাচীন গ্রন্থ সমন্বয়ে) ২৯। চৈতন্য কারিকায় শ্রীরূপ কবিরাজ—পাঁচ টাকা। (ভক্তিধর্ম্ম বিরোধী শ্রীরূপ কবিরাজের জীবন চরিত) ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয়—পঁচিশ টাকা (গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের জীবনী বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ) ৩১। পানিহাটির দণ্ডোৎসব—পাঁচ টাকা (প্রভু নিত্যানন্দের দণ্ডোৎসব লীলা বৈচিত্র্য) ৩২। মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্য

ডোবা—সাত টাকা (ইংরাজী) ৩৩। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী—কুড়ি টাকা (শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ) ৩৪। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ—দুই শতাধিক প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তার জীবনী সহ সমগ্র পদাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ১ম খণ্ড—কুড়ি টাকা (খণ্ডবাসী নরহরি সরকারের বিরচিত) ২য় খণ্ড—ষাট টাকা (নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলাপদ) ৩য় খণ্ড—চল্লিশ টাকা (নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণ লীলাপদ) ৪র্থ খণ্ড ত্রিশ টাকা (ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর গৌর ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ) ৫ম খণ্ড—মুরারী গুপ্ত ও বাসুঘোষের পদাবলী। ৩৫। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া—শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন লীলার ধারক ও বাহক লীলা কীর্ত্তন গায়কগণের পরিচিতি মূলক একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ১ খণ্ড—চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড ত্রিশ টাকা। ৩য় খণ্ড—ত্রিশ টাকা ৩৬। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ—(দুই শতাধিক বৈষ্ণব পদাবলী লেখকগণের বিশেষ পরিচিতি)—ত্রিশ টাকা। ৩৭। মনঃশিক্ষা—(শ্রীপ্রেমানন্দ দাস বিরচিত) দশ টাকা। ৩৮। রসিক মঙ্গল—(প্রভু শ্যামানন্দের অন্তরঙ্গ পার্ষদ প্রভু রসিকানন্দের জীবনী মূলক প্রাচীন গ্রন্থ) প্রথম খণ্ড—পঁচিশ টাকা, ২য় খণ্ড পঁচিশ টাকা। ৩৯। শুভাগমনী স্মরনীকা—এক টাকা। ৪০। পঞ্চশত বার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ—পঁাচ টাকা। ৪১। শ্রীচৈতন্য শতক—গৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত—সাত টাকা। ৪২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—(বৈষ্ণব ইতিহাসের গবেষনা প্রসূত প্রভূত তথ্য সমন্বিত—চল্লিশ টাকা। ৪৩। অষ্টকালীন স্মরণের ক্রম বিন্যাস—(শ্রীরাধা গোবিন্দের নিশান্ত কাল হইতে নিশান্ত লীলা পর্য্যন্ত অষ্টকালীন লীলার ঘটনা প্রক্রমসহ সময় কাল অর্থ্যাৎ ঘন্টা ও মিনিট নিরূপন করা রহিয়াছে)—সাত টাকা। ৪৪। অদ্বৈত প্রকাশ—অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী মূলক গ্রন্থ—চল্লিশ টাকা। ৪৫। বৈষ্ণব তীর্থ গ্রাম কাঁচড়াপাড়া—পঁাচ টাকা। ৪৬। শ্রীচৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত-একশত টাকা। ৪৭। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—দশ টাকা। ৪৮। অদ্বৈত মঙ্গল—(অদ্বৈত প্রভুর জীবনী ও তত্ত্ব বিষয়ক)। (যন্ত্রস্থ) ৪৯। ভক্তিরত্নাকর—(নরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত) যন্ত্রস্থ।

প্রকাশিত পত্রিকাদ্বয়— ● শ্রীপাদঈশ্বরপুরী ●

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্য জগতের এক অভিনব
অধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য
সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে প্রভূত
গ্রন্থরাজী। যাহা বৈষ্ণব ইতিহাস, সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার
পরিপূরক। ঐ সকল গ্রন্থাবলী অধুনা দুঃষ্প্রাপ্য বললে অত্যুক্তি হয় না।
তাই সে সকল অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী জনসমক্ষে প্রতিভাত
করিবার জন্য 'এই "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস।
দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবৎ এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। প্রাচীন গ্রন্থ
ও গবেষণা মূলক ঐতিহাসিক তথ্যাদি প্রভূত প্রকাশিত হইয়াছে ও
হইতেছে আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা প্রদানে এই পত্রিকার নিয়মিত
গ্রাহক হইয়া প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারে সহায়তা করুন। সম্ভব হলে
এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে পত্রিকার আজীবন সদস্য হউন।

॥ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ॥

পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক গৌরব পূর্ণ অধ্যায়।
আর এই সকল পদাবলী সাহিত্য গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের অমর অবদান।
শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্যকে সুললিত কবিত্বের ভাষায় মূল্যায়ন
করে যে সকল পদাবলী রচিত হইয়াছিল; তাহার রসাস্বাদন শ্রীগৌর
গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্যাস্বাদী ভক্ত বৃন্দের পরম ও চরম উপাদেয়
বস্তু। পদাবলী সাহিত্যের বর্ণন যেন সাধক ও পাঠকবৃন্দকে শ্রীগৌর
গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনের এক জীবন্ত রূপরেখা প্রদান করিয়াছে।
রস শাস্ত্রের নিগুঢ় রস নির্য্যাসই পদাবলী সাহিত্য। সেই সকল দুঃষ্প্রাপ্য
পদ গুলি প্রাচীন পদাবলী সংকলন গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুই
শতাধিক পদকর্ত্তার জীবনী সহ তাহাদের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা
বিষয়ক পদাবলী আলাদা ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া ধারাবাহিক ভাবে
প্রকাশের সূচনা ঘটিয়াছে। পত্রিকাকারে ছয় বর্ষকাল প্রকাশনা চলিতেছে।
ইহার বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা। সুধী পাঠকবৃন্দ গ্রাহক হইয়া এই
প্রচেষ্টার সুযোগ্য মূল্যায়ণের সহায়ক হউক।

কিশোরী দাস বাবাজী ☎ ৫৮৫০৭৭৫
যোগাযোগ—
শ্রীচৈতন্যডোবা। পোঃ—হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন।

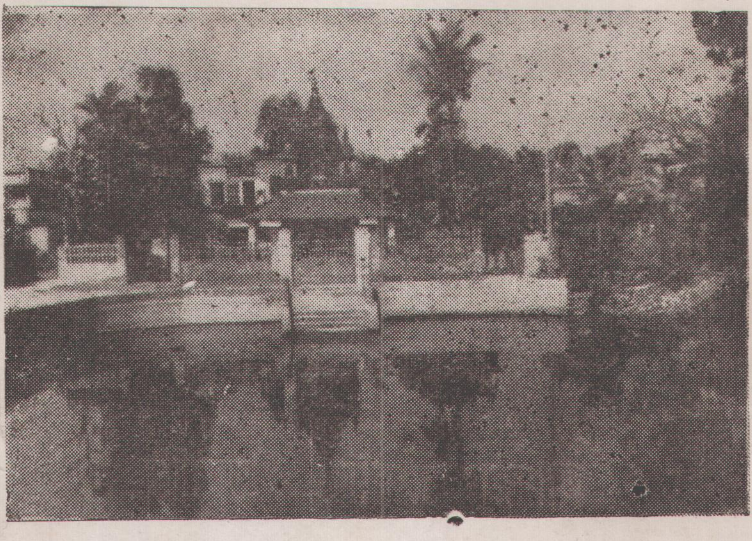

মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন।

প্রভু বলেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥

পথনির্দ্দেশ—শিয়ালদা-রানাঘাট রেলপথে নৈহাটি কিংবা কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর শ্রীচৈতন্যডোবা বাস ষ্টপেজে নামিবেন। বাসে শিয়ালদা-শ্যামবাজার-বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসাযায়।